দৃষ্টি

(প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৫)

★ রাজনীতি ও দুর্ব্বত্তায়ণ পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট রাজনীতি। —মণি গুহ

★ সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্যা—এম. রোজেনথল

★ কবিতা

ব্রেশট □ হাইনে □ অ্যাড্রিয়ান মিচেল □ ইলাইটিস □ মজিয়হ অহমদী অস্কোই □ পদ্মা সচদেব □ অজয় দাস □ গোপাল ভট্টাচার্য।

18/9, Beharilal Chanrabe-Hydane
Howrah-1,

● সূচীপত্র ●

	বিষয়	পৃষ্ঠা
□	সম্পাদকীয়	
□	রাজনীতি ও দুর্বৃত্তায়ণ পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট রাজনীতি - মণি গুহ	১
□	সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্যা — এম. রোজেনথল	৩২
□	কবিতা	
	শিশুদের জন্য গান, ব্রেশট/অনুবাদক —গোপাল ভট্টাচার্য	৮৪
	শয়তানের মুখোশ / „	৮৫
	একটি অঙ্গীকার, হাইনে / „	৮৫
	প্রাসঙ্গিক জনের প্রতি, অ্যাড্রিয়ান মিচেল / „	৮৬
	আলবেনিয়ার হারিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় লেকটেন্যান্ট-য়ের জন্য বীরত্ব ও বিষাদ ভরা গান, ইলাইটিস / „	৮৭
	সাহসিকতার মুহূর্ত, পদ্মা সচদেব / „	৯১
	আমি এক নারী, মজিয়হ অহমদী অস্কোই / মীরা দত্ত	৮৯
	বুদ্ধিবাদী, অজয় দাস	৯২
	মেয়েটা „	৯৩
	গাড়ীটা „	৯৩
	পুতুল বিষয়ক — ৪, গোপাল ভট্টাচার্য	৯৪

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক নভেম্বর বিপ্লবের জয় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়া জুড়ে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ'য়ে ক্রমশ উচ্ছেদ হয়ে পড়ছিল ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলি। সমস্যা জর্জরিত পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী-শক্তিগুলি শজারুর মতো সামগ্রিক গুটিয়ে গিয়ে কেঁপে উঠেছিল ধ্বংসের আশঙ্কায়। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে যে সংশোধনবাদ শুধুমাত্র মতাদর্শরূপে হাজির ছিল, স্তালিনের মৃত্যুর পরে সেই সংশোধনবাদীরা যখন রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা লাভ করে তখন তারা শুধু সোভিয়েতেরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজিবাদী পথই তৈরী করেনি, সাথে সাথে দুনিয়াজোড়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও মেহনতি জনগণের সংগ্রামগুলিকেও ভোঁতা করে দিয়েছে। আর অন্যান্য দেশের 'কমিউনিস্টরা'-ও এই সংশোধনবাদীদের প্রতি এক দীর্ঘকালীন নীরবতা পালন করে কিংবা সমর্থন করে নিজেদের দেশেও সংশোধনবাদী রাজনীতি ও মতবাদ প্রসার করে গেছেন। আর এই সুযোগেই দুনিয়া জোড়া পুঁজিবাদী—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পুনরায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দেশে দেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত মেহনতি জনগণের উপর আর তার সাথে সাথেই স্থায়ী ভাবে পুঁজিবাদকে স্থাপনের জন্য সংশোধনবাদীদেরও অনায়াসেই উচ্ছেদ করেছে।

ফলে অন্যান্য দেশগুলির মতই, বিগত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ফিরে এসেছে বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার, অপুষ্টিগত সমস্ত রোগ, উদ্দাম গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে জুয়া, মদ, বেশ্যালয়ের মত সরকারী স্বীকৃত ব্যবসাগুলি। ফলে একদিকে প্রচণ্ড হাহাকার, অনাহার, অনাহারে মৃত্যু অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত মস্তিষ্ককে তছনছ করে দেবার গভীর চক্রান্ত। আর যেহেতু পৃথিবীতে কোথাও কোনও সমাজতান্ত্রিক ভূমি

কিংবা কোনও প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংগঠন নেই—নেই এর প্রতিরোধ তাই সাধারণ মেহনতি মানুষ আজ হয়ে পড়ছে দিশেহারা, আর অন্যদিকে বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়েও নিজ নিজ স্বার্থে পৃথিবীকে একচেটিয়া শোষন করার পথ পরিষ্কার করছে 'গ্যাট'-য়ের মত নানান চুক্তির মধ্য দিয়ে। আর তাই, ভারতবর্ষের মত এই বিশাল বাজারের প্রতি তাদের পুঁজির ঢেউ সমুদ্রের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে। একদিকে শিল্পায়নের নামে বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশ অন্যদিকে দেশিয় মাঝারি ও ছোট শিল্পগুলি এই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি। ফলতঃ একচেটিয়া বাজারের স্থায়িত্বের লক্ষে একচেটিয়া শোষন। কিন্তু পৃথিবীতে মেহনতি মানুষ তার সংগ্রামী হাতিয়ার নিয়ে বারবার গর্জে উঠেছেন এইরকম পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষনের বিরুদ্ধে, ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের কর্তৃত্ব, স্থাপিত করেছে মেহনতি মানুষের শাসন। আজ যেহেতু সংশোধনবাদী-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীর যোগসাজসে মেহনতি মানুষ আজ নিজভূমে পরবাসী তাই এই লড়াইয়ে আবার ফিরে আসতে (সমাজতন্ত্রের লক্ষে) সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে জ্বলে উঠতে হবে এই বিরুদ্ধ শক্তির বিপরীত মেরুতে, প্রতিবাদে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সমসাময়িক সমস্ত জ্বলন্ত ইস্যুগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রমে ও মতবাদের দ্বান্দ্বিক সংগ্রামে, আর এই দৃষ্টিপথেই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে সম্প্রতি ভোরা কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করেছে, যা নিয়ে সমস্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলিসহ তথাকথিত কমিউনিষ্ট নামধারী দলগুলি পর্যন্ত চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপারটা যেন এই রিপোর্টের আগে এ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না বা যেন রিপোর্টের আগে ছিল না দুর্বৃত্তায়নের প্রভাব। আসলে তারা যে দিকটা ধামাচাপা দিতে চায় তা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী সহ সমস্ত মেহনতি জনগণকে শোষণ করার জন্য, তাদের আন্দোলন, স্ট্রাইক ভাঙার জন্য সমস্ত রকম আইনী ব্যবস্থার সাথে সাথেই বে-আইনী পাওয়াই তারা প্রয়োগ করে। ফলে রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠনগুলি যেমন

এদের সাহায্য নেয় নিজেদের টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তেমনই উল্টোদিকে রাজনীতির উপরও এই দুর্বৃত্তায়ণের প্রভাব পড়ে। যা অনেক সময় সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকর্মে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে। ফলে সমস্যাটা এখানে সংসদীয় ক্ষেত্রে। তাই একজন প্রকৃত কমিউনিষ্টের কর্তব্য এই কি যে সংসদীয় ব্যবস্থাকে রোগমুক্ত করা বা করার লক্ষে সেই সংসদীয় ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখা, নাকি তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট উন্মোচন করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই মণি গুহর "রাজনীতি ও দুর্বৃত্তায়ণ পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট রাজনীতি" প্রবন্ধটি হাজির করা হয়েছে।

এছাড়া মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন একটি দলিল হাজির করা হয়েছে যা মার্কসবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সম্পদ। কমরেড ঝানভের নেতৃত্বে সোভিয়েতে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবী কর্ম-কাণ্ড ঘটেছিল, এম, রোজেনথলের প্রবন্ধটি তারই একটি সমসাময়িক প্রতি বিম্ব এটি শুধুমাত্র সোভিয়েতের ক্ষেত্রে নয়, আজও যারা অন্তত সৎ চিন্তাধারায় মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী তাদের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন দেশে এই মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু এ কথা ভাবলে খুবই খারাপ লাগে যে বর্তমানের কমিউনিষ্ট নামধারী দলগুলি যেভাবে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে বা চালায় তারাই কিন্তু ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলি এড়িয়ে গেছেন। যাই হোক কোনও রকম বিতর্ক সৃষ্টি করা আমাদের লক্ষ্য নয় আমরা মনে করি অন্তত বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মানুষ এই সব থেকে দূরে থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করতে জাতি, দেশ, মহাদেশের ব্যবধান ছিড়ে ফেলবে। জানতে চাইবে, জানাতে চাইবে সমস্ত মেহনতি জনগণের স্বার্থের জন্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির কার্যকম। আর এই চরম তাগিদ থেকেই এম, রোজেনথলের প্রবন্ধ "সোভিয়েতে নন্দনতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্যা"। এই দু'টি প্রবন্ধ সহ কিছু মৌলিক কবিতা ও অনুবাদিত কবিতা নিয়েই এবারের দৃষ্টি আপনাদের দৃষ্টিপথে। সম্পাদক—

অজয় দাস

রাজনীতি ও দুর্বৃত্তায়ণ পরিপ্রেক্ষিতে
বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট রাজনীতি

মণি গুহ

প্রস্তাবনা

আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে উনিশশো সতেরো সালের সাতুই নভেম্বর থেকে সতেরোই নভেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ায় এক দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লব হয়। সেই বিপ্লবের নামই নভেম্বর বিপ্লব। কেন এই বিপ্লব দুনিয়া কাঁপানো ছিল? কারণ, ইতিহাসে এই প্রথম এমন এক বিপ্লব সংঘটিত হয় যার লক্ষ্য ছিল সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার দৌলতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে সমাজের যাবতীয় সম্পত্তিকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ে এসে এক শোষণহীন, শ্রেণীহীন সাম্যের সমাজ গঠন করা। বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ এরূপ এক সমাজেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষদের সেই স্বপ্নের সমাজ গঠনের বিপ্লবটি কেন দুনিয়া কাঁপানো হলো? দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা, শোষকেরা থরো থরো কাঁপছিলো ভয়ে, আতঙ্কে, আর ত্রাসে। আর দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষেরা কাঁপছিলো এক সুখের, আমোদের এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়ে।

অথচ যারা ভয়ে, আতঙ্কে আর ত্রাসে থরো থরো কাঁপছিলো তারা কিন্তু বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট আর মহম্মদকে দেবতা এবং পয়গম্বর বানিয়ে নিত্য পূজা করেন আর তাদের বাণী প্রচার করেন। কথায় কথায় তারা মনীষী ও মহাপুরুষগণের সুমহান আদর্শের কথা উল্লেখ করে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, কমিউনিষ্টরা মনীষী ও মহাপুরুষগণের আদর্শকে উপেক্ষা করে শ্রেণী-ঘৃণা ও শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলে। রাশিয়ার 'নারদনিক' নামে খ্যাত রাজনৈতিক পার্টিও লেনিনের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ এনেছিল। এই অভিযোগের জবাবে লেনিন বলেন :

"একজন মার্কসবাদীর কাছে এই আদর্শ খুবই মূল্যবান।... একজন মার্কসবাদী **ঐ একই আদর্শ থেকে অগ্রসর হয়**। সে এই আদর্শকে আধুনিক নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বা বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে না। সে তুলনা করে **বিদ্যমান শ্রেণী দ্বন্দ্বের সঙ্গে**। তাই সে এই আদর্শকে বিজ্ঞানের মতো সূত্রবদ্ধ না করে এই বা সেই শ্রেণী এবং এই বা সেই সামাজিক সম্পর্ক (যা বস্তুগতভাবে তদন্ত করতে হয়) এবং এই বা সেই পথেই কেবলমাত্র অর্জন করা যেতে পারে—কারণ শ্রেণী সম্পর্কগুলিতে এই বা সেই মালমশলা রয়েছে। আদর্শকে যদি এভাবে ঘটনার ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায়, তবে সেই আদর্শ সদিচ্ছা হয়েই থাকবে এবং জনগণ কর্তৃক তা গৃহীতও হবে না।" (লেনিন: সং, রঃ, খণ্ড, ১, পৃঃ ৪১৬ জোর লেনিনের)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, শেষ বিচারে পার্থক্যটা বিমূর্ত নীতি নৈতিকতার। এর অর্থ নিশ্চয়ই রাজনীতিতে কমিউনিষ্টদের নীতি নৈতিকতা বর্জন নয়. **বিমূর্ত নীতি নৈতিকতা বর্জন এবং মূর্ত নীতি নৈতিকতা গ্রহণ।**

কি ভাবে কমিউনিষ্টরা বিমূর্ত এবং মূর্ত নীতি নৈতিকতা চিহ্নিত করে অর্থাৎ. নীতি নৈতিকতাকে কমিউনিষ্টরা কি ভাবে দেখে?

মার্কসবাদ নীতি নৈতিকতাই শুধু নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিজ্ঞান, আইন কানুন, শিল্পকলা, ধর্ম দর্শন প্রভৃতির প্রত্যেকটিকেই সামাজিক চেতনার এক একটি দিক বলে মনে করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ এ কথাও মনে করে যে. এর একটি ধরনও **সার্বভৌমভাবে স্বাধীন নয়**। আবার অন্য কোনো ধরনের **অধীনস্থও** নয়। মার্কসবাদ মনে করে এর প্রত্যেকটি সামাজিক চেতনার ধরনের এক একটি সুনির্দিষ্ট দিক ও ভূমিকা রয়েছে এবং সেই অর্থেই প্রত্যেকটি ধরনের স্বাধীনতাও রয়েছে। এই প্রত্যেকটি ধরনই পরস্পরের সঙ্গে এবং সমাজের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে এবং এই অর্থেই একটিও সার্বভৌমভাবে স্বাধীন নয়,

পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আর তাই এদের স্বাধীনতা **আপেক্ষিক স্বাধীনতা**। তাই, এদের সম্পর্ক, একই সঙ্গে ঐক্য ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। মার্কসবাদ, ভাববাদীদের মতো এর প্রত্যেকটিকে সার্বভৌম-ভাবে স্বাধীন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে না। তাই, মার্কসবাদ যখন সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে তখন সামাজিক চেতনার এই ধরনগুলির প্রভাবকেও হিসেবের মধ্যে রাখে বলেই মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত একপেশে হয় না—হয় সংশ্লেষাত্মক সিনথেটিক।

তাই, কমিউনিষ্টরা রাজনীতিতে নীতি নৈতিকতার ভূমিকাকে তো অস্বীকার করেইনা বরঞ্চ, রাজনীতি ও নীতিনৈতিকতার আন্ত সম্পর্কে একটা অর্থবহ ও সুষম ঐক্য আনতে চেষ্টা করে—যদিও তারা জানে যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নীতি নৈতিকতা ও রাজনীতির আন্ত সম্পর্কে কোনো সুষম ঐক্য সম্ভব নয়।

এখানেই বুর্জোয়াদের ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিষ্ট রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য। বুর্জোয়া ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতি নীতি-নৈতিকতাকে রাজনীতির **অধীনস্থ** করে—আর কমিউনিষ্ট রাজনীতি—রাজনীতি ও নীতি-নৈতিকতার আন্ত সম্পর্কে একটা সদর্থক ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে।

নীতি নৈতিকতার স্বাধীন ও সার্বভৌম অবস্থান এবং ভূমিকার বুর্জোয়া ভাববাদী আদর্শবাদী মতাদর্শ থেকেই এসেছে রাজনীতির উপরে হয় নৈতিকতার আধিপত্য বিস্তারের চিন্তা আর নয়তো নীতি নৈতিকতাকে রাজনীতির অধীনস্থ করে রাখার চিন্তা। তাই, নীতিবাগীশ মানবতা-বাদীগণ বিদ্যমান রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকে কেবল নীতি কথার ফানুস উড়িয়েই যান এবং রাজনীতির দুর্ব্বায়নে মর্মবেদনা অনুভব করেন। আর বুর্জোয়া রাজনীতিবিদগণ নীতি নৈতিকতাকে রাজনীতির অধীনস্থ করে মানবতাবাদীগণের তারিফ করেন কারণ, মানবতাবাদীগণ তো মর্ম-বেদনা প্রকাশই করেন, রাজনীতিতেতো হস্তক্ষেপ করেন না—আর তাই বুর্জোয়া রাজনীতির কোনো ক্ষতিও হয় না। ভাববাদী মানবতাবাদীগণ

নীতি নৈতিকতার অনড় এবং অপরিবর্তনীয় বুলিটিকে জপমালা করে, রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকেন এবং রাজনীতির সংস্পর্শ এড়িয়ে দূর থেকে নীতি নৈতিকতার মন্ত্রোচ্চারণ করেন। ফলে তাঁদের সদিচ্ছা সদিচ্ছাই থেকে যায় মহাপুরুষদের সুমহান আদর্শ আর বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

নভেম্বর বিপ্লবের আগে এই ছিল মহাপুরুষদের সুমহান আদর্শের এবং বুর্জোয়া মহান মানবতাবাদীগণের অবস্থা এবং অবস্থান। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের পরে মহাপুরুষদের স্বপ্নের সুমহান আদর্শ এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীগণের অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে সুরু করে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যাপক দুর্বৃত্তায়নের পাশাপাশি যতো দিন পর্যন্ত স্তালিন নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল, ততোদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র দুনিয়ার ব্যাপক জনগণই নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীগণও সমাজতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী রাজনীতির নীতি নৈতিকতাও মূল্য বোধের আন্তসম্পর্কের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে একটা ইতিবাচক, সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি ক্যানটারবারির ডীন খ্রীষ্টান জগতের এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনিতো সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ ও বাণী বাস্তবায়িত করেছে বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বার্ণাড শ, রোমা রোঁলা এবং আরো অসংখ্য মানবতাবাদী মনীষী সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট হন এবং স্বীকার করেন যে মহাপুরুষদের সুমহান আদর্শ সত্যিই সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ব মানবতাবাদী মনীষী রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া / পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটে, মানবতার নিপীড়নে বারে বারে ভগবানের আঙিনায় মাথা কুটেছেন আর এই সভ্যতাকে বারে বারে শাপান্ত করেছেন — সেই রবীন্দ্রনাথই সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের মধ্যে এক নতুন সভ্যতার আলোকোন্মেষ দেখতে পেয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাসের দুর্বার সাহস ফিরে পেয়েছিলেন।

কোন নীতি নৈতিকতার শক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই শ্রদ্ধা

অর্জন করেছিল? না, কোনো নীতি নৈতিকতা আবিষ্কার করে নয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলন—এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার, বিশেষ করে, কোরিয়া ও ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে দুনিয়ার জনগণের নীতি নৈতিকতা ও মূল্য বোধ প্রতিষ্ঠার এক প্রবল এবং বিশাল জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল। জনগণ তখন আর নীতি-নৈতিকতা ও মূল্য বোধের প্রশ্নগুলিকে নীতিবাগীশ ও কূট তার্কিকের মতো বিমূর্ততায় বিচার করেনি - জীবন সংগ্রামের সুনির্দিষ্টতার নিরীখেই বচার করে তার মূর্ত রূপটি আঁকড়ে ধরেছে। দেখেছে বিপ্লবী হিংসা আর প্রতিবিপ্লবী হিংসার পার্থক্য। ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধের পার্থক্য। ভিয়েতনামের গ্রামগুলিকে যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সেনা বাহিনী নাপাম বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে—তখনও যেমন বিশ্বের জনগণ নিদারুণ ঘৃণায় এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে এই নারকীয় কাজের বিরুদ্ধে 'তোমার নাম, আমার নাম ভিয়েতনাম' বলে ভিয়েতনামের দিকে সৌভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে. তেমনি আবার যখন ভিয়েতনামী গেরিলারা আগ্রাসীদের প্রতিহত এবং নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিয়েছে তখন জয়োল্লাসে দুনিয়ার জনগণ 'তোমার নাম. আমার নাম ভিয়েতনাম' বলে সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করেছে। জনগণ কূটতার্কিকদের হিংসার এবং যুদ্ধের বিমূর্ত ব্যাখ্যায় পথভ্রষ্ট হয়নি।

প্রতিটি বিপ্লবী সংগ্রাম এবং ন্যায়যুদ্ধই যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা. সহমর্মিতা, আনুগত্য, সততা, আত্মমর্যাদা বোধ, আত্মত্যাগ এবং সমাজ সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা প্রভৃতি নৈতিক মূল্য-বোধ গুলিকে জাগ্রত করে. উদ্দীপ্ত করে এবং বিপ্লবী রাজনীতিকে নীতি নৈতিকতায় মহিমান্বিত করে তোলে - এটাইতো ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। রাজনীতির দ্বন্দ্বায়ন হচ্ছে নীতি নৈতিকতার সঙ্গে একটা আপোষহীন দ্বন্দ্ব। কোনো আপোষহীন দ্বন্দ্বকেই নীতিবাক্য প্রচার দ্বারা আলাপ-আলোচনা দ্বারা সমাধান করা যায় না। এসব দিয়ে কল্পনা জগতেই তার সমাধান হয় - বাস্তব জগতে নয়। দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামই হচ্ছে দ্বন্দ্ব

সমাধানের একমাত্র পথ। আর তাই জনগণের সংগ্রাম ব্যতিরেকে লোক সভায় ও রাজ্য সভায় বক্তৃতায়, নীতিবাগীশদের নৈতিকতা প্রচারে বা অশ্রুবর্ষণে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হবেনা। জনগণ যখন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগ্রামে ব্যাপক এবং সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে তখন তাদের যুগ যুগ ধরে লালিত মূল্য বোধগুলিও সেই সংগ্রামে নিয়ে আসে আর সংগ্রামের আগুনে পুড়ে বিমূর্ত মূল্যবোধগুলির বর্জ্য পদার্থগুলি বের হয়ে গিয়ে তৎকালীন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানুযায়ী মূল্য বোধগুলি জীবন্ত, প্রাণবন্ত হয়ে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। আর তখনই, কেবলমাত্র তখনই, ঘটনাবলী, অবস্থা এবং সংগ্রামী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির শুধু দ্রুত পরিবর্তনই ঘটতে থাকেনা, বুর্জোয়া সমাজের দুর্বৃত্ত রাজনীতির যে ক্লেদ শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশকেও ক্লেদাক্ত করেছে তাও সংগ্রামের আগুনে পরিশুদ্ধি ঘটে, শ্রমিক তার নতুন জীবন ফিরে পায়। গোটা রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটা নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির সংগ্রাম বলে মনে হয়। সমস্ত মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তাই নীতিবাগিশদের নীতিমালার বুলি নয়, একমাত্র বিপ্লবী গণসংগ্রামই মানুষের ও সমাজের নতুন মূল্য বোধ ও নৈতিকতার জন্ম দেয়। জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকেই। তাই, কার্ল মার্কস আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বলেছিলেন :

"ব্যাপক জনগণের সহজাত নৈতিক প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিন্‌ক্ট) একবার জাগ্রত হলে আর কোনো কৌশলের (ম্যানুভার) প্রয়োজন হয়না।" মার্কস : 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি টি_বিউন," আগস্ট ৪, ১৮৫৮।

লেনিন বলেছেন :

"কেবলমাত্র জনগণই রাজনীতিকে গাম্ভীর্যপূর্ণ (সিরিয়াস) করতে পারে।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড ১৯, পৃঃ ৪৩৮)।

কোনো গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী রাজনৈতিক লাইনই নৈতিকতার আবেদন ব্যতিরেকে টিঁকে থাকতে পারেনা। বিপ্লবী রাজনীতি

শুধুমাত্র বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক স্বার্থই প্রতিফলিত করেনা—তাদের নৈতিক অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দাবীও প্রতিফলিত করে। এঙ্গেলস তাই বলেছেন যে, ইতিহাসে কোনো সুমহান কাজই প্রচণ্ড আবেগ ব্যতিরেকে হয়নি এবং হতে পারে না। এই আবেগ নৈতিকতা ও মূল্য-বোধেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই বিপ্লবীগণ সংগ্রামের মধ্য থেকেই অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে সামাজিক সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ও উদ্ভব ঘটে সেই সৃষ্টিশীলতার উপরেই আজকের ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানব জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এমনই এক সমাজ বিপ্লব ঘটেছিল রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে—যারই সৃষ্টিশীলতায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন।

আমরা দেখলাম যে, মানবজাতিকে মহান করবার জন্য নৈতিক উদ্দীপক "আবিষ্কারে" মার্কসবাদ বিশ্বাস করেনা। মার্কসবাদীরা সমাজ দেহের অভ্যন্তরে এমন ঐতিহাসিক শক্তির অনুসন্ধান করে যা সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটাতে পারে। কমিউনিষ্টরা সেই ঐতিহাসিক শক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করে, সংগঠিত করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জনগণকে রাজনীতি সম্বন্ধে সত্যিই যা ঘটছে এবং যা ঘটতে চলেছে সেই কথাই বলে আর এই সত্য কথনটাই কমিউ-নিষ্টদের শক্তি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের হিংসা একেবারে প্রাথমিক নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে অনৈতিক, অন্যায়। তাদের এই আন্তরিক বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা বলতে দ্বিধা বোধ করেনা যে, যে সমাজের ভিত্তি মানুষের দ্বারা মানুষের নিপীড়ন এবং অসংগঠিত ও নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসা—সে সমাজের পরি-বর্তনে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে তা বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সুউচ্চ নৈতিক উপায়ে হতে পারে না। আর এটাই মার্কসবাদ লেনিনবাদের অ, আ, ক, খ। মার্কস বলেছেন :

"সমাজে যখন আর কোনো শ্রেণী এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকবেনা কেবল তখনই **সামাজিক ক্রম বিকাশের জন্য আর রাজনৈতিক**

বিপ্লবের প্রয়োজন হবেনা। এটাই স্বাভাবিক।" (মার্কসঃ "পভার্টি অব ফিলজফি" পৃঃ ১৯৭, জোর আমাদের)।

লেনিন বলেছেন :

"সাধারণ ভাবে সমাজতন্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের হিংসার বিরোধী। ক্রিশ্চিয়ান নৈরাজ্যবাদী এবং তলস্তয়পন্থীরা ছাড়া আর কেউ এই সিদ্ধান্তে আসেনি যে সমাজতন্ত্র বিপ্লবী হিংসারও বিরোধী। তাই, সাধারণ ভাবে 'হিংসার' কথা বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লবী হিংসার পার্থক্য নির্ণয়ে অবস্থার বিচার না করার অর্থ একান্ত উদাসীনতায় বিপ্লব পরিত্যাগ-কারী অথবা কুতর্কের সাহায্যে নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করা।" (লেনিন সঃ রঃ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৮ জোর লেনিনের)।

সমাজে শ্রেণী. শ্রেণীশোষণ, অসাম্য প্রভৃতি উদ্ভবের পর থেকেই বহু সংবেদনশীল মনীষীই একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমস্ত মানুষের সমানা-ধিকার সম্পন্ন এক সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁদের এই সুমহান আদর্শের সঙ্গে কমিউনিজমের আদর্শের কোনো বিরোধ তো নেই-ই, বরঞ্চ, সেই সব মনীষীদের এবং কমিউনিষ্টদের আদর্শ এক ও অভিন্ন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাপুরুষদের আদর্শ আর সমাজতন্ত্র যখন এক ও অভিন্ন হয়ে সমগ্র দুনিয়ার উপরে এক অ-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব বিস্তার করে-ছিলো ঠিক তখনই, হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর বাঁধগুলি ভেঙ্গে দিয়ে যেমন একদল বর্বর সেই সুউচ্চ সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল ঠিক সেভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের একদল বর্বর—সাম্রাজ্যবাদের যোগ সাজসে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে "একাত্ম" হতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে।

সমাজতন্ত্র আজ আর নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে আজও সহস্র বজ্র মুঠিতে লাল পতাকা আর লেনিন-স্তালিনের প্রতিকৃতি মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে আসে আর দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ শুনতে পায় তাদের "সোভিয়েত রাজ ফিরিয়ে দাও" রণধ্বনি।

শোষক আর শোষিত উভয়েরই হৃদযন্ত্র দ্রুতলয়ে কাঁপতে আর নাচতে থাকে। কাঁপে শোষকের হৃদযন্ত্র শোষিতের হৃদযন্ত্র নাচে।

সেই নভেম্বর বিপ্লবের স্মৃতির বাৎসরিক তর্পন নয়—ভারতের মাটিতে সেই মহান নভেম্বর বিপ্লব সংগঠনটাই আজ জরুরী হয়ে উঠেছে। সেই প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ।

।। ১ ।। পরিণত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদাহরণ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কাটিয়েই আধুনিক সংশোধনবাদীরা থেমে যায়নি, বিভিন্ন দেশে যাতে করে সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘটতে না পারেতারও প্রচেষ্টায় আধুনিক সংশোধনবাদীরা তৎপর। সম্প্রতি ভোরা কমিটির রিপোর্টটি সংসদে পেশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টের সার মর্ম: আমলা, রাজনীতিবিদ এবং মাফিয়া এই তিন মিলিত শক্তি রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করছে। সংবাদ মাধ্যমগুলি একেই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বলেছে। ভারতের তথাকথিত বাম আন্দোলনের নেতৃবর্গ যাঁরা তাদের আন্দোলনকে "বাম আন্দোলনের প্রধান বা মূলস্রোত" বলে দাবী করেন, তাঁদের বক্তব্য ও বিবৃতি থেকে সাধারণ মানুষের মনে এরূপ একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত মোহ গড়ে উঠছে যে, ভারতের মতো পশ্চাদপদ দেশে, যেহেতু, গণতন্ত্র এখনও পরিণত হয়ে ওঠেনি—তাই রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তায়ন সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতের বাম আন্দোলনের জনৈক প্রথম সারির প্রধান নেতা তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ই বলেছেন যে, সাধারণ নির্বাচনের "আর দু-তিনটা টার্ম পেরোলেই" অর্থাৎ, আর দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই ভারতের গণতন্ত্র "পরিণত" হয়ে উঠবে। নির্বাচন কমিশনার টি, এন, শেষণ এর চমকপ্রদ বিবৃতি ও ব্যবস্থাগুলিও ভারতের এই "অপরিণত" গণতন্ত্রের ধারনাকে পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এবং শেষনও তাই, এক উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে 'হিরো' বনে গেছেন। জনগণের চেতনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মহিমান্বিত করার জন্য এরূপ সব কথা বলা হচ্ছে যে, ভারতের গণতন্ত্র এখনও পরিণত নয়, পরিণত হলে শুধুমাত্র

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নেরই অবসান ঘটবে না, উপরন্তু এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতির যুগের অভ্যুদয় ঘটবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে একটা শ্রেণী রাজনীতি, এই গণতন্ত্রেরও যে একটা শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী ভূমিকা রয়েছে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও যে একটা ঐতিহাসিক সময়কাল ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে—তথাকথিত বামপন্থীদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারে এই বোধগুলিকে ভোঁতা এবং অকেজো করে দিচ্ছে যারা 'পরিণত' গণতন্ত্রের ব্যাপারে মোহান্ধ, তাদের সেই মোহান্ধতা নিরসন কল্পে এই প্রবন্ধ সুরু করা হলো সম্পূর্ণ পরিণত গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকার একটি উদাহরণ দিয়ে।

"আমেরিকার পরিণত ও পরিচ্ছন্ন" গণতন্ত্রকে আমেরিকার নাগরিকগণ কিভাবে দেখেন তারই একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর জনমত সংগ্রহের যে সংস্থাগুলি রয়েছে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার নাম "ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়ন (দ্য গ্যালপ ইনষ্টিটিউট)।" এই সংস্থাটি মার্কিন সমাজের বিভিন্ন অংশের কাছে উত্তরের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নটি পাঠায় :

"যদি আপনার একটি পুত্রসন্তান থাকে, তবে তার লেখা পড়া শেষ হয়ে যাবার পরে জীবিকার জন্য আপনি তাকে রাজনীতিতে পাঠাবেন কি ?"

এই প্রশ্নের জবাবে পনেরো শতাংশ মানুষ "হ্যাঁ" বলে জবাব দেন। কিন্তু এই "হ্যাঁ" জবাবের সঙ্গে যে মন্তব্যটি জুড়ে দেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্তব্যটি হলো :

"রাজনীতিতে বর্তমানে যে সব শয়তান লোক রয়েছে তাদের জায়গায় নির্মল কলঙ্ক মানুষদের স্থান করে নেবার জন্য।"

আর বাদ বাকী মানুষেরা প্রশ্নের জবাবে "না" বলেন। তারাও তাদের এই "না" জবাবের সঙ্গে দুটি মন্তব্য জুড়ে দেন। মন্তব্য দুটি হলো :

।। ১ ।। রাজনীতি এক নোংরা, অনৈতিক, দুর্নীতি গ্রস্থ, পচা গলা বিষয়। রাজনীতিবিদগণের মধ্যে একজনও সৎ মানুষ নেই।

"২। রাজনীতিতে, এমন কি, সৎ মানুষও শয়তান হয়ে যায়।" (আইভান হিত্তের কর : "পার্টি অ্যাণ্ড পলিটিকস্," নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬, পৃঃ ৫)।

এর পরেও যদি ভারতের তথাকথিত কমিউনিষ্টরা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অবসান করে এবং নীতি নৈতিকতাপূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করে ভারতের পশ্চাদপদ গণতন্ত্রের **বিকাশ সাধন** করে পরিণত এবং উন্নত গণতন্ত্রে রূপান্তরকরনের কথা বলেন তবে তাঁরা যে লেনিন এবং লেনিনবাদের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং আধুনিক সংশোধনবাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে ক্ষয়িষ্ণু এবং মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেই মহিমান্বিত করতে চান এবং সদর্থক বিকল্প হিসেবে প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের লক্ষ্য যে তাদের চিন্তা ভাবনার ধারে কাছেও নেই তা সূর্যালোকিত দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

।। ২ ।। বুর্জোয়া বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি

শোষক শ্রেণীর ন্যায় নীতিহীন, মূল্যবোধহীন দুর্বৃত্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে শোষিত জনগণ সমস্ত দেশেই বারে বারে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। আর এই সব বিদ্রোহই প্রেরণা জুগিয়েছে সামন্ততন্ত্রের জঠরে বর্ধিত উদীয়মান বুর্জোয়াদের রাজনীতিতে নীতি নৈতিকতাও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় সংকল্পে। মধ্য যুগের ভারতেও হিন্দু ও মুসলিম রাজত্বেও এরূপ অসংখ্য বিদ্রোহের নজির রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী ও সাঁওতাল বিদ্রোহের লিখিত ইতিহাস তো রয়েছেই। এবং প্রত্যেকটি বিদ্রোহই হয়েছিল সুস্থ নীতি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দাবীতে। যে কোনো ব্যাপক গণবিদ্রোহ এবং গণ আন্দোলনেই সমাজের অতি সাধারণ মানুষ তাদের সযত্ন লালিত নীতি নৈতিকতা বোধগুলি নিয়েই আন্দোলনে আসে আর গণ আন্দোলনও তাই, নীতি নৈতিকতায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। এ ইতিহাস তো প্রায় সকলেরই জানা। পণ্য অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান বুর্জোয়ারাও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার

স্লোগান সহ রাষ্ট্রের এমন কি ধর্মের গণতান্ত্রিকীকরনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই সময়কার সমস্ত বিপ্লবী চিন্তানায়কগণের লেখায় বারে বারে একটি প্রশ্নই ঘুরে ফিরে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়—আর তা হলো : নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে রাজনীতির সুষম ঐক্য প্রতিষ্ঠা। জনগণও তখন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার উঠেছে।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কারণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের দুর্বৃত্ত কার্যকলাপ নয় স্বৈরতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাই এর মূল কারণ এই ছিল তৎকালীন বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের অভিমত। তাই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটাতে হলে, নৈতিকতা আর রাজনীতির আন্তসম্পর্কে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করা প্রয়োজন। স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার নয়, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন—এই ছিল তখনকার বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ও রাজনীতিবিদগণের অভিমত।

বুর্জোয়া বিপ্লব তাই মধ্যযুগীয় স্বৈরাচার ও বর্বরতার অবসান ঘটায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে, সমাজ, সভ্যতা, নীতি নৈতিকতা একটা বিশাল উল্লম্ফনে এক বিশাল ধাপ পেরিয়ে আসে। সভ্যতার আলোকোচ্ছটায় সমস্ত দুনিয়া উদভাসিত হয়ে ওঠে। এ এক ঐতিহাসিক অগ্রপদক্ষেপ। কিন্তু যেহেতু এই বিপ্লবও একটি শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি শোষণ ব্যবস্থার পত্তন সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন - তাই এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও "সর্ষের মধ্যেই ভূত" রয়ে গেলো। শোষক আর শোষিতের মধ্যে, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে ভোটাধিকারের জোরে যে কোনো সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা হতে পারেনা ; সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জন্য যে শোষণ ব্যবস্থারই বিলোপ সাধন প্রয়োজন—এই উপলব্ধির বৈষয়িক অবস্থায়ই তখন ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদ আর গণতন্ত্রের আন্তসম্পর্কে যে দ্বন্দ্বটি পুঁজিবাদের গভীরে লুকিয়ে ছিল ক্রমশ ক্রমশ তারই আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে এবং কালে কালে গভীর এবং ব্যাপক ভাবে

তা একেবারে সামনে চলে আসে। ফলে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ঝলমলে পোষাকে আচ্ছাদিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নগ্ন ও বীভৎস চেহারাটি বেরিয়ে আসে। গণতন্ত্র ও মূল্যবোধপ্রেমী মানবতাবাদীদের কাছে এর উৎসটা কোথায় তা সুস্পষ্ট না হলেও, তারা এ কথা বুঝতে পারেন যে, রাজনীতি এবং নীতিনৈতিকতার আন্তসম্পর্কে আবার একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ফাটলের জোড়াতালি সম্ভব নয়। কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী এ কথাও উপলব্ধি করেন যে, বুর্জোয়া রাজনীতি ম্যাকিয়াভেলির উপযোগিতাবাদের পথ ধরেছে।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের এই অনিবার্য পরিণতি বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেন :

"গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ("লজিক্যালি") পুঁজিবাদ-বিরোধী কারণ, 'সরকারীভাবে' প্রজাতন্ত্র ধনী এবং দরিদ্রকে সমদৃষ্টিতে দেখে। এটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক উপরি কাঠামোর দ্বন্দ্ব।

"তাহলে গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদ কিভাবে সঙ্গতি নিয়ে আসে? পুঁজির সর্বশক্তিমত্তাকে অ-প্রত্যক্ষ ভাবে কার্যকরী করে। এর জন্য দুটি অর্থনৈতিক উপায় রয়েছে : ১। সরাসরি উৎকোচ প্রদান ; ২। গভর্নমেন্ট ও স্টক একসচেঞ্জ-এর মধ্যে মৈত্রী (একেই আমাদের থিসিস-এ বলা হয়েছে : বুর্জোয়া ব্যবস্থায় লগ্নি পুঁজি যথেচ্ছভাবে উৎকোচ দিয়ে যে কোনো গভর্নমেন্ট এবং যে কোনো সরকারী কর্মকর্তাকে ক্রয় করতে পারে।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪৭)।

সুতরাং, পুঁজিবাদের মধ্যেই রাজনীতিবিদদের, আমলাদের ক্রয়-বিক্রয়ের দুর্বৃত্তায়নের বীজ নিহিত রয়েছে। যার জন্য গণতন্ত্র বিকৃত হতে বাধ্য। তা ছাড়া উৎকোচ যখন আর যথেষ্ট বিবেচিত হয় না—তখন পুঁজি-পতিগণ মাফিয়াদের পেশী শক্তি ক্রয় করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। শ্রমিক শ্রেণীর স্ট্রাইক ভাঙ্গিয়ে 'ব্ল্যাকলেগদের' ভাড়া করার ব্যাপারটা থেকেই পুঁজিপতিরা মাফিয়াদের কার্যকারীতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

লেনিন অবশ্য বিশেষ জোর দিয়েই কমিউনিষ্ট রাজনীতির নৈতিক শক্তি এবং বুর্জোয়া রাজনীতির অনৈতিকতা-জনিত দুর্বলতা সম্বন্ধে বলেছেন :

"রাজনীতিতে সততা হচ্ছে শক্তির ফলশ্রুতি আর **ভণ্ডামী** হচ্ছে দুর্বলতার ফলশ্রুতি।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড, ১৭; পৃঃ ১০৬ ; জোর আমাদের)।

বুর্জোয়া রাজনীতির কাপট্য ও ভণ্ডামীর সুযোগ নিরন্তর এবং নিরলসভাবে খুলে দেওয়ার কথা লেনিন বারংবার বলেছেন। তিনি বলেছেন :

"তাদের সংসদীয় ভেলকিকে আড়াল করে রাখবার জন্যই এবং জনগণকে **বোকা বানাবার জন্যই** বুর্জোয়া রাজনীতিবিদগণ রাজনীতিকে একটা চারু শিল্প করে তুলেছে।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড, ১৩ ; পৃঃ ১৫০ ; জোর লেনিনের)।

লেনিন কমিউনিষ্টদের "বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের পর্যায় নেমে যাওয়া এবং জনগণকে প্রবঞ্চিত করাকে" ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড ২৭ ; পৃঃ ২৪৯ দেখুন)।

কিন্তু ভারতের তথাকথিত বাম আন্দোলনের প্রধান স্রোত সৃষ্টিকারীরা লেনিনের সতর্ক বাণীকে নস্যাৎ করে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের পর্যায় নেমে গিয়ে সংসদীয় রাজনীতিকে একটা নিখুঁত আর্ট করে ফেলেছেন। তারাও বুর্জোয়াদের মতো—"সংসদীয় ভেলকি" বা "পার্লিয়ামেণ্টারী হোকাস পোকাস" কেই রাজনীতির সারমর্ম করেছেন।

লেনিন আরও বলেছেন :

"এই নয়া অর্থনীতির—একচেটিয়া পুঁজিবাদের (সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ) উপরি কাঠামো হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন।.... এই অর্থে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে তর্কাতীতভাবে, সাধারণত, সমস্ত গণতন্ত্রের অবসান।...।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড ২৩ ; পৃঃ ৪৩ ; জোর লেনিনের)।

অর্থাৎ, গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের যে দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্বের সমাধান করেই সাম্রাজ্যবাদকে "গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায়" পশ্চাদপসরণ করতে হয়। তাই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগানকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মূল্যবোধের যে জোয়ার এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে ভাটার টানে সে জোয়ারের কোনো আকর্ষণই আজ আর নেই। সুবিখ্যাত মানবতাবাদী এবং ঔপন্যাসিক থমাসম্যান বলেছেন :

হিংস্রতা, স্বৈরতান্ত্রিকতা নিষ্ঠুরতা মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং ক্রোধান্ধ গোঁড়ামীর ("ফ্যানাটিক" বন্ধনে আজ গণতন্ত্রকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। বুর্জোয়া নৈতিকতার যাবতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবোধগুলিকে বিংশ শতাব্দীতে "রক্তাক্তভাবে পুনশ্চিন্তা" ("ব্লাডিলিরি থট") করা হয়েছে। এই পুনশ্চিন্তনের ফলে মানুষকে আবার সেই মধ্যযুগীয় শাসনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে মানুষের আত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অমানবিক ভাবধারা এবং প্রবনতা দিয়ে। এর সঙ্গে মধ্যযুগের অন্ধকারতম দিনগুলির এক অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্বেও **নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে** মানব জাতি আজও গুহামানবই রয়ে গেছে।

আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ ক্রেইন ব্রিণ্টন বলেছেন :

"বাস্তবিক পক্ষে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে নৈতিকভাবে হয়তো খারাপ নই এবং হয়তো বা গড়পড়তা হিসেবে তাদের চাইতে আমরা একটু কম নিষ্ঠুর এবং কম বর্বর। কিন্তু যখন আমরা একটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হই তখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে অনেক দ্রুতভাবে, অনেক সুনিপুন ভাবে অনেক বেশী অপরাধ করতে পারি।" (সি, ব্রিণ্টন : "অ্যা হিষ্টরি অব ওয়েষ্টার্ণ মর‍্যালস", নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৪৩)।

এর পরেও যদি কেউ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে 'দুর্ভায়ন' 'দুর্ভায়ন' বলে চমকে ওঠেন ভারতের পশ্চাদপদ গণতন্ত্রকে পরিণত এবং সুস্থ গণতন্ত্রে

বিকাশ সাধন করার কথা বলেন তবে প্রথমত তিনি যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নগ্ন এবং বীভৎস চেহারাটা আড়াল করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মহিমান্বিত করতেই চান, এবং দ্বিতীয়ত, তিনি যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে লেনিন যে কথা বলেছেন, সেই কথাকে নস্যাৎ করেও নিজেকে লেনিনবাদী বলে দাবী করেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে কি ?

ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতিবাচক ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা যে ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে সে কথা লেনিন বহুদিন আগেই বলেছেন। লেনিন তাই রুশ বিপ্লবোত্তর যুগকে প্রলেতারিয় বিপ্লবের এবং প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের যুগ বলে যুগ-নির্ধারন করেছেন।

১৯৪৮ সালের ২০শে নভেম্বর লেনিন 'প্রিটিম সরোকিন এর মূল্যবান স্বীকৃতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন :

"... সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে **সাধারণভাবে** গণতন্ত্রে আস্থা এবং এই গণতন্ত্র যে **বুর্জোয়া গণতন্ত্র** এবং এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা যে ঐতিহাসিক ভাবে সীমাবদ্ধ— তা উপলব্ধি করবার ব্যর্থতা দশক-ব্যাপী এবং শতাব্দীব্যাপী সকল দেশের পেটি বুর্জোয়াদের একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পেটি বুর্জোয়ারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সাধারণত তার জীবন জীবিকার অবস্থার জন্যই এই সত্য খুব কমই উপলব্ধি করতে পারে এবং এমন কি এই মোহও পোষণ করে যে, একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে "নির্ভেজাল গণতন্ত্র" "জনগণের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র" "অ-শ্রেণী বা শ্রেণী উর্ধ্ব জনগণের শাসন" "জনগণের ইচ্ছার নির্ভেজাল অভিব্যক্তি" ইত্যাদি, ইত্যাদি। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এই কুসংস্কারের অনিবার্য কারন হচ্ছে যে, তারা সুতীব্র শ্রেণী সংগ্রাম, স্টট একস্‌চেঞ্জ এবং "প্রকৃত" রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকে। কেবলমাত্র প্রচার দ্বারাই অতি দ্রুত এই কুসংস্কারের অবসান ঘটানো যাবে এমন আশা করা সম্পূর্ণত অ-মার্কসীয় হবে।" (লেনিন : সঃ রঃ, খণ্ড ২৮ ; পৃঃ ১৮৮—৮৯ ; জোর লেনিনের।

সুতরাং, যে সর্ষে দিয়ে দুর্বৃত্তায়নের ভূত ছাড়াবার কথা বলা হচ্ছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নামক সেই সর্ষের মধ্যেই দুর্বৃত্তায়নের ভূত রয়েছে। তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন করে—'পশ্চাদপদ গণতন্ত্র' কে 'পরিণত' গণতন্ত্র করার মধ্য দিয়ে নয়, একমাত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রলেতারিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই পারে রাজনীতি থেকে দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটাতে।

এই প্রসঙ্গেই কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কি ভাবে দেখে তা এখন আলোচিত হবে।

।। ৩ ।। কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কি ভাবে দেখে ?

আধুনিক সংশোধনবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বুনিয়াদী শিক্ষাকে সুকৌশলে ও সংগঠিতভাবে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে মার্কস এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন যে সব কথা বলেছেন তার কোনো কথা পশ্চদপট উল্লেখ না করেই সেই উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মহিমান্বিত করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি একটা মিথ্যে মোহ সৃষ্টির চক্রান্তে তাদের নিয়োজিত করেছে। আধুনিক সংশোধনবাদীরা একটা অর্ধ সত্যকে, একটা আংশিক ঘটনাকে পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ ঘটনা রূপে দেখিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি তাদের মোহ সৃষ্টির চক্রান্তকে শক্তিশালী করতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ, আধুনিক সংশোধনবাদীরা, প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা হিসেবে প্রচার করে এবং তাই তারা প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির পরিধি এবং ক্ষেত্রগুলির আরও সম্প্রসারণ হিসেবে দেখায় এবং তাই, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে "অলঙ্ঘ্যনীয়" বলে প্রচার করে। একথা ঠিক যে, প্রলেতারিয় গণতন্ত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা এবং তার উন্নত রূপ। কিন্তু, একথা আংশিক সত্য মাত্র। প্রলেতারিয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে শুধুমাত্র এটুকু বলা তো যথেষ্ট নয়ই, বরঞ্চ বিভ্রান্তিকরও বটে। মার্কস-

এঙ্গেলস-এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যেমন একই সময়ে ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতি, জার্মান দর্শন এবং ফরাসী সমাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা এবং উন্নত রূপ এবং একই সময়ে গুণগত ও শ্রেণীগত উল্লম্ফন ছিল, প্রলেতারিয় গণতন্ত্রও ঠিক তাই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা এই শ্রেণীগত এবং গুণগত পার্থক্যের দিকটি চুপিসাড়ে মুছে ফেলে প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এক সহজ ও সরল ধারাবাহিকতা এবং উন্নত রূপ বলার অর্থ – বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র ও তার অবসান এবং বিকল্প হিসেবে শ্রেণী গণতন্ত্র হিসেবে প্রলেতারিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী নয়, বরঞ্চ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধিকারের ক্ষেত্রগুলির সম্প্রসারনের দাবী মাত্র। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্রের পার্থক্যটি মুছে ফেলে আধুনিক সংশোধনবাদীরা একদিকে যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈতিক এবং সংবিধানগত তাৎপর্যকে আড়াল করছে ঠিক তেমনি, একই সঙ্গে, প্রলেতারিয় গণতন্ত্রে প্রলেতারিয় একনায়কত্বকে অস্বীকার করে গণতন্ত্রকে এক শ্রেণীহীন, শ্রেণীউর্দ্ধ ধারণা হিসেবে উপস্থিত করছে। আর এখানেই আধুনিক সংশোধনবাদীদের যাবতীয় নষ্টামী।

আসুন, দেখা যাক লেনিন কিভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দেখেছেন এবং কিভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকল্প প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। লেনিন বলেছেন :

"একটি মাত্র বিকল্প আছে এবং থাকতে পারে। হয় সংবিধান, পরিষদ, সমস্ত রকম নির্বাচন পদ্ধতি এবং অন্যান্য বুর্জোয়া প্রতারণা(যা কেবলমাত্র বোকাদেরই ভুলাতে পারে) সহ বুর্জোয়া একনায়কত্ব অথবা বুর্জোয়াদের কঠোর হস্তে দমন করবার জন্য প্রলেতারিয় একনায়কত্ব।" (লেনিন : সং রঃ ; খণ্ড ২৮ ; পৃঃ ৪১৩)।

"ইতিহাস সামন্ততন্ত্রের স্থান গ্রহণকারী বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে জানে, আর জানে প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে—যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থান নেবে।" (ঐ, পৃঃ ২৪২)।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থান যে প্রলেতারিয় গণতন্ত্র নেবে এমন কথা আজও শোনেনি। এই স্বপ্ন শ্রমিক আন্দোলনে তুলে ধরাই হয়নি।

"ইতিহাস থেকে আমরা ভালোভাবেই জানি যে, গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব বিদ্রোহী শ্রমিকদের দমন ভিন্ন অন্য কোনো অর্থ বহন করে না।" (লেনিন : সঃ রঃ ; খণ্ড ২৯ ; পৃঃ ২০০)।

"প্রকৃত পক্ষে দু'টি মাত্র শক্তির সৃষ্টি হয়েছে—বুর্জোয়া একনায়কত্ব এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্ব। মার্কস এর রচনা থেকে, সমস্ত মহান সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে যে এই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করেনি, সে কোনো দিনই সমাজতন্ত্রী ছিল না। সে শুধু নামেই নিজেকে সমাজতন্ত্রী ভাবে।" (লেনিন : সঃ রঃ ; খণ্ড ঐ ; পৃঃ ২০২)।

তা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম করারও প্রয়োজন কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী অনুভব করে। কিন্তু গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম করার সময়েও কমিউনিষ্ট চিন্তা চেতনায় আরও একটি দিক্ থাকে—আর তা হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র :

"যতোই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, পুঁজি কর্তৃক জনগণকে শোষণের যন্ত্র রাজনৈতিক শোষণ তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার ছাড়া অন্য কিছু বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের কোনোদিন অস্তিত্বও ছিলনা—থাকাও সম্ভব নয়।" (লেনিন : সঃ রঃ ; খণ্ড ২৯ ; পৃঃ ৩১১)।

"যতোই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, এমন কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নেই যার সংবিধানে এমন কোনো ফাঁক বা শর্ত নেই—যা 'জন নিরাপত্তা' যখন বিঘ্নিত হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে শোষিত শ্রেণী তার দাসত্বের অবস্থান 'লঙ্ঘন' করে এবং ঐ অ-দাস সুলভ আচরণ করার চেষ্টা করে তখন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠানোর, মার্শাল ল জারী করার ইত্যাদি সুযোগের রক্ষা কবচ বুর্জোয়াদের দেয়না।" (লেনিন : সঃ রঃ ; খণ্ড ২৮ ; পৃঃ ২৮৮)।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের **শ্রেণী চরিত্রের** তার একনায়কত্বের এই দিক-

গুলি আধুনিক সংশোধনবাদীরা তুলে ধরেনা। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে—সে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রই হোক বা বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিকই হোক—শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম করে। কিন্তু কেন করে? প্রজাতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের বা ফ্যাসিবাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাবে ভালো বলে? না, স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের চাইতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপেক্ষাকৃত ভালো বলে শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম করেনা। এই 'ভালো' 'মন্দের' বিচারটা একেবারেই নৈতিক। শ্রমিক শ্রেণী নৈতিকতা ও অনৈতিকতা এ ভাবে অন্যান্য বিষয় থেকে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেনা। স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে শ্রমিক শ্রেণী **রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করেই** সংগ্রাম করে। কি সেই রাজনৈতিক দিক?

'প্রজাতন্ত্র' বা 'রিপাবলিক' শব্দটি এসেছে "রেস পাবলিকা" এই লাতিন শব্দটি থেকে। যার অর্থ "সাধারণ স্বার্থ"। এই "সাধারণ স্বার্থ" শব্দটি দিয়ে **বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল অংশের** সাধারণ স্বার্থই বোঝায়। এবং তাই মুনাফা অর্জনে উন্মত্ত শোষণের প্রতিযোগিতায় সমস্ত বুর্জোয়াদের সমান অধিকারের জন্যই গণতন্ত্র—যাতে করে বুর্জোয়া শ্রেণীর **সামগ্রিক শ্রেণী স্বার্থের কাছে** বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো কোনো বিশেষ অংশের স্বার্থ প্রধান এবং বড়ো না হয়ে ওঠে। তাই মার্কস বলেছেন:

"সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে দেশ শাসনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হলো পার্লিয়ামেন্টারী প্রজাতন্ত্র।" (মার্কস রচনা সংকলন, বাংলা সংস্করণ ২ খণ্ডে, সমাপ্ত ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৩০২, জোর আমাদের)।

সংসদীয় প্রজাতন্ত্র ছাড়াও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আর একটি ধরণ রয়েছে। এই ধরণটিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর **সকল অংশের** স্বার্থ রক্ষিত হয় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর এক বা একাধিক অংশ বা গোষ্ঠীর স্বার্থই এই ধরণে রক্ষিত এবং প্রতিফলিত হয়। যেহেতু এই ধরণটিতে বুর্জোয়াদের সকল অংশের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়না। তাই এটি 'রেস পাবলিকা' বা প্রজাতন্ত্র নয়।

আবার যেহেতু এই ধরণটিতে বুর্জোয়াদের এক বা একাধিক গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থ প্রতিফলিত হয় তাই এই ধরণটি গোষ্ঠীতন্ত্র বা 'অলিগার্কি' নামে পরিচিত। ফ্যাসিবাদও এই ধরণেরই একটি।

প্রজাতন্ত্র তার সার্বজনীন ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি দিয়ে বুর্জোয়া একনায়কত্বকে আড়াল করে রাখে। আর গোষ্ঠিতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের আড়ালটা সরিয়ে দিয়ে তাকে নগ্ন করে দেয়।

বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার এই দু'টি ধরনের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্টরা সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে **অগ্রাধিকার দেয়**। শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ভালোবাসে এবং ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করে, আর তারই জন্য এই অগ্রাধিকার - প্রশ্নটি আদৌ এরূপ নৈতিক এবং অরাজনৈতিক নয়। এই অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আধুনিক সংশোধনবাদীরা এই প্রশ্নটিকে স্রেফ নৈতিক এবং মানবিকভাবে বিচার করে।

তাহলে সেই অগ্রাধিকার দেওয়ার পেছনের রাজনীতিটি কি ? এঙ্গেলস বলেছেন :

"যখন একটি শ্রেণীকে—বুর্জোয়া শ্রেণীকে শোষণ ও দমনের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে, যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার জন্য একবার এই এস্টেট আর একবার ঐ এস্টেট অথবা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও তার আমলাতন্ত্রকে দায়ী করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাচ্ছে, একমাত্র তখনই সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের মধ্যে যুদ্ধ, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শেষ নির্ধারক যুদ্ধ সুরু হবে।

"কেবলমাত্র তখনই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বাধা থেকে, সমস্ত বিভ্রান্তি ও অনুষঙ্গের হাত থেকে মুক্ত হয়ে দুটি শত্রু বাহিনীর অবস্থান সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হবে।" (এঙ্গেলস : সঃ রঃ ; খণ্ড ৬ ; পৃঃ ৯৪ ; জোর আমাদের)।

মার্কস বলেছেন :

"প্রজাতন্ত্রের মাতব্বরেরা সার্বজনীন ভোটাধিকারকে যা ভেবেছিল তা সেরকম অলৌকিক জাদুদণ্ড না হলেও অন্য একটা অতুলনীয় উচ্চতর গুণ তার ছিল—**শ্রেণী সংগ্রামকে শৃংখল মুক্ত করা**, বুর্জোয়া সমাজের নানা মধ্যবর্তী স্তরগুলির দ্রুত মোহমুক্তি ঘটানো ও নৈরাশ্য কাটিয়ে তোলা, **এক ধাক্কায় শোষক শ্রেণীর সব কয়টি অংশকে রাষ্ট্রের শীর্ষে তুলে দেওয়া ও তাতে করে তাদের বিভ্রান্তি জনক মুখোসটা কেড়ে নেওয়া**—যে ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র তার সম্পত্তির ভোটাধিকারের বলে বুর্জোয়াদের বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীকে শুধু বদনামের ভাগী হতে দেয়, **অন্যদের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেয়**—তাদের সরকার বিরোধিতায় গৌরবমণ্ডিতও রাখে।" (মার্কস, রচনা সংকলন, বাংলা সংস্করণ, দুই খণ্ডে সমাপ্ত, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ১৫২ : জোর আমাদের)।

লেনিন বলেছেন :

"গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই হ'ল প্রলেতারিয় একনায়কত্বের নিকটতম সামীপ্য। কেননা, এরূপ প্রজাতন্ত্রে পুঁজির প্রভুত্ব এতটুকু লুপ্ত হয় না, তাই, **জনগণের পীড়ন ও শ্রেণী সংগ্রাম হয় অনিবার্য এবং সে সংগ্রাম এমন প্রসার, বিকাশ, উন্মুক্তি ও তীব্রতায় পৌঁছায় যে, নিপীড়িত জনগণের মূল স্বার্থ চরিতার্থতার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র অনিবার্য ও একমাত্র প্রলেতারিয় একনায়কত্বের মাধ্যমে জনগণের ওপর প্রলেতারিয় নেতৃত্বের মাধ্যমে সে সম্ভাবনা কার্যকরী করা যায়।**" (রচনা সংকলন ; বাংলা সংস্করণ, চার ভাগে সম্পূর্ণ ; ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৩ ; জোর আমাদের)।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে কেন শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিষ্টরা অগ্রাধিকার দেয়, উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন তা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মাঝখানে যেহেতু কোনো প্রাচীর থাকেনা, যেহেতু বুর্জোয়াদের "কয়েকটি গোষ্ঠীকে শুধু বদনামের ভাগী" হতে দেয়না—সমগ্র বুর্জোয়ারাই

"বদনামের ভাগী" হয়, যেহেতু বুর্জোয়াদের কোনো কোনো গোষ্ঠী "পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে"তাদের সরকার বিরোধিতায় গৌরবমণ্ডিত হতে দেয়না, যেহেতু প্রলেতারিয়েত "সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বাধা থেকে, সমস্ত বিভ্রান্তি ও অনুষঙ্গের হাত থেকে মুক্ত" হয়ে "শত্রু বাহিনীর" সমস্ত অংশকেই "সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচরে" আনতে পারে, যেহেতু "শ্রেণী সংগ্রামের প্রসার, বিকাশ, উন্মুক্তি" "তীব্রতায় পৌঁছায় এবং মূল স্বার্থ চরিতার্থতার সম্ভাবনা দেখা দেয়" এবং "বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শেষ নির্ধারক যুদ্ধ সুরু" হয়—তাই শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিষ্টরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয়।

ঠিক এই একই রাজনৈতিক কারণে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্টরা যখন দেখে, বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিপন্ন বা বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ ইতিমধ্যেই তাদের গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে তখন শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিষ্টদের **এক কদম পিছু হটে গিয়ে**, সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের স্লোগানকে মুলতুবি রেখে বুর্জোয়া গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিরোধ সংগ্রামে বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে **বাধ্য হয়েই** অবতীর্ণ হতে হয়। কারণ, সমস্ত জনগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরে যে শত্রু রয়েছে, সে শত্রু **সামগ্রিক ভাবে** সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী নয়—বুর্জোয়া শ্রেণীর এক বা একাধিক অংশমাত্র; বাদবাকী বুর্জোয়ারা "বদনামের ভাগী" নয়, "পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে" "সরকার বিরোধিতায় গৌরব-মণ্ডিত"। ফলে, এই বাধা, এই পর্দার অন্তরালে, দৃষ্টিগোচরের বাইরে সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংগ্রাম—সেই মূল লক্ষ্যটি অস্বচ্ছ হয়ে যায় সরাসরি শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রাম না থাকায়। শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা না থাকায় শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সচেতনতা অর্জন শুধুমাত্র বাধাপ্রাপ্তই হয়না, বিপরীতে, যেহেতু শ্রেণী-দ্বন্দ্বের স্থানে জাতীয় দ্বন্দ্বটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে, তার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী চেতনার স্থান নেয় জাতীয় বা জাতীয়তাবাদী চেতনা।

এই কারণেই, একমাত্র এই কারণেই, শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিষ্টরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে থেকেই সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারিয় একনায়কত্বের লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়।

মার্কস বলেছেন :

"জার্মান শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যে ভালোভাবেই জানে যে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বুর্জোয়াদের স্বার্থে কামানের গোলা ও চাবুকের ঘা দিয়ে শ্রমিকদের আলিঙ্গণ করতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করেনা, করা সম্ভবও নয়। তবু সে কেন আধাসামন্ততান্ত্রিক অবশেষযুক্ত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের নির্মম দমন অপেক্ষা বুর্জোয়া শাসন পছন্দ করবে? শ্রমিকেরা ভালোভাবেই জানে যে, তা শুধু এই কারণেই নয় যে, রাজনৈতিক ভাবে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের অধিকতর কনসেশন দেবে—বরঞ্চ, এই কারণে যে, নিজেদের শিল্প ও ব্যবসায়ের বিকাশের স্বার্থেই অনিচ্ছাসত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শর্ত সৃষ্টি করবে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়াইতো বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা।" (মার্কস : স: র:, খণ্ড ৬, পৃ: ৩৩২ ; জোর আমাদের)।

অন্যত্র মার্কস বলেছেন :

"অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফৎ গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বাধীন পার্টি হিসেবে পুরোভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান সে জানায় সমগ্র বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনলো তা মোটেই তার মুক্তি নয়, তার বৈপ্লবিক মুক্তির লড়বার জায়গাটা।....

"যে রাজমুকুটের আড়ালে পুঁজি এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল তাকে উড়িয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারী প্রজাতন্ত্র অবশেষে দৃষ্টিগোচর করে তুলল বুর্জোয়া শাসনকে।" (মার্কস : রচনা সংকলন, বাংলা সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ: ১৩৯)।

উদ্ধৃতিটি আবার পড়ুন এবং ভাবুন—"সে যা জিতে আনলো তা মোটেই তার মুক্তি নয় – তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।"

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে বিজয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক মুক্তি আসেনি, এসেছিল তার মুক্তির জন্য "লড়বার জায়গাটা"। কারণ ফ্যাসিবাদী শাসনের আড়ালে পুঁজি এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে ছিল—তাকে উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অবশেষে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করে তুলেছিল বুর্জোয়া শাসনকে।

কমিউনিষ্টদের এই কথা আজ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার সময় এসেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়টা **সমাজতন্ত্রের বিজয় ছিল না,** সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করার বিজয় ছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিজয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পুন প্রতিষ্ঠায় সমগ্র বুর্জোয়া শাসনকে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সরাসরি দৃষ্টিগোচরে আনা সম্ভব হয়েছিল সরাসরি প্রলেতারিয় একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতিবন্ধক, পর্দা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসে এবং কমিউনিষ্ট মহলে যা তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত তা হচ্ছে :

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক শ্রেণী সরাসরিভাবে সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারিয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের স্লোগান নিয়ে অগ্রসর হয়।

আর বুর্জোয়া গোষ্ঠীতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের অধীনে শ্রমিক শ্রেণী সরাসরিভাবে সমাজতন্ত্র এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের স্লোগান নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাকে **এক কদম পিছু হঠে** ফ্যাসিবাদ নামক অন্তরালকারী পর্দা-টিকে উড়িয়ে দেবার জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে "শেষ নির্দ্ধারক যুদ্ধের" "লড়বার জায়গাটা জিতে নিতে" হয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সপক্ষে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্টরা যদি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটি হারিয়ে ফেলে (আধুনিক সংশোধনবাদ

সেই চক্রান্তেই লিপ্ত) তবে শ্রমিক শ্রেণী তার প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতা-বাদী দৃষ্টিভঙ্গি-ও হারিয়ে ফেলবে এবং তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের শিকার হতে হবে।

ঠিক এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে যখন বুর্জোয়াদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য কমিউনিষ্টদের আহ্বান জানান এবং যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত করার কথা বলেন, তখন কিন্তু স্তালিন এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্টদের হাত-পা বেঁধে রাখেননি। তিনি শান্তি আন্দোলনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে শক্তিসমূহের আন্তঃসম্পর্কে এবং ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে যদি কোথাও, কোথাও শান্তি আন্দোলন পুঁজিবাদ উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে সেই সম্ভাবনাকে গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যে আটকে না রেখে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন, তখনও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা বজ্রমুষ্টিতে উর্ধ্বে তুলে ধরে রাখার কথা বলেননি। স্তালিন বলেছেন :

"বর্তমানের শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি রক্ষার জন্য এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আটকাবার জন্য সংগ্রামে জনগণকে জাগ্রত করা। তাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য পুঁজিবাদের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, এ নিজেকে শান্তি রক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এই দিক থেকে বর্তমানের শান্তি আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার আন্দোলন থেকে ভিন্নতর- যা অনেক বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল।

"এটা সম্ভব যে, একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থার সন্ধিক্ষণে, শান্তি আন্দোলন, এখানে বা সেখানে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বিকাশ লাভ করতে পারে, কিন্তু তখন আর তা বর্তমানের শান্তি আন্দোলন থাকবে না—তা তখন

পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামই হবে।" (স্তালিন : "সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী", "পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতা" অধ্যায়)।

সুতরাং স্তালিন শুধুমাত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার কথাই বলেননি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে সেই আন্দোলনের বিকাশের প্রক্রিয়ায় প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরবার অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন, সেই সম্ভাবনাকেও লক্ষ্য পথে রাখার কথা বলেছেন।

আধুনিক সংশোধনবাদীদের দৌড় বুর্জোয়া গণতন্ত্র পর্যন্তই। আর এখানেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর আধুনিক সংশোধনবাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য।

স্তালিন ঐ অধ্যায়েই আরও বলেছেন :

"... শান্তি আন্দোলনের সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ থেকে যাবে। তার নিয়মগুলি চলতেই থাকবে এবং তাই যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়মগুলিও বলবৎ থাকবে।"

"যুদ্ধের অনিবার্যতার অবসান ঘটাতে হলে সাম্রাজ্যবাদের অবসান প্রয়োজন।"

।। ৪ ।। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র

আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কি ?

প্রথমত, আজ কোনো দেশে সমাজতন্ত্র নেই। চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং কিউবাকে যদি তর্কের খাতিরে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মেনে নেওয়াও যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী **কূটনৈতিক আগ্রাসন** এবং অর্থনৈতিক অবরোধ কোনো সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের আশঙ্কা বা অবস্থার সৃষ্টি করেনা করবেও না। কারণ, এই আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক অবরোধ যেমন কূটনৈতিক চাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তেমনি ঐ সব "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির রাষ্ট্রও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই কূটনৈতিক

পথ ও পন্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভূমিকা পালন করছে। তারা এর জন্য রাষ্ট্রসংঘের দরবারে **একক ভাবে** যায়, সম্মিলিতভাবে যায় না এবং বিশ্বের জনগণের দরবারে এসে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় বিশ্ব জনগণকে আহ্বান জানিয়ে প্রবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলে না। তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদগণের মতোই তাদের একান্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারই করে রাখে। তাই এই দেশগুলির "সমাজতান্ত্রিক" অস্তিত্বের কোনো আন্তর্জাতিক তাৎপর্যই নেই।

দ্বিতীয়ত, আজকের দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের কোনো চক্রান্তের অস্তিত্ব আছে কি? দুনিয়ার বুর্জোয়ারা ফ্যাসীবাদী আর গণতন্ত্রীতে আগ্রাসী আর অনাগ্রাসীতে দুই সুনির্দিষ্ট বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে? বা সেরূপ প্রক্রিয়ার অস্তিত্বের কোনো ইঙ্গিত রয়েছে কি? এখন পর্যন্ত সেরূপ কিছু পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে, বিশ্ব বুর্জোয়ার **সকল অংশ** (তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের বুর্জোয়া সহ) মিলে মিশে **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেই** এবং মানবিক অধিকারগুলি রক্ষার দাবীতেই, শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করে নির্মম দমন-পীড়ন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

তৃতীয়ত, আজ দুনিয়ার কাঁচামাল, বাজার এবং সম্পদাদির নতুন করে ভাগ বাটোয়ারার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের একাংশ কি আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করার চক্রন্তে কি প্রমত্ত হয়ে উঠেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাংশ কি অনাগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে শান্তি রক্ষায় সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়ে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছে বা বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে?

না, সেরকম কোনো অবস্থা আজও হয়নি। বরঞ্চ, নতুন করে দুনিয়াকে ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নের মোকাবিলায় দুনিয়ার পুঁজিপতিরা (তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিপতি সহ) গ্যাট এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের (ডব্লিউ টি, ও) মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভাগ বাঁটোয়ারার সমাধানের সূত্র অনুসন্ধানে রত রয়েছে।

এটা ঘটনা যে, সমগ্র দুনিয়ার বুর্জোয়ারা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের বুর্জোয়ারা সহ) তাদের মধ্যে এই বা সেই প্রশ্নে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে **এখনও** গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যেই ঐক্যবদ্ধ।

কেউ কেউ অবশ্য বলছেন যে, G-7 সাম্রাজ্যবাদীরা "তৃতীয় বিশ্বের" দেশগুলির কাঁচা মাল, বাজার এবং সম্পদাদি লুণ্ঠন করে নেবার পথকেই নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কথাটা আংশিক সত্য। সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন "তৃতীয় বিশ্ব"কে লুণ্ঠন করছে তেমনি তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিপতিদেরও মুনাফার পাহাড় গড়ার সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে—আর তারই ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদ রক্ষার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদ এবং "তৃতীয় বিশ্বের" পুঁজিপতিদের মধ্যে একটা এমন ধরনের মৈত্রী এবং গাঁট-ছড়া গড়ে উঠেছে—যার ফলে "তৃতীয় বিশ্বের" শাসকবর্গের "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার" কোনো বৈপ্লবিক তাৎপর্য তো নেই-ই, এমন কি কোনো সংস্কারপন্থী তাৎপর্যও নেই। তারা আজ শুধু গণসংগ্রাম বিমুখ-ই নয়—যে কোনো ধরনের গণসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরও বিরোধী।

তাই, আর একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতার প্রশ্নে "তৃতীয় বিশ্বের" বুর্জোয়া এবং শাসক শ্রেণীর অংশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেই যোগদান করবে। সে ক্ষেত্রে শ্রেণী হিসেবে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এবং **ঐক্যবদ্ধ** সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

চতুর্থত, এত সব সত্ত্বেও, যেহেতু একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজও রয়েছে—তাই আর একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়মগুলিও—মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই কাজ করে যাচ্ছে এবং আজকের দুনিয়া আর একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে সুনিশ্চিত ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম—সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশে দেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীসমূহ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাঠামো এবং

মানবিক অধিকার রক্ষার স্লোগানের ভিত্তিতেই দেশে দেশের (ভারত সহ) জনগণের বহু সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে সব গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করেছিল—শাসক শ্রেণীগুলি তা পদদলিত করে নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করেছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং নিপীড়িত জনগণ অবশ্যই এই গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রক্ষা এবং পুনরাধিকারের জন্য দৈনন্দিন এবং আংশিক সংগ্রাম করবে।

কিন্তু কোন্ কেন্দ্রীয় স্লোগানকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণী এবং নিপীড়িত জনগণ এই দৈনন্দিন এবং আংশিক সংগ্রামগুলি করবে ?

আমরা দেখলাম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেই এবং মানবাধিকার রক্ষার স্লোগানের ভিত্তিতেই সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এক অনিবার্য পথে এগিয়ে চলেছে এবং এমন কি "তৃতীয় বিশ্বের" শাসকবর্গও জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশীদার হয়েছে। দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণ অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে দুনিয়ার শাসক শ্রেণীর জনগণের বিরুদ্ধে জনগণকে লেলিয়ে দেওয়ায় এই যুদ্ধ চক্রান্তের বিরোধিতা করবে এবং দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে।

কিন্তু কোন্ কেন্দ্রীয় স্লোগানকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলা যাবে ?

যেহেতু বুর্জোয়াদের সকল অংশই (ভারতে বি. জে. পি, সমেত) আজ বজ্রমুষ্ঠিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে প্রকাশ্য দিবালোকেই ধর্ষণে প্রমত্ত হয়ে উঠেছে, যেহেতু একথা আজ প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আগামী যুদ্ধের চরিত্র হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতোই নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ :

তাই, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণ (ভারত সহ) তাদের দৈনন্দিন এবং আংশিক সংগ্রামের দাবীগুলিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় স্লোগানের সঙ্গে **যুক্ত না করে** প্রলেতারিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কেন্দ্রীয় স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করবে।

একই সঙ্গে যেহেতু আগামী যুদ্ধের চরিত্র হবে নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাই, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে **শান্তি রক্ষার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্লোগানের পরিবর্তে** সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার, নিজ দেশের বুর্জোয়া শাসনকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলো—প্রভৃতি কেন্দ্রীয় স্লোগানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করবে আর অ-সাম্রাজ্যবাদী তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণ নিজ নিজ শাসক শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনো পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষ থাকার দাবী নিয়ে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন শুরু করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শাসক শ্রেণী অংশ গ্রহণ করলে তা যে পক্ষেই হোক না কেন "না এক পাই না এক ভাই" স্লোগানকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও সংগ্রাম করবে।

এই প্রলেতারিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই **বুর্জোয়া গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার পথে নয়**—জনগণকে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করতে হবে। একথা আজ নির্দ্বিধায় কমিউনিষ্টদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে গেছে—মানব সমাজ ও সভ্যতাকে তার আর দেওয়ার মতো কিছু নেই।

এটাই আজকের দিনের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার মার্কসবাদী লেনিনবাদী রাজনীতি যার মাধ্যমেই লেনিনবাদী প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

অক্টোবর—১৯৯২

সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্যা

এম. রোজেনথল

নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পসিদ্ধান্ত শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়েই গড়ে ওঠে। শিল্প সম্পর্কের সঙ্গে বাস্তবতা, সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন, শৈল্পিক সৃষ্টির ধারা, শিল্পসৃষ্টিতে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, শিল্প আখ্যা দেওয়া চলে এমন একটি বিশেষ দৃষ্টি (Work) বিচারের নির্ণায়ক ইত্যাদি। নান্দনিক সিদ্ধান্তগুলি শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলিত বিষয়ের উপরে প্রভাব ফেলে এবং শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তা বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ। একটি অবৈজ্ঞানিক নান্দনিক সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে যে কোন আলোচনা বা সমালোচনা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী, কল্পিত এবং অসাধু, বিশেষ করেই একতরফা। নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা শিল্প-সৃষ্টিকারীর তাৎক্ষণিক স্বার্থগুলির ছোট বা বড় কোন সীমায়িত বৃত্তের দায় অতিক্রম করে বহুদূর প্রসারী। নান্দনিক অনুশীলন শিল্পের প্রতি মানুষজনের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, গভীরভাবে গড়ে তোলে বিশেষ ধরনের নান্দনিক রুচি এবং আদর্শের রূপরেখা মূর্ত ও সুস্পষ্ট করে শিল্পের আবেদন কি বা কেমন হবে সে বিষয়ে চাহিদা সৃষ্টি করে বা আকাঙ্খার জন্ম দেয়।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমাদের বহু আকর্ষক সাক্ষ্যের উদাহরণ দেয় যা শিল্প এবং শৈল্পিক রুচির ব্যাপারে উন্নতশীল নানান নান্দনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন নান্দনিক বোধের দ্বারা অনুশীলিত এবং আমাদের নান্দনিক চেতনার মধ্যে প্রভাব বিস্তার-কারী।

রাশিয়ায় ৪০ থেকে ৬০-য়ের সময়কালে বেলিনেস্কি, চেরনিশেভ্স্কি দোব্রোলাভর হেন মহান বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের নন্দনতত্ত্ব ছিল এই সময়-

কালের যাবতীয় রুশীয়ান প্রগতিশীল শিল্পকর্মের এবং এগিয়ে থাকা সমস্ত শিল্পভাবনার নিশান স্বরূপ। এদের মতবাদগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যের প্রগতিশীল দৃষ্টান্তরূপেই সাধারণীকৃত নয় বরং এদের যে কাজগুলি ছড়ানো রয়েছে তা সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন পথেরও সন্ধান দেয় শিল্পীদের কাছে। শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা সামাজিক আদর্শগুলিকে পরিপুষ্ট করে শিল্পকর্মীদের চেতনার মধ্যে। নান্দনিক বাস্তবতার প্রেরণায় নির্দেশ দেয় শিল্পকর্মের উন্নতিতে, জনপ্রিয়তার মানোন্নয়নে এবং মননশীল বিপ্লবী বিষয়বস্তুতে।

চেরনিশেভস্কির বিখ্যাত রচনা "বাস্তবতার প্রতি শিল্পের নান্দনিক সম্পর্কগুলি" শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধপক্ষীয় শিবিরের দৌড় বুঝতে দৃষ্টান্তমূলক হাতিয়ার হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। এটা ঘটেছে ৫০ থেকে ৬০-য়ের সময়কালেই। চেরনিশেভস্কির শক্তিশালী বক্তব্যের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক সাহিত্য ও কলাকর্মের উপর গভীরভাবে দেখা গিয়েছিল।

সোভিয়েত নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা বিশেষভাবেই মহান এবং সত্য সত্যই বৈজ্ঞানিক। সেগুলি জনগণের প্রতি এবং সাম্যবাদের প্রতি শিল্পের বিশ্বস্ততা দাবী করে ডাক দিয়েছিল সংগ্রামের।

সোভিয়েত নন্দনতত্ত্বের বিস্ময়কর সুবিধাগুলি ছিল এজন্যেই যে তা ছিল সময়কালের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা বিশ্বদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শন সমস্ত রকমের জটিল নান্দনিক সমস্যার যথার্থ সমাধান করার উপযোগী। মার্কসবাদ-ই নন্দনতত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলে এনেছে। এমন কি বিশেষ এই ক্ষেত্রে মার্কসবাদ নিয়ে এসেছে একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর। দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নান্দনিক বিজ্ঞান এবং শিল্প আলোচনার যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য দিয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

মার্কসবাদী বিশ্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে সোভিয়েত নান্দনিক বিজ্ঞান সুসজ্জিত করেছে সোভিয়েত শিল্প ও শিল্পীকে এবং যাবতীয় শিল্পকর্মীদের সামনে উপস্থিত করেছে একটি স্বচ্ছ ও যথাযথ নান্দনিক ধারনা, যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের শিল্প ও সাহিত্যের মৌলিক নীতিগুলিকে নির্দেশ

করে। এর দিশা এবং সৃজনপদ্ধতির পাশাপাশি স্থির করে একটি নির্দিষ্ট আদর্শের জন্য সোভিয়েত সমালোচনী য় সংগ্রাম নীতি। সমস্ত ধরনের শিল্প-কর্মে মূল্যবান বিষয়বস্তু এবং প্রাসঙ্গিক—পার্টির নীতিও নির্ধারিত হয় এ জন্যে যে সাম্যবাদের গঠনকার্যে যে জনগণ অংশ নিয়েছে শিল্প তাদেরই মূল্যবান সম্পদ।

সোভিয়েত জনগণের মধ্যে নান্দনিক চেতনার মান গভীরতর করে এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলির উপর শোষণমুক্ত সোভিয়েত জীবনের সমস্ত সংগঠন সম্পর্কে সচেতন করে সৌন্দর্য-বিজ্ঞান এবং সমালোচনা শিল্পের উপর অবশ্যই উচ্চ আশা রাখবে পরগাছা স্বরূপ শোষক শ্রেণীর কবল থেকে মুক্তির।

সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক যাবতীয় কর্মসূচী একটি বিশাল কর্মকাণ্ডের আকারে সহজে রূপায়িত করা সম্ভব হয় মতাদর্শগত জিজ্ঞাসাগুলির উপর CPSU (B -র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, যা শেষ দুবছর যাবৎ কার্যকর করা হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উপর একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদিক চেতনার জন্ম দেয়।

জেজদা (zvezda) এবং লেনিনগ্রাদ নামে পত্রিকার ব্যাপারে CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি, নাট্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রযোজনার উপর, 'গ্রেট লাইফ' নামক সিনেমার উপর, ভি মুরাডেলির অপেরা 'গ্রেট ব্রেগুশিপ'-য়ের উপর এই কমিটির বক্তব্যগুলি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি আমাদের জানিয়েছে সোভিয়েত শিল্প-কর্মের উন্নতির জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাসঙ্গিকতা, যা সোভিয়েত নাগরিক-দের কম্যুনিষ্ট চেতনার গঠনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের মহান দায়িত্বকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে CPSU (B -র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ছিল সোভিয়েত শিল্পের মানোন্নয়ন ও ব্যাপক প্রসারের জন্য পরিকল্পিত এক যথার্থ কর্মসূচী, যা শিল্পের সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলির উপর স্বচ্ছ ও

মতাদর্শগত দিশা দেয় এবং যা মৌলিক তত্ত্বের দার্শনিকতার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

CPSU (B)-র কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য শিল্পের প্রতি সোভিয়েত সমাজের দ্বারা প্রধান ও নিষ্পত্তিকারক চাহিদাগুলির প্রকাশ। এ দাবী করে— শিল্প অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শভিত্তিক হবে এবং শিল্প হবে আপন পক্ষভুক্ত। নন্দনতত্ত্বের এইটিই হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। এরই ব্যাখ্যা ও উন্নতি সোভিয়েত নান্দনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্থির করে। কোন রকম আদর্শগত বিষয়বস্তুকে পাশ কাটিয়ে পচনশীল যে বুর্জোয়া শিল্প, তারই বিরোধিতায় নান্দনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্প অবশ্যই অগ্রগতির পরিচায়ক হবে একটি উচ্চ সাম্যবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে।

সোভিয়েত নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প সমালোচনা-গুলির গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান কাজগুলির একটি হচ্ছে সমসাময়িক বুর্জোয়া অবক্ষয়ের ফলস্বরূপ যে মন্দন-তত্ত্বগুলি আগাছা হেন গজিয়ে উঠছে সেগুলির সমালোচনা এবং সেগুলির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা। এগুলি সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতারই বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-প্রকাশ মাত্র। এই কাজ সরাসরি CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটি দ্বারা শিল্প সাহিত্যের উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত-গুলির নির্দেশস্বরূপ। সিদ্ধান্তগুলির তীক্ষ্ণতা ও তার সরাসরি আঘাত হানে "শিল্পের জন্য শিল্প"—এই বুর্জোয়া তত্ত্বের প্রতিটি প্রতিফলনের উপর। Formalism আচারবাদ, নীতিবাদ বা ব্যবহারবাদ, naturalism (প্রকৃতিবাদ বা রূঢ় বাস্তবতাবাদ) অথবা অ রাজনৈতিক সমস্ত ভূয়োদর্শন বা বিষয়বস্তু নির্বাচনে একতরফা ও অগভীরতার বিরুদ্ধে এ যেমন আঘাত হানে নৈরাজ্য বা দুঃখ-হতাশাবাদের জীবনবোধকে সেমত আঘাত হানে মানুষের স্খলনের পাশাপাশি সমসাময়িক বুর্জোয়া শিল্পের সমস্ত প্রতিক্রিয়া-শীল সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উপরে।

বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বগুলি অনেকদিন আগেই শুরু করে দিয়েছে আপন পচনপ্রক্রিয়া, যা তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে তুলে নিয়েছে নিজেরই অতীত বৈশিষ্ট্য থেকে, নিজের সতেজ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে। এই সতেজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় যখন বুর্জোয়ারা সমাজ প্রগতির পথে লড়াকু ছিল একটি প্রগতিশীল শিল্পের জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে জার্মান আদর্শবাদী নন্দনতত্ত্ব তুলে ধরেছিল শিল্পের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব 'স্বার্থশূন্যতা' ও 'অ-রাজনৈতিক' বা কোন রকম 'সমর্থন শূন্যতার' ধারনাগুলি যার উপর ভিত্তি করে শিল্পের জন্য শিল্প' বা আঙ্গিক সর্বস্ব 'আচারবাদ' ইত্যাদি তত্ত্বগুলি পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াদের অহম্‌সর্বস্ব বিষয়গত নন্দনতত্ত্বগুলি শিল্পের যাবতীয় পচনশীল বিকৃতিগুলিকে যথাযথ প্রতিপন্ন করার কাজে নিয়োজিত। প্লেখানভ বুর্জোয়া শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রে এবং প্রতীকী সাহিত্যগুলিতে অহম্‌সর্বস্ব লাম্পট্য'কে সমালোচনা করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন এর উৎস তাঁর বিশ্লেষণে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সর্বাধুনিক বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের যে প্রকাশ, সেগুলির প্রধান স্বতন্ত্রতা আসলে আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অর্বাচীনতা বা ভাবনাচিন্তার অক্ষমতাকে আড়াল দেওয়া মাত্র।

এবং এটাই যথার্থ বিশ্লেষণ। শিল্প কেবলমাত্র তখনই একটি সুসম্পূর্ণ ও প্রগাঢ় ভাবনাকে রূপ দিতে পারে যতক্ষণ তা সমাজজীবন এবং মহান সামাজিক ঘটনাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে এবং মানুষের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকে আপন করে নিতে পারে। যেখানেই প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠতা হারিয়ে যায় সেখানেই শিল্প স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে রোগগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং ভলানির প্রতিক্রিয়াশীলতাকে জড়িয়ে ধরে। সমসাময়িক বুর্জোয়া শিল্পের ঐতিহাসিক অধ্যায়টি এই নিয়মের চমৎকার একটি নিদর্শনস্বরূপ।

সর্বাধুনিক বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্ব মহান করে তুলেছে বিষয়বস্তুর অগভীরতা ও অর্বাচীনতাকে (আসলে যা তাদের অক্ষমতারই প্রকাশ)। ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সামাজিক সমস্যার প্রতি শিল্পীর উদাসীনতাকে এবং এরই উপর শিল্পের মৌলিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছে। আমেরিকান সমালোচক প্রফেসর নিউটন আরভিন আধুনিক আমেরিকান সাহিত্য ও শিল্পের ভিত্তি আদর্শ হিসাবে বৈশিষ্টাপূর্ণ করতে চাইছেন বাস্তব থেকে আমেরিকান বুর্জোয়া শিল্পীদের আবেগাপ্লুত পলায়নকে। তিনি নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আগ্রহের আতিশয্যে জানাচ্ছেন "বাস্তব বহির্বিশ্ব, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু, যা আমাদের ঘিরে রেখেছে দৈনন্দিনে সেগুলি নয় বরং অন্তর্লোকের বিস্ময়কর ব্যাপার—অবচেতন বা অচেতন মনের গভীরতম অন্ধকার রাজ্যগুলিতে ঢুকে, অর্ধচেতন জীবনের নানান খবরাখবরে · "।

সামাজিক জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাস্তব সমস্যাগুলির থেকে শিল্পের এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত আকারে ও নানান ধরনে প্রচার করা হচ্ছে বুর্জোয়া চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে এবং আরো নানান শিল্পচর্চায়।

ইংলণ্ডে অধুনা Britansky Soyuznik একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন **Growth of Interest in Art during Three years of Peace** নামে। যে দর্শনের ভিত্তিতে নিবন্ধটি লেখা সেটি বড় মজাদার। লেখক আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে "প্রাসঙ্গিক কল্প-চিত্রকলা সময়ের পরিষেবা করছে।" চিত্রকলার প্রতি দর্শকদের মূল মনোভাবই তৈরী হয় বিশুদ্ধভাবেই তাদের 'রুচিপছন্দ' থেকে, যদি ধরে নেওয়া যায় দর্শকরা শুধুমাত্র "শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের" প্রতি আকর্ষিত এবং বিষয়গত কল্প চিত্রকলায় তাদের চাহিদা "জীবন থেকে পরিচিত চিত্রেরই বর্ণনা" তবে সমস্তটাই মাটি।

উগ্র অহম্ -- সর্বস্ব স্বাতন্ত্র্যবাদ, জীবনের ব্যবহারবাদী ব্যক্তিদর্শন, পুঁজিবাদী বাস্তবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসঙ্গতিগুলির উপর চাকচিক্যময় কারিগরীর মাধ্যমে মানুষকে হতভম্ব করে দেবার জালিয়াতি 'বাড়তি' স্বাক্ষ্য হিসাবে খুঁজে বেড়ানোর দরকার আছে কি? তেমনই বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আজকের বুর্জোয়া 'মন্দনতত্ত্ব' পাকে প্রকারে জীবনের প্রধান ও প্রয়োজনীয়

এবং মৌলিক ও প্রাথমিক সমস্যাগুলির থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। ব্রিটিশ চিত্রকলার উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এই নিবন্ধ যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই এই সমস্ত তত্ত্বের শ্রেণীভিত্তি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে :

"যদি কোন শিল্পী আপন ব্যক্তি অভিজ্ঞতাগুলির চকমকি ছাড়া অন্য কোন কিছুই না দেয়—টেমস নদীর তীরে নাক্ষত্রিক উদ্ভাস অথবা একটি সে বৃক্ষরেখা কৌণিক অবতলে কিংবা একটি চোরকাঁটার বিস্তৃত জঙ্গল—আমি মনে করি তা এজন্যেই যে মানুষজন এ থেকে বিনোদন খুঁজে নেবে এবং অমানুষিক জঘন্য খাটুনির ধরাবাঁধা একঘেয়েমীর হাত থেকে বিশ্রাম খুঁজে পাবে—একই সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের ক্ষতি স্বীকার করে নেবে।"

বহুল পরিচিত ব্যবহারবাদী (আঙ্গিক প্রধান) শিল্পী মাতিস তাঁর সময়ে এই অবক্ষয়ী ভাবনারই রোমন্থন করে জানিয়েছেন যে, শিল্প অবশ্যই হবে যেমন একটি "সুন্দর আরাম কেদারা", যেখানে একজন ব্যক্তি বিশ্রাম নেবে, পৃথিবীর স্থূল যাবতীয় বিষয় থেকে নিজের মনোযোগ ঘুরিয়ে দিয়ে। শিল্প হচ্ছে তেমন জিনিসের সঙ্গে তুলনীয় যা "মনকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয় এবং ঘুম পাড়ায়।" সংক্ষেপে, যাবতীয় বুর্জোয়া শিল্পী ও সমালোচকদের শিল্পকল্পনা জীবনের যাবতীয় চাহিদা ও বঞ্চনার অসঙ্গতি থেকে মানুষের ভাবনা সরিয়ে নিয়ে আসে পুঁজির দাসত্বে শৃঙ্খলিত হ'তে—বলিপ্রদত্ত হ'তে, যা সাধারণ মানুষ যুগনিয়তি বুঝে পুঁজিবাদকে সহ্য করে নিতে শর্তাধীন হয়ে ওঠে। এ শিল্পকল্পনা (চারদিক থেকে বঞ্চিত) সাধারণ মানুষের কাছে তৈরী করে দেয় পচনশীল আধুনিক কালের "বিচ্ছিন্ন তড়িৎ অভিজ্ঞতা"য়—বিস্ময়াভূত হ'তে।

এ ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাক্ষ্য প্রমাণ মেলে যে "অভিশপ্ত সমস্যাবলী" থেকে বুর্জোয়া শিল্পের সক্রিয় কর্মী ও তত্ত্বপ্রণেতাগণ যে তথাকথিত নিরপেক্ষতার জেহাদ তোলেন তারাই সাম্রাজ্যবাদী লুঠ ও আগ্রাসনের প্রকাশ্য এবং লাগাম ছাড়া প্রচার কাজের সঙ্গে সরাসরি বিভিন্ন ধরনে নিজেদের যুক্ত করে আপন মুখোস আপনিই চিনিয়ে দেন। একবাক্যে এরা পুঁজিবাদের পালন

পোষণে ধাত্রীর কাজে নিয়োজিত।

গত শতাব্দীর বেলিনেস্কি, চেরনিশেভস্কি, দোব্রোলুবভ প্রমুখ রুশীয়ান বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমালোচকদের মহান ঐতিহাসিক কৃতিত্ব যে ঘটনায় বা বিষয়ে তা হচ্ছে এঁরা এমন এক নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যাকার যা শিল্পের এক মহান সামাজিক বৈশিষ্ট্যসূচক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ভিত্তি-স্বরূপ। শিল্প হচ্ছে "জীবনের পাঠ্যপুস্তক"—চেরনিশেভস্কির এই ছোট্ট সংজ্ঞায় রূপ পেয়েছে গভীরতম ও সুসম্পূর্ণ এক অর্থ এবং রুশীয়ান বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের নান্দনিক আদর্শের প্রধান ঝোঁক এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা উপস্থিত প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বগুলির নির্মূলীকরণের কাজে বহু অবদান রেখেছেন। "শিল্পের জন্য শিল্প" বা এরই রকমফের যাবতীয় শিল্পতত্ত্বের মুখোশ ছিঁড়ে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত শিল্প-স্বার্থকে তাৎপর্যপূর্ণ করে দেখিয়েছেন শিল্প-আদর্শ কি? বুর্জোয়া অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞান এবং কলা সমালোচনা অবশ্যই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চেতনার সমস্ত সম্পদকে উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবহার করবে আর এটা করবে মার্কসীয় লেনিনীয় বিশ্বদর্শনের দ্বারা এর পূর্ণবিকাশ সংঘটিত করে।

মার্কসবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল যাবতীয় তত্ত্বপ্রণেতাগণের শিল্প-ধারনায় অহি-নকুল সম্পর্ক। যেহেতু সমাজ-জীবন থেকে যোজন দূরে সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রটিকে এরা দিশাহারা করে তোলে শ্রেণী সংগ্রামের বিপরীত অবস্থান থেকে, এমন কি সমাজে যতগুলি সমস্যার টানাপোড়েন—সে সমস্তকিছুর থেকে বহু দূরে এরা যেতে চায় সেহেতু মার্কসবাদীরা এদের সামনে যেন স্বয়ং মৃত্যুস্বরূপ। মার্কসবাদ দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে শিল্প-বিজ্ঞান, দর্শন ও নৈতিকতার মতই সমাজ চেতনার একটি প্রকাশ বা সুসমৃদ্ধ প্রচলিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কগুলির সঙ্গে। মতাদর্শের অন্য নানান রূপের মতই শিল্পও সমাজ জীবনের থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটায় এবং এ ছাড়া অন্য কোন একান্ত বিষয়বস্তু যেমন শিল্পের নেই তেমনই তা থাকা-ও অসম্ভব। সামাজিক অগ্রগতির বৈষয়িক শর্তাবলীর

দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে শিল্পের বিষয়বস্তু এবং তা প্রকাশের আঙ্গিকগুলি গড়ে ওঠে। মানুষের আবেগাপ্লুত উদ্দীপনার বাইরে পা রেখে শিল্পী এ অর্থেই কোন অশরীরী সত্তা হেন কিছু নয় যেমনটি বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল অবক্ষয় সর্বস্ব নন্দনতাত্ত্বিকগণ আদর্শ হিসাবে চিত্রিত করতে চান। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পী অবশ্যই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কাজ তাঁর ইচ্ছানুসারে বা অনিচ্ছাকৃত হলেও বিষয়ীগতভাবে প্রকাশ করবেই নির্দিষ্ট শ্রেণীস্বার্থগুলি এবং বিরোধগুলি। মার্কসীয় নন্দন বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেখায় শিল্প প্রসঙ্গে বুর্জোয়াদের রূপকথাকে, যা গপ্পো কথায় শিল্পের পরিচিতি দিতে চায় 'শ্রেণীউর্ধ্ব' 'অ-রাজনৈতিক' 'নিরপেক্ষ' এবং 'সম্পূর্ণ স্বার্থহীন' রূপে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' সেরকমই একটি নির্ভেজাল জালিয়াতি যেমন। বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র অথবা 'শ্রেণীউর্ধ্ব' রাজনীতি।

শিল্প বিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসায় লেনিন যা বিশ্লেষণ করেছেন তা মার্কসবাদী সাহিত্যে একটি মহান সংযোজন। তিনি সমর্থনসূচক নীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেন তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ "পার্টি সংগঠন এবং পার্টি সাহিত্য" এবং অন্যান্য বেশ কিছু প্রবন্ধে।

লেনিনবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজে পক্ষপাতশূন্য বা নিরপেক্ষতার ধারণা একটি বুর্জোয়া ধারণাই। বিপরীত দিকে, পক্ষভুক্ত এবং পার্টি সমর্থনসূচক ধারণা লেনিনের কথায় সমাজ-তান্ত্রিক ধারণা। লেনিনের এই তত্ত্ব এ যুগে পরীক্ষিত একটি নতুন শক্তি। শিল্প সাহিত্যের উপর এই সমর্থনসূচক লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে বুর্জোয়া দার্শনিক, সমালোচক ও প্রকাশক ইত্যাদি মদত দাতারা তিক্ততার সঙ্গে এবং হিংস্রভাবে আক্রমন চালায় তাতেও ধরা পড়ে এর জোর কোথায়। সমস্ত বিরুদ্ধ আক্রমণের মূলে যে বাসনা কাজ করছে সেটা হচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা, যে ধারণা জানায় রাজনীতি থেকে মুক্ত করা দরকার শিল্পকে। "শিল্পের স্বাধীনতা" এদেরই স্লোগান। ব্রিটিশ দার্শনিক ও আদর্শবাদী বার্টাণ্ড

রাসেল, প্রগতি ও বিজ্ঞানের একজন তিক্ত বিরুদ্ধবাদী ঘোষণা করেছিলেন যে "শিল্পী অবশ্যই সেই লক্ষ্যের অন্বেষণে যাবে না যা রাজনীতির জগত থেকে একেবারে দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে।" বুর্জোয়া সমালোচক এবং সঙ্গীত-বিশারদ দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অবিচলিতভাবে পরিষেবা দেয়, সকলে প্রকাশ্যে জেহাদ জানায় এমন বিষয় প্রমাণ করতে যা প্রমাণ করা-ই যায় না। অর্থাৎ যেমন একজন আমেরিকান সমালোচকের ভাষাতেই সঙ্গীত হচ্ছে "মানবিক রুচির চূড়ান্ত স্বাধীন এক পর্যবেক্ষক।"

সম্পূর্ণ বোধগ্রাহ্য কারণেই বুর্জোয়া শিল্প-বিশারদ ও দার্শনিকগণ ভয় পান শিল্পে সমর্থনসূচক বৈশিষ্ট্যকে কবুল করে নিতে (যেমন দেখা যায় দর্শনের নিজস্ব ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও) যেন-বা আগুনের ভয়। বুর্জোয়া শিল্পের সমর্থনসূচক বৈশিষ্ট্যকে কবুল করার অর্থই কবুল করে নেওয়া যে প্রতিষ্ঠিত শিল্প সমাজের উচ্চশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত এবং মুষ্টিমেয় পুঁজি-বাদী প্রভাবশালীদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থগুলি রক্ষার কাজে নিযুক্ত। শিল্পে সমর্থনসূচক বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেওয়ার অর্থই প্রকাশ্যে কবুল করা সামঞ্জস্য-হীন ও শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে এ সমাজ বিভক্ত এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম বাস্তব সত্য। লেনিন নির্দিষ্ট করে জানান বুর্জোয়ারা পক্ষপাতশূন্য, অ-রাজনৈতিক বা পার্টি অ-সমর্থনসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারণার প্রতি আকর্ষিত হয় কারণ বিরুদ্ধ পার্টির অনুপস্থিতি মানেই সংগ্রামের অনুপস্থিতি, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি না থাকার বা না স্বীকার করার মানেই বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসান। শিল্পে অপক্ষপাত বা অ-রাজনৈতিক ইত্যাদি ধারণার আসল অর্থই হচ্ছে আড়াল দেওয়া সেই সত্যকে, যে বুর্জোয়া 'শিল্প' পুঁজির স্বার্থরক্ষায় একান্ত নির্ভরশীল যেমন নির্ভরযোগ্যও বটে, পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলির বৈশিষ্ট্যকে আড়াল দেওয়া। লেনিনের কথায় "পক্ষপাতশূন্য বা অ-রাজনৈতিক বা সমর্থনহীনতা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজে বাস্তবের শুধুমাত্র একটি ছদ্মবেশী, ভণ্ড এবং জড় বা প্রাণহীন প্রকাশ। এ হতে পারে পরিপুষ্ট একটি পার্টির পক্ষ থেকে, হতে পারে শাসক পার্টিগুলির পক্ষ

থেকে, হতে পারে নিপীড়িত ও শোষিতদের একটি পার্টির পক্ষ থেকে"
(Coll. works, Vol X, P-61, 4th Reusion Ed.)

শিল্প ও বিজ্ঞানের নিস্পত্তিকারক চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে পক্ষপাত ও সমর্থনসূচক বৈশিষ্টকে মার্কসীয় দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মাত্রেই প্রকাশ্যে কবুল করেন। প্রলেতারিয়েত আদর্শের ধারক মাত্রেই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে সমর্থনসূচক ও পার্টি পক্ষপাতের নীতিকে কারণ তাদের ধারণাগুলি সমাজের অধিকাংশ জনগণেরই স্বার্থগুলিকে বিবেচিত করে তোলে এবং সমাজ অগ্রগতির একটি উচ্চতর স্তরে সমাজকে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রাম আহ্বানে তা একত্রিত করে কোটি কোটি মানুষকে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় শোষণমুক্ত সাম্যবাদের দিকে।

সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞান মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বের অনুসারী হয়ে বুর্জোয়াদের 'অ-রাজনৈতিক' বা 'রাজনীতি বিষয় শূন্য' তত্ত্বের মুখোস সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে। দেখিয়ে দিয়েছে যে শিল্প কখনোই থাকে নি. আর থাকতেও পারে না রাজনীতির সঙ্গে সব রকমে সম্পর্ক শূন্য হয়ে। সমস্ত জিজ্ঞাসাটাই হচ্ছে এইখানে যে সে কোন রাজনীতিকে প্রতিফলিত করছে, কোন রাজনীতির সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা? সোভিয়েত শিল্পের শক্তি এবং এর প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যেকার নিশ্চিত জোর এইখানে যে এরা সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সেখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টি নির্দেশিত রাজনৈতিক দর্শনকে নিজেদের ভিত্তিস্বরূপ করে নিয়েছে। শিল্প অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজনীতি হচ্ছে একটি প্রাণদায়ী পানীয় কারণ রাজনীতিই পারে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে পরিষেবার পথ নির্দেশিত করতে যার উদ্দেশ্যে সে নিজেও প্রতিষ্ঠিত — সাম্যবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। মানুষের সৃজনীশক্তিকে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করতে এমন এক বৈষয়িক ও নৈতিক জীবন গঠনের শর্ত গড়ে তুলতে, যাতে মানুষ যাবতীয় মানবিক ব্যক্তিত্ব ও মহান আদর্শে সমাজের একটি অভূতপূর্ব ফলদায়ী যুগের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

* * *

শিল্পের সামাজিক বৈশিষ্ট্য উন্মুক্ত করে দিয়ে মতাদর্শের সংগঠনে এর

ভূমিকা এবং শ্রেণী সংগ্রামে এর স্থান, সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর এর নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করে ইতিহাসে প্রথম মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ব্যাখ্যা দেয় শিল্পের অগ্রগতির নিয়মগুলিকে—এর আঙ্গিক গত উন্নতি বা এর যুগ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নন্দনতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেয় একটি সুদৃঢ় বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর যাতে বোঝা যায় হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কিভাবে অগ্রগতির পথ অতিক্রম করেছে ; কেন এবং কোন কোন পরিস্থিতির দ্বারা শিল্প ধারণার এবং নানান কলা-নীতির উদ্ভব ঘটেছে নানান সময়ে নানান স্থানে আর সেগুলি প্রতিষ্ঠাই বা পেয়েছে কিভাবে এবং কী কারণে।

মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে শিল্প সাহিত্যে নতুন কোন সমাজ বিষয়ে এবং আঙ্গিকে যে কোন পরিবর্তন বা আবির্ভাবের উৎসে উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন না কোন পরিবর্তন। অর্থাৎ নতুন সামাজিক চাহিদাকে সন্তুষ্ট করতে যা প্রয়োজন এবং যা ইতিহাসের অধ্যায় বেয়ে পূর্ণতার দিকে—শ্রেণীসংগ্রামের ফলস্বরূপ সমাজে পুরোন ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিগুলির নিরন্তর সংগ্রামের পরিণতি স্বরূপ।

শিল্পের ঐতিহাসিক অগ্রগতির প্রত্যেক নতুন অধ্যায় হচ্ছে নতুন সামাজিক শর্তগুলির দ্বারা নতুন জীবনের প্রয়োগ। এছাড়া শিল্প ইতিহাসের কোন কিছুই বুঝে ওঠা সম্ভব নয় যথার্থতার সঙ্গে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে নতুন শিল্প চেতনা কখনোই সম্ভব হয় না শূন্যতা থেকে। অর্থাৎ আকাশ থেকে পড়ে না শিল্পের কোন সামান্যতম অংশও। প্রয়োজনীয়ভাবেই এটা নিজেকে কাজে লাগায় শিল্পের অগ্রগতির অধ্যায়গুলি বেয়ে বেয়ে অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে এবং নিজেকে বিশ্লেষিত ও প্রকাশিত করে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং সে অনুযায়ী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আবারও নতুন রূপে।

শিল্পের অগ্রগতির নিয়মগুলির উপর মার্কসবাদের স্বতঃসিদ্ধতা সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত, যা একটি

ভিত্তিস্বরূপ কর্মসূচীর মাধ্যমে রূপায়িত। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নীতিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর নান্দনিক আদর্শ এবং এর সৃজনশীল শিল্প আঙ্গিকের যোগাযোগ অভিন্ন।

কমরেড স্তালিন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে সোভিয়েত শিল্প আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার গঠন কৌশল। এই দৃষ্টান্তস্বরূপ সুসম্বদ্ধ ধারণাই আমরা পাই অতীতের থেকে সোভিয়েত শিল্পের লক্ষণাত্মক বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর যা আবার এই নতুন কলানীতির আদর্শও বটে। এই ব্যাখ্যা একই সঙ্গে ঐতিহ্য কি? এ প্রশ্নের উপরেও আলোকপাত করে। অতীতের শৈল্পিক উত্তরাধিকার বলতে কি বুঝি? সোভিয়েত শিল্প তারই বিশ্লেষণ সহযোগে এর প্রচলন ও উন্নতি ঘটায়। আবারও এক মহান দায়িত্বের প্রশ্নে সোভিয়েত শিল্প একে বয়ে আনে।

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সোভিয়েত শিল্পের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও জলন্ত প্রশ্ন। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে CPSU (B -র কেন্দ্রিয় কমিটি দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি Great Friendship অপেরার উপর একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ হিসাবেই উপস্থিত। এটা ছিল একটি প্রতিঘাত তাদের উপর যারা বুর্জোয়া আধুনিকতা ও জনবিরোধী ব্যবহারবাদের অবস্থান থেকে এ প্রশ্ন সামনে আনে।

এই প্রশ্ন ঘিরেই একটি আপোষহীন সংগ্রাম চলে সোভিয়েত শিল্প যেদিন প্রথম তার পদক্ষেপ বাড়ায় সেদিনথে কেই। বিপ্লব—পূর্ববর্তী বুর্জোয়া সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের একটি বিশাল সংখ্যক প্রতিনিধিবৃন্দ সুযোগ নিয়েছিল নতুন সোভিয়েত শিল্প গোপন ষড়যন্ত্রস্বরূপ সুযোগসন্ধানী কর্মসূচীর পরিচিতি ঘটিয়ে পুরোনকে, ঐতিহ্যকে বৈপ্লবিকভাবে নস্যাৎ করার। 'নতুন'-য়ের ছল করে এমন ধরণের চাতুরী আজ চূড়ান্ত ফ্যাশান ব্যবহারবাদীদের মধ্যে।

বলশেভিক পার্টি আপোষহীন প্রতিঘাত দিয়েছিল এই সমস্ত জঘন্য প্রভাবের সমস্ত প্রচেষ্টায়, যা সোভিয়েত শিল্পকে কোঁপরা করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বলশেভিক পার্টি দৃঢ়ভাবে সোভিয়েত শিল্পচর্চাকে

ঐতিহ্যবাহী করে সুসজ্জিত করেছিল অতীত শাস্ত্রীয় শিল্প বাস্তবের যা কিছু মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ সে সমস্তকিছুর ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা আত্তীকরণের মাধ্যমে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে পার্টি যদি লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে নানান ছোটবড় গোষ্ঠীর দেউলিয়াপনা উৎখাত না করত, তবে সোভিয়েত শিল্প সাফল্যের চূড়ায় যেতে পারত না। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি সোভিয়েত শিল্পকে বুর্জোয়া আধুনিকতার দিশাহীন গহ্বরে টেনে নেবার প্রচেষ্টা চালায়। বগদানোভিটস-য়ের নিয়তিবাদ (Futurists) থেকে নির্মাণবাদ (constructivists) বেয়ে একেবারে 'সাংস্কৃতিক মোর্চা'-র স্তর পর্যন্ত এবং ফ্রিচি ও পেরেভারজেভ ইত্যাদির ধরণে অমার্জিত সমাজতাত্ত্বিকদের ঘোলাজল থেকে এই নেতৃত্বই তুলে ধরেছিল সোভিয়েত শিল্পকে এবং গৌরবান্বিত করে তুলেছিল আধুনিক শিল্পের একেবারে প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে আর অবশ্যই তা হয়েছে শীর্ষস্থানীয় মতাদর্শভিত্তিক বিষয়বস্তুর জন্যই।

বুর্জোয়া আধুনিক শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্প-বাস্তবতাকে বিদ্বেষ জানানো, বস্তুবাদী চিত্রকে নস্যাৎ করা এবং ঐতিহ্যবাহী সঙ্গতিকে অমান্য করা ইত্যাদি।

এটাই স্বাভাবিক যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্প, যা নতুন মানবিক বিশ্বের গঠনকার্য বিষয়কে যথাযথ প্রতিফলিত করে শিল্প মাধ্যম দিয়ে, যা সাম্যবাদের মহান আদর্শকে যুক্তিগ্রাহ্য করে, যা মানুষের পরিবেষায় সৎ এবং যা প্রকৃতিতে গভীরভাবে বাস্তবিক। সে শিল্প নিজেকে অবশ্যই দাঁড় করাবে অবাস্তব বুর্জোয়া শিল্পের সঙ্গে পূর্ণমিলনের অযোগ্য অবস্থান এবং সরাসরি বিরোধিতায়।

সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞানের কাজগুলি থেকে ধারণা করা যায় সোভিয়েত শিল্প – সমালোচকদেরও। এদের লড়তেই হয় তাদের বিরুদ্ধে যারা ধারণা করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্প বুঝি প্রকৃতিবাদ ও ব্যবহারবাদ ইত্যাদির ধরণে যাবতীয় পচনশীল শিল্পরূপের ব্যবহার করতে পারে।

অপেরা Great Friendship-য়ের ব্যাপারে CPSU (B) কেন্দ্রিয় কমিটি-র সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ঐতিহ্যের প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ অগ্রগতির ধারায় দেখানো হয়েছে এবং চূড়ান্ত পরিচ্ছন্ন রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত-শিল্প প্রসঙ্গে কর্মীদের জন্য এ একটি সঠিক পরিকল্পনা-ই শুধু দেয়নি, পাশাপাশি সমস্ত ধরণের সোভিয়েত শিল্প প্রসঙ্গে দিয়েছে সঠিক দিশারী। সিদ্ধান্তগুলি বিষয়গতভাবে সোভিয়েত সঙ্গীত কিভাবে অগ্রগতির পথে যেতে পারে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ভূমিকা কি হতে পারে প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে তারই লক্ষণাদর্শের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। ঐতিহ্যানুসারী সম্পদের মধ্যেই সর্বোপরি মিশে থাকে শিল্পসৃষ্টির গভীর বস্তুবাদী আদর্শগুলি।

সিদ্ধান্তের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে সঙ্গীত ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী কার্যকরী সংগঠন :

"সোভিয়েত সঙ্গীত ক্ষেত্রে অগ্রগতির বস্তুবাদী ঝোঁকয়ের ভিত্তিই হচ্ছে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের দ্বারা বিশাল এক অগ্রগতির ভূমিকা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য, বিশেষ করে রাশিয়ান সঙ্গীত ঘরাণাগুলির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে উত্তরাধিকারী হিসাবে তার যথাযথ প্রয়োগ ও তার উন্নতিসাধন ঘটিয়ে গভীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে শৈল্পিক নিপুণতার মেলবন্ধন ঘটানো সংগঠনিক পরিবেশনার ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের সত্য এবং বাস্তবতার গুণ, এর গভীরে নাড়ীর যোগ রয়েছে মানুষের সঙ্গে এবং মানুষের সৃজনমূলক সাঙ্গীতিক ও গায়কী শিল্পে পেশাদারী কৃতিত্বের উচ্চস্তরটুকু পর্যন্ত আত্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশনার কাজে স্বাভাবিকত্ব ও ব্যাপকত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই যার প্রতিষ্ঠা—এ সমস্ত কিছু ছেড়ে তারা বাস্তবত কি করছে? —সোভিয়েত জনগণের কৃতিকারী ব্যবহারবাদী আঙ্গিক সর্বস্বতাকে উৎসাহিত করছে।"

উপরের বাক্যগুলি স্বচ্ছভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবেই বিচার করে ঐতিহ্যের প্রশ্নটিকে। অতীত শাস্ত্রীয় শিল্পে যা কিছু ভাল সোভিয়েত শিল্প তার উত্তরাধিকারী কারণ মহান শাস্ত্রীয় শিল্পীদের শৈল্পিক সৃষ্টিগুলি যেমন

সাহিত্যিক বা সঙ্গীত স্রষ্টাদের কাজগুলিও আমাদের আত্মীয় তাদের বাস্তবতার জন্যই। তাদের আদর্শগত বিষয়বস্তুর দ্বারা তাদের সুসম্বদ্ধ সমাজচেতনা, মানুষী ভাবনা ও অনুভবগুলি প্রকাশের আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় সৃজনশীলতার অভিপ্রায়গুলিকে আত্মীয়করণের সুযোগ আপন কাঁধে তুলে নেওয়ার দ্বারা ও সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির ফলে এগুলি ঐতিহ্যস্বরূপ। অপরপক্ষে ব্যবহারবাদ প্রকৃতিবাদের মতই সোভিয়েত শিল্পের বিশেষ তাৎপর্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমরা যদি সাধারণ ভাবেও বুর্জোয়া ব্যবহারবাদের বা আচারবাদের নীতিগুলির পাশাপাশি ঐ সমস্ত পুরোন শাস্ত্রীয় বাস্তবতাকে বিচার করি তবে এটা বিস্তারিতভাবেই প্রকাশ করে দেবে কেন ঐতিহ্যের প্রশ্নটিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একটা উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক চিত্রকলাকে। কলাচর্চার 'সৌন্দর্য' বিষয়ক প্রাথমিক নীতিগুলির সংজ্ঞা ব্যবহারবাদীদের ভাষায়: সৌন্দর্য কি? একটি চিত্রের সৌন্দর্য আসলে কি? একটি চিত্রের সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে থাকে রঙ ও রেখার পারস্পরিক যোগসূত্রতার উপর।

বুর্জোয়া সমালোচক ওয়ালডেন-য়ের বক্তব্য ছিল এই।

শাস্ত্রীয় বাস্তববাদী শিল্পের উল্লেখযোগ্য এক প্রতিভাবান প্রতিনিধি-স্বরূপ মহান রুশীয় শিল্পী আই, রাপিন ক্রামস্কির কাছে লেখা এক চিঠিতে চিত্রকলার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শের সংজ্ঞা দেন এইভাবে:

আপনি জানাচ্ছেন যে আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে আলোর দিকে, রঙের দিকে—না এমন কি এক্ষেত্রে-ও আমাদের কাজ হচ্ছে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। মানুষের মুখ, চরিত্র, জীবনের নাটক, প্রকৃতির আবেদন, এসমস্ত কিছুর প্রাণ ও অর্থবহতা, ইতিহাসের অন্তরাত্মা - এগুলিই হচ্ছে আমাদের বিষয়। রঙ আমাদের সামনে হাতিয়ার এবং তা অবশ্যই প্রকাশ করবে আমাদের চিন্তাভাবনা এবং উপলব্ধি। আমাদের আড়ালের অপারগতা, অস্পষ্ট অমার্জিত সমস্ত ত্রুটিকে স্পষ্ট করে তুলে তা দর্শকের সামগ্রিক বোধকে ধরে রাখবে এবং প্রতিফলিত করবে, যেমন করে থাকে

সঙ্গীতের ভারসাম্য। (আরোহ, অবরোহ, সম্বাদী, বিবাদী স্বরের দোলাচলে—অনুবাদক)।"

উপরের ছুটি বক্তব্যই চমৎকারভাবে জানান দিচ্ছে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা আজকের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের অবক্ষয় সর্বস্ব শিল্পের সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যটি কি ?

ব্যবহারবাদী শিল্পের আপন আদর্শটি হচ্ছে রঙের বৃথা দার্ঢ্যিকতায়, যা কিনা সামাজিক জীবন এবং মানুষের সংগ্রাম থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন অসারত্বকে তুলে ধরে। ব্যবহারবাদীরা কখনোই সামাজিক জীবনে তাদের সৃষ্ট 'শিল্প' যে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ তাকে আড়াল দিতে চায় না বা পারেও না।

বিপরীতে, শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহ্যবাহী বাস্তববাদী প্রতিনিধিত্বকারী শিল্প সামাজিক জীবনে একটি হাতিয়ার বিশেষ সামাজিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একটি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত মাধ্যম। সমাজের জন্য সমাজের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তাচেতনার বা বিষয় পরিবেশনার একটি আঙ্গিক। "ইতিহাসের প্রাণসত্তা" বা "জীবনের নাট্যবস্তু" প্রতিফলনের জন্য এটি তাই-ই, যার মধ্য দিয়ে অতীতের মহান সমস্ত শিল্পীরা আপন সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এ গুণের অধিকারী হয়েই, এবং এ গুণের জন্যই শাস্ত্রীয় কলা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অতি আপন প্রিয় বস্তু।

এটা ঘটনা যে এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং এর উন্নতিকল্পে শাস্ত্রীয় কলার উত্তরাধিকারী হিসাবেই সোভিয়েত শিল্প শুধুমাত্র সাধারণ স্তরে অপরিবর্তনীয় আঙ্গিকসর্বস্বতায় এ সমস্ত কিছুর অন্ধ অনুকরণ ঘটায় না বা এগুলি নিয়ে জাবর কাটে না। সোভিয়েত শিল্পের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হচ্ছে শিল্পের ক্রমবিবর্তন ও উন্নতির ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় এবং এখানেই শাস্ত্রীয় উত্তরাধিকার ও সোভিয়েত শিল্পের মধ্যেকার উজ্জ্বল স্বতন্ত্রতা দৃপ্ত। অতীত শাস্ত্রীয় কলা এবং সোভিয়েত শিল্পের মধ্যেকার এই স্বতন্ত্রতা কিন্তু কোন সময়েই আমাদের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করতে পারে

না এবং তা করাও উচিত নয়—এ ঘটনাকে ভুলে যেতে যে শেষেরটি হচ্ছে প্রথমটির উত্তরাধিকারী। সোভিয়েত সঙ্গীত শিল্পী ও কর্মীদের সম্মেলনে কমরেড ঝানভ আপন ভাষ্যে জানান : "শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি পুনঃস্থাপিত করা প্রয়োজন ..."।

* * *

শাস্ত্রীয় ও ঐতিহ্য বহণকারী কলা-র সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির যোগ্য ধারক এবং সেগুলির উন্নতিকল্পে সোভিয়েত শিল্প গুণগতভাবেই এবং সুস্পষ্টরূপে তা থেকে আলাদা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্প একটি নবজাতক অঙ্কুরসম শোষণ মুক্ত স্বাধীন মানুষের শিল্প। সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকগণ অবশ্যই সুস্পষ্ট করে তুলবেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং জানাবেন এই বাস্তবতা শিল্পী ও তাঁর সৃষ্ট কলার কাছে কোন্ কোন্ চাহিদা উপস্থিত করে এবং এসবের মধ্য দিয়েই তিনি জানাবেন অতীতের যাবতীয় শিল্প বাস্তবতার সমূহ আঙ্গিকের বা রূপবন্ধুর থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমস্যাসমূহের প্রতি নিবেদিত সাহিত্য থেকে যথেচ্ছভাবে যেন কেউই পৌঁছে যেতে না পারে এমন এক ভুল অবস্থানে, যা কিনা তৈরী হতে পারে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের শিল্পসম্মত পদ্ধতি ও চর্চার সারবস্তুতে ভুল ধারণার প্রয়োগে।

১৯৪৫-য়ে বি. বালাস-য়ের 'দি সিনেমা আর্ট' প্রকাশিত হয়। বইটিতে একটি সুস্পষ্ট ভুল ঝোঁক সুস্পষ্টভাবেই পরিবেশিত। একই ঝোঁক আরো নানান শিল্প বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের নানান বক্তব্যে প্রচারিত হতে দেখা যায়। এই ঝোঁকে যেটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে শিল্প বাস্তবতার বিশ্বাসেই একটি ফাঁক—বাস্তবের বিশেষ বিবরণীর ব্যবহার সর্বস্বতাকেই বাস্তববাদ হিসাবে মনে করা। প্রাসঙ্গিক বইটিতে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা একটি অসম্পূর্ণ চর্চা এবং এর পাশাপাশি অবশ্যই একটি স্বাধীন পদ্ধতির উপস্থিতি জরুরী যাকে বলা

চলে অবাধ কল্পনাবিশিষ্ট ভাবকল্প (romanticism) এবং যা হচ্ছে বাস্তববাদের চাইতে উন্নত শিল্প পদ্ধতি। এই লেখকের ধারণায় শিল্প বাস্তবতা কেবলমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার চর্বিতচর্বণ ও অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়—মোদ্দা কথায় ঘটনার একটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দাখিল করণ। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন 'ঘটনা' এবং 'সত্য' নিয়ে তুলনামূলক বিচারে :

"দুই আঙ্গিকের (অর্থাৎ বাস্তববাদ ও কল্পনাবাদ—রোজেনথল), বিষয় যদি হয় ঘটনার সত্যে এবং যদি সত্য ও ঘটনা বিষয় হিসাবে একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক রূপ হয় এবং এর বৈশিষ্ট্যে (? ?) বাস্তববাদ সম্মত আঙ্গিকে বা চর্চায়, তবে জোর দেওয়া হয় ঘটনার উপর এবং কল্পনাবাদ সম্মত আঙ্গিকে বা চর্চায় জোর দেওয়া হয় সত্যের উপর। বাস্তববাদী বিষয়ীগতভাবে শুরু করে ঘটনার থেকে সত্যের খোঁজে। অপরপক্ষে কল্পনাবাদী বিষয়গতভাবে নিজেকে মেলে ধরে ঘটনার কাছে সত্যের কারুণ্যে।" (পৃঃ—১৯০)

উপরোক্ত সালতামামির সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে এই যে বহির্বাস্তবের ঘটনা সমূহের বিষয়ীগত বিবরণীকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলে বোঝানোর চেষ্টা। লেখক লিখছেন "বাস্তববাদী সচেষ্ট থাকে বিষয়ীগতভাবে এবং তাঁর উপলব্ধি তাঁর রূপকল্পকে রাঙ্গায় না।" (পৃঃ ১৯২) অর্থাৎ সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে বি বালাস সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে গুলিয়ে ফেলেছেন প্রকৃতিবাদ (Naturalism) ও অভিজ্ঞতাবাদের (empiricism) য়ের সঙ্গে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বা অজ্ঞতাবশত বইটির লেখক এমনভাবে বক্তব্য হাজির করেছেন যেন (আভিজাত্য) বনেদিয়ানা প্রকাশ করতেই সাধারণভাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রসঙ্গ এনেছেন।

সোভিয়েত শিল্পের যাবতীয় কাজের নমুনায় নিজের অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি জানান "সমসাময়িক মানুষের মধ্য থেকে বাস্তববাদী নায়ককে খুঁজে বের করা হয়েছে।" এই নায়ক তাঁর ভাষায় "দৈনন্দিন জীবন থেকে গঠন পাওয়া রূপের একটি সাধারণ ধরণ" কারণ, "সেই নায়কের স্বতন্ত্রতা

আমাদের (সাধারণ) থেকে খুবই সামান্য।"

অবশ্যই অভূতপূর্ব অতৃপ্তি ! বাস্তববাদী শিল্পের সমূহ শক্তি বেলিনেস্কি খুঁজে পেয়েছেন মোটামুটি যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা হচ্ছে ব্যক্তিচরিত্রগুলির রূপকল্প গঠনের মাধ্যমে শিল্পী আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলেন "আরো ঘনিষ্ট ও গভীরভাবে পরিচিত হতে, নিজেদের আদল গড়ে তুলতে সেগুলির মতন করে"—এবং এখানেই নিহিত শিল্পের অপরিসীম প্রেরণাদায়ী ও প্রজ্ঞাশক্তির বৈশিষ্ট্য। বি, বালাশ সোভিয়েত শিল্পীদের শিক্ষা দিতে চান যে যদি তারা বাস্তবসম্মত উপস্থিত করেণ "সাধারণ নায়কের, তবে আমরা কিছুই পেতে পারি না একটি কাঁচা উপাদান ব্যতিরেকে"—তিনি জানান "আমাদের প্রয়োজন বিষয়গতভাবে আবেগপ্রবণ, সাংগীতিক, তীক্ষ্ণ কারুণ্য যুক্ত প্রেম" (পৃঃ ১৯১)।

"বিষয়গত ভাবে আবেগপ্রবণ, সাংগীতিক প্রেম" ইত্যাদি বাক্যবন্ধের মাধ্যমে বাস্তবত শিল্পীদের সামনে যে উপদেশ উপস্থিত করা হয় তার সুস্পষ্ট অর্থ বাস্তব পরিস্থিতির শিল্পসম্মত রূপকল্প গঠনের পথটিকে ত্যাগ করে শিল্প বাস্তবতার মহান চর্চা জলাঞ্জলি দেওয়া এবং এই ঘটনাই প্রমাণ দেয় যে লেখক হয় সাধারণভাবেই শিল্প বাস্তবতার সারবস্তুটিকে বুঝতে সক্ষম হন নি, নতুবা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সারবস্তুটিকে বিশেষ করেই বুঝতে চান না। বাস্তববাদ সম্পর্কীয় লেখকের অবিশ্বাসেই প্রতিফলিত শিল্পের উদ্দেশ্য হিসাবে সোভিয়েত বাস্তববোধের উপলব্ধি সম্পর্কীয় তাঁর অপারগতা। তাঁর বক্তব্যে তাই দেখা যায় সোভিয়েত বাস্তববোধ সম্পর্কে ভুল বিচার যা মূলতই সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক এবং গৌরবজনক ভূমিকাকে নস্যাৎ করার বা সে সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির অভাববোধজনিত ধারণার প্রকাশ।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির ভুল বিচার বা ব্যর্থ বিশ্লেষণে বি, বালাশ ব্যতিক্রম মাত্র নন এবং একা নন।

অক্টোবর (Oktyabr) নামক মুখপত্র দ্বারা আহূত নন্দনতত্ত্বের সমস্যাসমূহ ও সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রধান জিজ্ঞাস্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে কল্পনাবাদ ও বাস্তববাদ-য়ের

মধ্যেকার যাবতীয় প্রাসঙ্গিকতা। সেখানেও সমালোচকদের একটা অংশ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে বিচার্য করেছেন এমনভাবে যেন বাস্তববাদ উবে গেছে নিংড়ে ফেলা রসের মত। বাস্তববাদ বাদ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা —এমনই তাদের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে একই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ ব্যাপকতা পায় বি ব্যলিক-য়ের বক্তব্যে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কল্প উৎস সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কির বক্তব্য না বুঝেই বি, ব্যলিক নির্বিচারে সেগুলিকে আলোচনায় টেনে কল্পনাবাদের দিকে সোভিয়েত সাহিত্যের চর্চা সম্পর্কিত প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুকে স্থানচ্যুত করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন বাস্তববাদকে তার প্রাণশক্তি শূন্য করে ভবিষ্যতের প্রতি উদ্দীপ্ত আদর্শকে নস্যাৎ করে প্রকৃতিবাদ এবং আচারবাদের সর্বস্বতায়।

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠাকল্পে বিতর্কের অবতারণা করে তিনি বোঝাতে চান যে পুরোন অর্থাৎ সমাজতন্ত্র-পূর্ব শিল্পে বাস্তবতা এবং বিপ্লবী কল্পনা সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় উপস্থিত ছিল। বাস্তববাদের 'বিশেষত্ব' (কমরেড ব্যলিক এভাবেই বিশেষত্ব' শব্দের ব্যবহার করেছেন) ছিল সে সময়কালে অস্তিত্বের এক সাধারণ ধরণ। কল্পনাবাদের 'বিশেষত্ব' ছিল তেমনই সত্য ও বাস্তবের পিছুটান ছেড়ে এগিয়ে থাকা— ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা। কারণ, সমাজতন্ত্রের পূর্ব অবস্থায় কোন হাঁ সূচক নায়ক সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ তেমন অবস্থায় বাস্তববাদ শুধুমাত্র 'সমালোচনা সর্বস্ব' হতে পারে এবং কল্পনাবাদ কিছুতেই বাস্তব অনুসারী হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নতুন উপাদানটি অতএব বাস্তববাদ ও কল্পনাবাদের ভারসাম্যমূলক অবস্থান।

ব্যলিক লিখছেন "এর মধ্যে নতুন যে উপাদান সংগঠিত, তা হচ্ছে সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাধারণীকরণ এবং মূল কাজটিই হচ্ছে তাকে সাধারণ আকার দেওয়া। এই কাজটিই হচ্ছে সমালোচনামূলক বাস্তববাদীর বিশেষত্ব। সঠিক অগ্রগতির চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যতের প্রতি উদ্দীপনার বিবেচনাই হচ্ছে বিপ্লবী কল্পনাবাদের 'বিশেষত্ব'—এই দুটি উপাদান একত্রিত

হয়েই আজ উপস্থিত একটি কেবলমাত্র কাজ হিসাবে।" (অক্টোবর নং-২, ১৯৪৮, পৃঃ ১৮০)।

সত্যকে এইভাবে নস্যাৎ করে কলা ইতিহাসের এই যে বর্ণনা—এটা অতীতের ব্যাঙ্গানুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রসঙ্গে এই ধরণের ধারাভাষ্য বিশেষভাবেই পণ্ডিতম্মন্য এবং আচার সর্বস্বতার উদাহরণ, কারণ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চর্চায় "নতুন উপাদান" এদের কথায় বিশেষ কিছুই নয়, বিপ্লবী কল্পনাবাদ ও অতীত সমালোচনামূলক বাস্তববাদের এক সাধারণ ভারসাম্যমূলক মিশ্রণ মাত্র। আমরা এ সমস্ত কিছুর বিশ্লেষণে নিজেদের কি প্রবোধ দিতে পারি এই বলে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যিকারের যে নতুন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা বুঝতে এগুলির কিছু অবদান রয়েছে?

সোভিয়েত সাহিত্যের বিশেষ সংবদ্ধ বিষয়গুলির উপরে কী ধরণের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে তাই ই আমরা বালিক প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পারি।

এ বছরেই (১৯৪৮) অক্টোবর সাময়িক পত্রের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে বি, বালিক প্রশ্ন রেখেছেন যে, কমরেড ফাদিয়েভ কৃত "দি ইয়ং গার্ড" উপন্যাসের খামতিগুলির উৎস বা ভিত্তি কি ছিল? বইটি সমালোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়েছিল। উপন্যাসটির প্রধান খামতি হিসাবে বহু আলোচিত বক্তব্যটি ছিল এই যে লেখক মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়কালে পার্টির ভূমিকা একেবারেই বাদ দিয়ে গিয়েছেন। বলশেভিকদের দৃষ্টান্তসূচক ইতিহাস সত্যের কোন পরিচয়-ই এখানে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে, জার্মানদের বিরুদ্ধে সামনের সারিতে সংগ্রামরত বলশেভিক সংগঠক এবং তাদের প্রকাশ্য ও সুপ্ত শৌর্যবীর্যের বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। লেখক সমস্ত বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন এমন ভাবে যেন পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াই নবীন সৈনিকেরা স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামরত ছিলেন।

এটা পরিষ্কার যে এইসমস্ত খামতিগুলির গভীর কারণ রয়েছে—এগুলি ছিল ঘটনার বাস্তবসম্মত প্রতিফলনের আদর্শ থেকে বিচ্যুতির এবং

পশ্চাদপসরণের ফলশ্রুতি। সোভিয়েত বাস্তবের চিত্র বর্ণনায় সোভিয়েত সমাজের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাটিকে নস্যাৎ করার অর্থ একটাই, তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে এবং শর্তকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

অবশ্য কমরেড ব্যলিক স্বতন্ত্র এক বক্তব্যের ধারক। তিনি বুঝতে চেয়েছেন এই সমস্ত অপূর্ণতার কারণ হচ্ছে···উপন্যাসে তুলে আনা ঘটনা এবং নায়ক চরিত্রগুলির কল্পনাপ্রিয় উপস্থাপনার অভাব।

সংক্ষেপে. তিনি প্রশ্নটিকে রেখেছেন এমনই ভঙ্গীতে—শিল্পী হিসাবে ফাদায়েভ-য়ের ভুলগুলি কীসে ছিল ?

" তা কি এর মধ্যে ছিল যে তিনি কিছু নায়ক চরিত্রকে একটু বেশি করেই মহান করে তুলতে চেয়েছেন, অথবা তিনি যথাযথভাবে তাদের মহান করে তোলেননি ? তা কি এর মধ্যে নিহিত ছিল যে আমরা কিছু উদাহরণে পেয়েছি একটু বেশিমাত্রায় শক্তিশালী কল্পনাপ্রিয় ভিত্তি, অথবা উদাহরণগুলিতে আমরা আদতে পেয়েছি অসম্পূর্ণ শক্তির পরিচয় ?"

এসবের উত্তরে তিনি জানালেন যে ফাদায়েভ "অসম্পূর্ণভাবেই এই সমস্ত নায়কদের কল্পরূপ দিয়েছেন, যা নবীন সৈনিকদের তুলনায় বহুগুণেই কম।"

অর্থাৎ উপস্থিত হল যে তত্ত্বের, তা হল আমাদের জীবনে বলশেভিক-দের সাংগঠনিক ও নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে যথাযথ চিত্রিত করতে হলে প্রয়োজন হয়···নায়কদের কল্পরূপে উপস্থিত করার। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমস্যা সমূহকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কথার মারপ্যাঁচ সর্বস্ব আগাগোড়া ভুল থেকে ফুটিয়ে তুলতে হলে এমনই সমস্ত অবাস্তব সিদ্ধান্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়। সোভিয়েত সাহিত্য চর্চায় এবং বাস্তবতা ও সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার যে প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তিভূমি—এ হচ্ছে তাকেই নস্যাৎ করার একটি দৃষ্টান্ত।

এটা যথেষ্ট সুস্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমস্যা-সমূহে সাধারণ

কোন ব্যাখ্যা বা বিমূর্ত কোন আত্মগত ধারণা কোন ফলদায়ক দিশারীর দিকেই আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের শিল্পকলা চর্চায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র নতুন সংস্কৃতির সংগঠনে সরাসরি জীবনের অনুশীলনে, যা বুর্জোয়া আঙ্গিকসর্বস্ব ব্যবহারবাদ এবং প্রকৃতিবাদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামের ফলশ্রুতি এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির যাবতীয় উপস্থিত শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কোন বিমূর্ত সংজ্ঞাসর্বস্ব ধারণা মাত্র নয়, তা মূর্ত রূপ পাচ্ছে সোভিয়েত শিল্পকলার যাবতীয় প্রথম সারির দৃষ্টান্তগুলিতে। আমাদের কলা সমালোচনা এবং নন্দনতত্ত্ব অবশ্যই এগুলিকে পরিধির মধ্যে এনে সোভিয়েত শিল্পকলার সাধারণ পথ খুঁজবে এবং তৈরী করবে এই সমস্ত শিল্পকলার বাস্তব সত্যকে ভিত্তিভূমি ধরে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তত্ত্ব এবং তার সাধারণ পরিচয়।

সোভিয়েত শিল্পকলার যথাযথ চর্চা এবং সোভিয়েত সাহিত্যের ইতিহাস অগ্রগতির সঠিক পথের জন্য তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পাবে এবং দেখাবে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা গুণগতভাবে শিল্পকলাকে যে নতুন অধ্যায়ে উপনীত করেছে তা এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে এই বাস্তববাদ একীভূত সাম্যবাদী আদর্শ এবং তার প্রতি আস্থায় বিশ্বের একটি বিপ্লবী রূপান্তরণের বাস্তব সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে। সংক্ষেপে বলা যায় এ সত্যই শিল্প বাস্তবতাকে সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ সংবদ্ধ রূপ দিয়ে তৈরী করেছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞান অবশ্যই প্রকাশ ঘটাবে সাম্যবাদী আদর্শের এবং তার প্রতি আস্থা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের নৈতিকতাকে ততটাই শক্তিশালী করে দেখাবে যা শিল্প বাস্তবতাকে তুলে এনেছে সম্পূর্ণ নতুন এক ঐতিহাসিক অগ্র-অধ্যায়ে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্প বাস্তবতার একটি উন্নত ও প্রগতি অনুসারী উপস্থাপনা এবং এমনই এক মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে শিল্পী দক্ষ হয়ে ওঠেন সামাজিক জীবনের টানাপোড়েনে প্রগতির দিশারী মূল চালিকাশক্তিটিকে চিনে নিতে এবং বুঝতে সক্ষম হন শ্রেণী সংগ্রামকে, ইতিহাস গঠনে

মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিকে। ফলশ্রুতি হিসাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক সংগ্রামে শিল্পীর অবস্থান ও ভূমিকাটিও স্থির হয়ে যায়।

সোভিয়েত শিল্পকলার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবেই ধারণ করে আছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চর্চায় উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগত বৈশিষ্ট্যকে। একেবারে শুরু থেকেই আমাদের শিল্পকলা উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্বলিত সৃষ্টিকর্মের যা শিল্প সৃজনকে সাম্যবাদী মহান দিশারীর প্রতি নিবেদিত করে রেখেছে। সোভিয়েত সাহিত্যের প্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হচ্ছে যথাক্রমে এ, সেরাফিমোভিচ কৃত "আয়রণ ষ্ট্রীম", ডি, ফারমানভ কৃত "চাপায়েভ", এফ গ্লাডকভ সৃষ্ট "সিমেণ্ট", এ. ফাদায়েভ রচিত "ডেসট্রাকশন", ভি, মায়াকভস্কি কৃত "লেনিন এ্যাণ্ড গুড", এম, শলোকভ রচিত "কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন।" (বাংলা রূপান্তর "ধীরে বহে ডন") এবং "ভার্জিন সয়েল আপটার্নড" ইত্যাদি। সবগুলিই আপন আপন ভাবসমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে দৃষ্টান্তসূচক। সোভিয়েত সাহিত্য সুস্পষ্টরূপে বিরোধিতা করে নতুন শিল্পের, যেগুলি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের আড়ম্বরসর্বস্ব ভাবকল্পনায় শিল্পজগতকে রূপ দিতে চায় এবং প্রকাশ করতে চায় কোনরকম আদর্শগত বিষয়বস্তু ছাড়াই মুমূর্ষু পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ অনৈতিক ও অবক্ষয়সর্বস্ব শিল্পকলার।

সোভিয়েত সাহিত্যের অগ্রগতির সমস্ত ইতিহাস ছিল এর সাম্যবাদী আদর্শগত বিষয়বস্তুর উন্নতি ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং সেই প্রাণবস্তুই আজ প্রতিষ্ঠিত আপন ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নিষ্পত্তিকারক বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

এই কিছু বছরে সোভিয়েত সাহিত্যের যে দৃষ্টান্তগুলি উপস্থিত হয়েছে তা দেখায় শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের আরো উন্নতি এবং গভীরতা। এই অগ্রগতি ছাপ ফেলেছে বেশ কিছু সৃষ্টিকর্মের মধ্যে—যেমন. এম. বাবেনভ সৃষ্ট "হোয়াইট বার্চ", পি, পাভলেঙ্কো রচিত

"হ্যাপিনেস", ভি, পানোভা কৃত "কেলো ট্রাভেলার্স", বি, পোলেভয় রচিত "দি স্টোরি অফ এ রিয়্যাল ম্যান", এস বাবায়েভস্কি সৃষ্ট "ক্যাভালিয়র অফ দি গোল্ড ষ্টার", নেদোগানভ বিরচিত "ফ্ল্যাগ ওভার এ ভিলেজ সোভিয়েত", ই, কাগাকেভিচ্ সৃষ্ট "স্টার" ইত্যাদি।

সাম্যবাদী আদর্শ-ই হচ্ছে মূল এবং মূল্যবান গুণ, যা সেভিয়েত শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই আদর্শ-ই সোভিয়েত শিল্পকলাকে মহীয়ান করে শিল্পজগতের সবচেয়ে উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ হচ্ছে তেমনই একগুণ যা নন্দনতত্ত্বের এবং শিল্প সমালোচনার যাবতীয় সম্ভাব্য বিকাশের ক্ষেত্রে সব দিক থেকে সাহায্য করে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পকলায় সর্ব্বোচ্চ আদর্শগত বিষয়বস্তুর উৎস হচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশেষ সামাজিক জীবন কাঠামো। সোভিয়েত জনগণের সৃষ্ট সোভিয়েত সমাজ হচ্ছে আদর্শগত বিষয়বস্তুতে পূর্ণ বিশাল এক আধার। সোভিয়েত মানবের শ্রম হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত এবং ধনশক্তিতে ভরপুর এবং তা সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত ও দিশাযুক্ত। সোভিয়েত রাষ্ট্রের এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিটি পদক্ষেপ অন্তর্গত রয়েছে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের বিশাল মহত্বপূর্ণ দায়িত্বের গতি। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যেকার তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, নতুন এবং পুরোনর তীব্র টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মৃতপ্রায় সমাজ এবং নবজাতক সমাজের ইতিহাস সৃষ্ট সন্ধি পর্বে। বিশ্ব ঐতিহাসিক এই সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত বুর্জোয়া ধূসরতাবাদ (obscurantism)-য়ের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী আদর্শের সংগ্রামদীপ্ত রূপটি। অতীতের কোন রূপ বা সমাজ এ ঘটনার সংগে পরিচিতি ছিল না এবং জানার চর্চায়ও ছিল না কী পরিমাণ আলোড়নে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত সমাজ আজ আদর্শগত জীবনবোধের উপলব্ধিতে স্পন্দমান।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় সমৃদ্ধ শিল্পকলার মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য কি? প্রথমত, সোভিয়েত শিল্পী নিজের সৃষ্টিকর্মকে দেখেন সমাজকে সাম্যবাদী

রূপান্তরণের সংগ্রামে একটি হাতিয়ার হিসাবে এবং তাঁর সক্রিয় অংশ-গ্রহণটি হচ্ছে মানুষের জীবনকে যথার্থ মানবিক ও আনন্দপূর্ণ করে তোলার কর্মযজ্ঞে। এজন্য তাঁর সৃষ্ট শিল্পে শুধুমাত্র বাস্তব সত্যের প্রতিফলনই তাঁর উদ্দীপনার ভিত্তি নয় উপরন্তু, তার সেথায় কীভাবে বাঁচতে হয়, কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়—তা ধারণা দেয় জনগণের চিন্তায় এবং সচেতনতায় উপস্থিত একটি সুনির্দিষ্ট দিশার। এ সমস্ত কিছু মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে সাম্যবাদী নৈতিকতার আদর্শে ও প্রাণশক্তিতে। স্বাভাবিকভাবেই যে সৃষ্টি এমনতর আদর্শগত বিষয়বস্তুকে বিরোধী হিসাবে প্রকাশ করে সে সমস্ত কিছুই সমাজতান্ত্রিক বাস্তব সত্যের শত্রু।

আদর্শগত বিষয়বস্তু আরো বিবেচ্য করে যেন সোভিয়েত শিল্পীর কাজগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সমাজের আদর্শনীয় সুউচ্চ গুণমানগুলি। এটা বেশ পরিচিত যে আমাদের, সোভিয়েত বিপ্লবের মহত্তম সাফল্য হচ্ছে সোভিয়েত জনগণের নবীন ও সতেজ নৈতিকতায় উদ্ভাসিত মুখগুলি। সোভিয়েত ব্যক্তিমাত্রেই সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচিতি হচ্ছে আপন ক্রমঅগ্রসরমান চেতনাগুলি, তাঁর সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিগন্তের বহুদূরব্যাপী বিস্তার গভীর দেশপ্রেম, কাজের মধ্যে সৃজনশীল উদ্দীপনা ও প্রেরণা এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিতে সচেতন বিচারবুদ্ধি।

'অক্টোবর' সাময়িক পত্রের এ বছরের (১৯৪৮) সংখ্যা ৬-য়ে পাসা অ্যাঙ্গোলিনা নামের বহুল পরিচিত মহিলা ট্রাক্টর চালকের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়, শিরোনাম "পিপলস অফ কালেকটিভ ফার্মস"। এ লেখায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয় একটি নতুন ধরণের আধুনিক চাষী, যিনি একেবারেই অপরিচিত পুরোন বিশ্বে। একটি যৌথ-খামারের চাষী জানেন, নতুন প্রযুক্তি কি? পরিচিত তিনি কৃষি-বিজ্ঞানের পক্ষে। স্বভাবতই তাঁর শ্রম হচ্ছে—জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর নতুন পথের খোঁজে একটি সৃজনশীল নিরীক্ষা। সে যথেষ্ট কৌতূহলী শিল্প ও রাজনীতিতে এবং সে উন্মুখ সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষায়। এর অর্থ আদর্শগত বিষয়বস্তুতে

সুস্পষ্টভাবেই পরিচিত পরিপূর্ণ একটি জীবন। সোভিয়েত শিল্পকলার আদর্শ তাই অবশ্যই সোভিয়েত জনগণ এবং সোভিয়েত সমাজজীবনের এই আদর্শের যথাযথ প্রতিফলন হতে হবে।

আদর্শগত বিষয়বস্তু শেষ পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে এভাবে যে শিল্পী মনেপ্রাণে নিবেদিত থাকবে সেই সমস্ত সৃষ্টির কাছে যা বিপ্লবপ্রসূত যে নতুন জনগণ জন্ম নিয়ে চলেছে তাদের চিত্রকল্প গঠনে, নতুন পরিস্থিতি-জাত সংঘাত, নতুন আদর্শ ও নতুন নৈতিকতার প্রতিফলনে—এগুলিই ক্রমশ হয়ে উঠছে কোটি কোটি মানুষের নয়া আহুত সম্পদ। এ পথেই নতুন যে সোভিয়েত শিল্পকলা তা আবির্ভূত হয়ে পরিপুষ্ট হতে চলেছে।

একটি যথার্থ নতুন প্রথার প্রবর্তক হিসাবে শিল্পের ক্ষেত্রে যে চর্চা আজ উপস্থিত, তা সামাজিক জীবনের নতুন বিষয়বস্তুকে একটি সর্বোচ্চ সংবদ্ধ এবং সামগ্রিক প্রকাশ দিতে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পদ্ধতি যত পরিশীলিত হবে কাজের আদর্শ হিসাবে তত আকর্ষণের বিষয় হবে এবং জনগণের মধ্যে ততটাই গ্রহণীয় হয়ে তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলবে অবশ্যই এ পদ্ধতি স্ব-সর্বস্ব নয়, বিপরীতে, একান্তভাবে নির্ভর-শীল বিষয়বস্তুর প্রকাশ বিষয়ে উদ্দেশ্যের উপর এবং কাজের আদর্শের উপর। একারণেই শিল্পকলার আদর্শগত বিষয় সে ধরণেরই নির্ভরশীলতায় বিচার্য যাতে ভাবআঙ্গিক বিষয়বস্তু এবং কাজের সমস্ত আচরণীয় উপাদান —বিষয়ের গঠন, নকশা, ছন্দ, রঙ শব্দ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই রূপকে যথাযথ ভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে উপস্থিত করার আদর্শে সরাসরি প্রস্তাবিত হবে অর্থাৎ সত্য ও বাস্তবকে যথার্থরূপে প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে সেগুলি উপস্থিত। সোভিয়েত শিল্পীর মতাদর্শ তাই সীমায়িত নয় ভাল এবং বাস্তবসম্মত জ্ঞানে নিজের কাজের বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই। একজন চিত্রকর তাঁর ছবির মধ্যে চিত্রায়িত করতেই পারেন শিল্প অঞ্চলের (Industrial) প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে, যেগুলি বলা যায় সোভিয়েত ভূমির অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু, তাঁর সৃষ্টি আমাদের যথার্থ উপলব্ধিতে নাও নিয়ে যেতে পারে,

যদি তা নিতান্তই হয়ে ওঠে কারখানার ফটোচিত্র মাত্র অথবা গুচ্ছের কারখানার পরিসংখ্যান মূলক বর্ণনা। একই সময়ে তা আবার সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে যদি তা আমাদের উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয় আমাদের দেশের শিল্পশক্তির অবদানটিকে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমের আধুনিকতম কাব্যরূপটিকে।

ব্যবহারবাদ বা আচারবাদ ও প্রকৃতিবাদ আমাদের আদর্শগত বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রথম ক্ষেত্রে আঙ্গিক-ই সবকিছু, আচারটাই যথাসর্বস্ব—ভাব বা বিষয়ের কোন মূল্যই সেখানে মানা হয় না। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বলা যায় তা-ও মর্মবস্তুতে প্রথমটিরই সহযোগী। এর উদ্দেশ্য বিষয়ভাব ছাড়াই নগ্ন বাস্তবের শুধুমাত্র প্রতিলিপি গঠন—কোনরকম ভাব বা চেতনা ছাড়া অর্থাৎ শিল্পীর উপলব্ধির সংযোগ ছাড়া-ই শিল্পীর দৃষ্টিগোচর যা হবে তাকেই নির্বিচারে পরিবেশন। এর মধ্যে মিশে থাকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা সঙ্গত ও অসঙ্গতের মধ্যে বিচার্য বিষয়ে শিল্পীর অক্ষমতা, মিশে থাকে স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয় থেকে ব্যতিক্রম বা আকস্মিক বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ বিচারে শিল্পীর অপারগতা। প্রকৃতিবাদীরা যেটুকু আয়ত্ত করতে সক্ষম তা হচ্ছে বস্তুর বহিরাঙ্গের সাদৃশ্য সর্বস্ব একটি প্রতিরূপ গঠন। তারা সম্পূর্ণভাবেই অক্ষম সত্য বা ঘটনার মর্মবস্তুটিকে বা প্রাণ-সত্তাটিকে বুঝে উঠতে এবং উন্নতভাব বা আদর্শকে দীপ্ত করে তুলতে। এজন্যেই এমন কী সবচেয়ে "যথাযথ" প্রতিরূপটিও উপস্থিত হয় শূন্যভাব নিয়ে এবং আঙ্গিক সর্বস্বতায়, প্রকৃত বিষয়বস্তুর ফসিল আকারে। আর এজন্যেই বলা চলে যে প্রকৃতিবাদ ও আঙ্গিক সর্বস্বতায় ব্যবহারবাদ বা আচারবাদের মতই উপস্থিত করে যে কোন ভাববিষয়ের শূন্যতা।

উপরে যা বলা হল তা সুস্পষ্ট করে কেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পে একটি নিস্পত্তিসূচক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান এর আদর্শগত বিষয়বস্তুটি।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মতাদর্শগত ও দর্শনগত ভিত্তি দিয়ে সোভিয়েত শিল্পকে এমন এক শক্তিতে সম্পদশালী করেছে ফলত তা শুধুমাত্র বর্তমান বাস্তব সত্যকেই চিহ্নিত করে তা নয় উপরন্তু, ভবিষ্যতকেও বুঝে নিতে

সক্ষম এবং জীবনের অগ্রসরমানতা ও অবিরত রূপান্তরগুলির উপরেও নিরীক্ষায় সমর্থ। সোভিয়েত সমাজে নবীন সতেজতা ক্রমাগত আবির্ভূত হয়ে চলেছে এবং আজ যা ঘটছে তাই আবার সংগঠিত করে চলেছে সোভিয়েত জনগণের বৈষয়িক ও নৈতিক শক্তিগুলিকে আরো উন্নত ও মহান যাত্রাপথের ক্ষেত্রটিকে। সোভিয়েত মানবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রটিকে তৈরী করা এবং ক্রমাগত আস্থা রাখা নতুন সমস্যাগুলিকে আয়ত্তাধীন করার মধ্যে। এটা কিন্তু পুরোণ ধরণের পরিচিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে আশাবাদ নয় বরং সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস ও বোঝাপড়া—এটা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট আদর্শগুলির স্পষ্ট উপলব্ধি এবং সেগুলির জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

অল ইউনিয়ন কংগ্রেস অফ দি রাইটার্স-য়ের প্রথম সম্মেলনে কমঃ ঝাণভ জানান :

দৃঢ় বস্তুবাদী দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে বলেই আমাদের সাহিত্যে কল্পনাবাদ বিজাতীয় হতে পারে না বরং তাতে রয়েছে নতুন ধরণের এক কল্পশক্তি —বিপ্লবী কল্পনাবাদ। আমরা বলি যে সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার ভিত্তি ও পদ্ধতি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। কিন্তু এটা হচ্ছে পূর্বধারণা যে সাহিত্য সৃষ্টিতে অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই অবশ্য মিশে থাকবে বিপ্লবী কল্পনাবাদ কারণ আমাদের পার্টির সমস্ত প্রাণসত্তাটি এবং মেহনতি শ্রেণীর সমগ্র জীবন ও জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তাঁর সংগ্রাম তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে ব্যাপক পরিসরে এবং মহান এক বীরত্বপূর্ণতায়, তাঁর সুকঠিন ও সবচেয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে।"

যত স্পষ্ট বোধগম্য উপলব্ধিতে শিল্পী চারপাশের পৃথিবীকে চিত্ররূপ দেবেন, তত গভীর ও সংবদ্ধরূপে তিনি দেখাবেন চলমান আন্দোলনের সত্যতাকে এবং ক্রমবিবর্তনটিকে আপন প্রকৃতি সর্বস্বতায়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি চর্চায় সোভিয়েত সামাজিক জীবনকে যে শিল্পী সুস্পষ্ট রেখায় আঁকতে চাইবেন তিনি নিজেকে এমন এক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত

দেখবেন যেখান থেকে ভবিষ্যত তার দৃষ্টিগোচরে—শুধু তাই নয়, এ চর্চা তাঁর সামনে দিগন্তের সীমানাকে মহান বিশালত্বে উন্মীলিত করে দেবে এবং তাঁকে পারঙ্গম করে তুলবে নতুনত্বের আবিষ্কারে—তাঁর অঙ্কুরিত স্পন্দ্যমান মানসমুকুলে যা উপস্থিত এবং পুষ্ট হবার অপেক্ষায় এবং যা ভবিষ্যতের বার্তা বহনকারী। ফলত, তিনি নিজেই ক্রমশ ভবিষ্যতের জন্য সক্রিয় সংগ্রামে হয়ে উঠবেন প্রেরণাদীপ্ত।

কল্পনাবাদের কিছু প্রবক্তারা নিজেদের পক্ষে যা দাবী করেন সত্য ও বাস্তবের 'সুশোভিতকরণ' (embellishment) বলে তেমন কোন কিছুর সঙ্গে কিন্তু এসবের কোন মিল খোঁজার চেষ্টা অবান্তর। সোভিয়েত সত্য ও বাস্তব এবং সোভিয়েত মানুষ এমন কোন দাবীর প্রয়োজন মনে করে না। সোভিয়েত শিল্পের বিপ্লবী কল্পনাবাদের অর্থ হচ্ছে সত্য ও বাস্তবের এমন ধারণা যা বীরত্বপূর্ণ উপস্থিতির সীমারেখার মধ্যেই নির্দেশ করে একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যতের এবং উজ্জ্বলতর দিকটির। ফলত, সেই ভবিষ্যতটির জন্য সংগ্রামে তা প্রেরণাশক্তি ও উদ্দীপনা যোগায়।

সোভিয়েত লেখকদের প্রতি গোর্কি বলেছিলেন যে সত্য ও বাস্তবকে ব্যাপকভাবে একাত্ম করার প্রয়োজন একে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য বিশেষ করে এর "গভীরতম তলদেশে পৌঁছবার জন্য এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রাণময় যোগসূত্রের যাদুকাঠিটিকে ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার জন্য। তিনি দাবী করেন যে লেখক মাত্রেই 'তিনটি সত্য' জানা দরকার —অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। এই দৃষ্টিভঙ্গীগত অবস্থান থেকে গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উৎসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বিপ্লবী-কল্পনা-বাদের মহান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিকে। গোর্কির শিক্ষা, লেখক মাত্রেই মানুষকে এগিয়ে দেবার কাজে ব্যাপৃত হবে, সোভিয়েত সমাজের জন্য একটি অধিকতর মহান ভবিষ্যতের ছবি সুস্পষ্ট করে উপস্থিত করবে, যাতে সোভিয়েত জনগণ বাস্তব সাফল্যের সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে আস্থা রাখতে পারে নিজেদের ব্রতসাধন কল্পে।

সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞান একইভাবে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবে অতীতের যাবতীয় শিল্পকলার তুলনায় এর বিপ্লবী বাস্তব প্রকৃতিটিকে চিহ্নিত করে। একজন সোভিয়েত শিল্পী সাম্যবাদের জন্য মানুষের সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেবে এবং আশা করা হয় মানুষের সচেতন বোধে শিল্পমাধ্যমের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল হবে সাম্যবাদী নৈতিকতায় ও উদ্দীপনায় তাদের শিক্ষিত করে তুলতে, স্পন্দনশীল করে তুলতে উজ্জ্বল সোভিয়েত দেশপ্রেমের আদর্শবোধে। কমরেড স্তালিন সোভিয়েত লেখকদের এই আখ্যা দিয়েছেন যে তাঁরা হচ্ছেন মানবিক চেতনার বাস্তুকার (Engineer)। প্রথম অল ইউনিয়ন কংগ্রেস-য়ে সোভিয়েত লেখকদের ইউনিয়ন একটি সংবিধি (statutes) গঠন করে যাতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যথাযথ ঐতিহাসিক এবং ঘটনা বা সত্যের সুদৃঢ় প্রতিরূপ ইত্যাদির সামঞ্জস্যতায় সাম্যবাদের উদ্দীপ্ত আদর্শে মেহনতি মানুষের শিক্ষা এবং আদর্শগত মূল্য-বোধের গঠনমূলক দায়িত্ব হিসাবে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পের এই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে শিল্পকলার নতুন ধারা বহিয়ে দিয়েছে। আমাদের এ দেশে শিল্প-মানব প্রয়োজনের একটা অংশ হিসাবে উপস্থিত (বিনোদনের বৈঠকী আড্ডার বিষয় হিসাবে নয় অনুবাদক ' —সমগ্র জনগণের নতুন এক আনন্দপূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের একটি হাতিয়ার-স্বরূপ। পৃথিবীর যাবৎ প্রথম সারির শিল্পীরা স্বপ্ন দেখেন একটা তেমন সময়ের যখন শিল্প-মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরণেরই একটি মহান সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ গল্প বা উপন্যাসের নায়ক বাস্তবের অংশ হিসাবে আকর্ষণের বস্তু হবে — অনুবাদক)। এমত সময়কাল আজ এখানে উপস্থিত। শিল্পীরা আর একাকী পৃথিবীর বা আপন ভাব-জগতের বাসিন্দা নন, তাঁরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ কারণ মানুষ তাঁদের উপলব্ধি এবং সৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় উন্মুখ। একই সঙ্গে তারা তাঁদের কাজের প্রেরণাও। সত্য ও বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলন ঘটায় এমন

শিল্পীর সৃষ্টি যথার্থই জীবনের পাঠ্য পুস্তক (জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ – অনুবাদক)।

স্বভাবতই একজন শিল্পীর জন্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাবে উপস্থিত করে একটি সংগ্রামী চেতনা যা মানুষের অভ্যাসের মধ্যে পুরোনো কায়েমী স্বার্থবাহী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধতায় তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পুঁজিবাদী জন্মদাগ কলঙ্কিত মানসিকতাকে পেরিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে সামাজিক জীবনের দিকে।

সেকারণেই আমাদের নন্দনবিজ্ঞান অবশ্যই দেখাবে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা চর্চার ভিত্তি কত গভীর, যথাযথ এবং ঘটনার সুস্পষ্ট উপলব্ধিজাত চিত্রিতকরণের মধ্যে স্থিত : এরই মধ্যে রয়েছে কম্যুনিষ্ট মতাদর্শগত ও সমর্থনসূচক অবস্থান আপন বিপ্লবী অগ্রপদক্ষেপের পথে—নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার পথে শিল্পের সক্রিয় অংশগ্রহণের দায় মেনে সেগুলির বিশ্লেষণে। এ আদর্শে অবশ্যই প্রয়োজন সাম্যবাদের মহান সংকল্পে সোভিয়েত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুস্পষ্ট উপলব্ধিতে যাবতীয় অস্পষ্টতা ও সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার প্রতি সংগ্রামী মনোভাব।

* * *

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি, যা একে দিয়েছে নতুন চারিত্রিক মহিমা, তা হচ্ছে সামাজিক জীবনের রূপকার হিসাবে ছড়িয়ে পড়া সামাজিক শ্রম। একজন সম্পূর্ণ বিবেচনা সহকারে বলতে পারেন যে পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প ইতিহাসের মধ্যে এই-ই প্রথম মানবীয় শ্রম নায়ক হিসাবে উপস্থিত শিল্প সৃজন কর্মে। এবং এটাই খুব স্বাভাবিক, সোভিয়েত দেশের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় মুক্ত হাজারে হাজারে মানুষের সৃজনী শ্রম জীবনের জন্য স্বাধীন দায়িত্বে উপস্থিত। এরই প্রতিফলন হিসাবে মানুষের এই বিশেষ শ্রম ও মানবিক বোধে এই নতুন মুক্ত শ্রমের উপলব্ধির প্রতিক্রিয়া মানুষের নৈতিক মূল্যবোধে এবং মানুষের সমস্ত বৈষয়িক ও আদর্শগত অস্তিত্বে আজ

উপস্থিত। তাই তা সোভিয়েত শিল্পের উপাদানগুলির মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবেও উপস্থিত।

সোভিয়েত শিল্পের এই নতুন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য গোর্কির দ্বারা প্রথম সবচেয়ে শক্তিশালী রূপে চিহ্নিত হয়, যখন তিনি দাবী করেন লেখক-দের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা। গোর্কি তীক্ষ্ণভাবে সেই সমস্ত কর্মীদের নিন্দা করেছেন যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে সংস্কৃতির ইতিহাসকে দেখতে চান সেই ধরণের মানুষজনের অনুকরণে—

"যাঁরা শতাব্দীব্যাপী অন্যের শ্রমে বাঁচার ব্যবস্থা কায়েম রেখে অভ্যস্ত এবং যাঁরা বস্তুগত অর্থেই বুঝে উঠতে অপারগ সর্ব-বিজয়সম্পন্ন শক্তিকে, শ্রমশক্তিকে।"

তিনি জানান "কিন্তু আমাদের দেশে খুবই সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে এ সত্য বোঝার অনুকূল অবস্থা বিশেষ এই কারণে যে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ জুড়ে মানব-শ্রম যা যা সম্ভব করে তুলছে তা হচ্ছে রূপকথার স্বপ্ন হেন এবং অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক (সাহিত্য সমালোচনী প্রবন্ধসমূহ, পৃঃ—৬৬৭, ১৯৩৭)।

পুরোন সমাজের মেহনতি মানুষের কাছে শ্রম ছিল অভিশপ্ত, একটি কঠিন বাধ্যবাধকতা। কিছু লেখক—উদাহরণস্বরূপ জোলা তাঁর 'জার্মিনাল' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন মানুষের শারীরিক শ্রমের তা প্রধানত মানুষের উপর তার বিকৃত প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ লিও তলস্তয়ের বই 'আনা কারেনিনা'-য় আমরা কিছু অধ্যায় পাই, যার মধ্যে দৃঢ় উজ্জ্বলতায় চিত্রিত শ্রম-চেহারা বর্তমান তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরগাছা-বৃত্তির বৈপরীত্যে। কিন্তু তলস্তয় আদর্শনীয় করে দেখিয়েছেন পারিবারিক বা গোষ্ঠী—কৃষকের শ্রমকে আপন ধর্মীয় নৈতিকতা ও দর্শনের উপযোগী করে। মহান প্রলেতারিয় লেখক গোর্কি কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন উপাদানে শ্রমকে চিত্রিত করেছেন। এমন কি গোর্কি বাধ্যতামূলক শ্রমের মধ্যে-ও সৌন্দর্যের উপাদান দেখতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে আদর্শনীয় করে তোলেননি—বিপরীতে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি দেখান যে বাধ্যতামূলক

শ্রম সৌন্দর্য ও আনন্দকে (শ্রম-তৃপ্তি —অনুবাদক) হত্যা করে, যা কিনা মুক্ত সৃষ্টিশীল শ্রম সক্ষম মানুষের সামনে উপস্থিত করতে।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চূর্ণ করেছে শ্রম-দাসত্বের শৃঙ্খল এবং মুক্ত করেছে মানবশ্রম-কে। ইতিহাসে প্রথমবার কোটি কোটি মানুষ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। এই উপলব্ধিতে যে নিজেদের জন্যই তারা ঘাম ঝরাচ্ছে—এই সত্যের জ্ঞানে যে তারা কাজ করছে আপন মানুষজনের জন্য। আমাদের দেশে শ্রম প্রতিষ্ঠিত সম্মান জনক এক বিষয় হিসাবে, গৌরবের এক বিষয় হিসাবে, শৌর্য এবং বীরত্বের এক বিষয় হিসাবে :

মানুষ এবং তার শ্রমের মধ্যেকার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আমাদের সমাজে শ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। বৈশিষ্ট্যটি নিহিত রয়েছে এই সত্যে যে সোভিয়েত দেশের শ্রম ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সৃজনমূলক শক্তিতে। পুঁজিবাদী সমাজে জীবন এবং শ্রম খাটুনি হচ্ছে ধরে নেওয়া সংজ্ঞা সর্বস্ব ধারণা মাত্র। সোভিয়েত সমাজে শ্রম-ই হচ্ছে মানুষের জীবন।

অস্ট্রেলিয়ান জার্ণালিষ্ট এ, ম্যাণ্ডর একটি বই লিখেছেন "ফ্রম সিক্স ইন দি ইভিনিং টু মিডনাইট" নামে। বইটিতে তিনি বর্ণনা করেছেন সেখানকার মানুষের জীবন সম্পর্কে। জানিয়েছেন কীভাবে তারা অবসর যাপন করেন ইত্যাদি। বইটির নির্দিষ্ট নামটি প্রতীকী অর্থেই ব্যবহৃত। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একটি মানুষের জীবন (সুস্পষ্ট রূপেই সাধারণ জনগণ) শুরু হয় সন্ধ্যে ছটার পর থেকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তার জীবন জীবন-ই নয়। শুধুমাত্র কঠোর খাটুনি।

লেখক লিখেছেন "আমাদের মধ্যেকার বেশির ভাগ জনই কাজের মধ্যে অতিবাহিত করেন সমস্ত দিন শুধুমাত্রই অস্তিত্ব রক্ষার্থে নিজেদের বেঁচে থাকবার রসদ যোগাড়ে আয়ের জন্য.....আধুনিক দৈনন্দিন যাপনের চাপে মানুষের বেশির ভাগ অংশের কাছে শ্রম.....উদ্দেশ্যহীন, এমন কি অযৌক্তিক হাস্যকর হিসাবে উপস্থিত। সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁরা

কাজ করেন শুধুমাত্র মজুরীর জন্য অথবা টাকার পরিমাপে অন্য ধরণে কিছু পুরস্কারের আশায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই কি এইভাবে শুধুমাত্র কাজের মূল্যায়ন করেন? এঁদের মধ্যে অনেকেই কি রাজী হবেন এই ভাবে কাজ করতে যদি তাঁরা কোনভাবে শয়ে হাজারে পাউণ্ড স্টারলিং পেয়ে যান? কাজগুলি কিছু পরিমানে অর্থ পায় বা ব্যাখ্যাযোগ্য হয় কিছু পরিমাণে অন্ততঃ শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এবং যাঁরা কাজ করেন "সামনের জন্য।" আর এরকমটাই ঠিক রাশিয়ায় দেখা যায়, সেখানে লাখো কোটি মানুষ স্পষ্ট উপলব্ধিতে ভরপুর যে তাঁদের শ্রম একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত নতুন এক পৃথিবী গড়ে তোলার পথে সরাসরি সমবেত প্রচেষ্টার একটি অংশ হিসাবে অংশগ্রহণের মধ্যে।"

ম্যাণ্ডর পরিশেষে মন্তব্য করছেন: পুঁজিবাদী সমাজ বাস্তবতায় মানুষের জীবন শুরু হয় কাজ শেষ হবার পরে। এমন কি, তিনি এও দেখান যে সেই জীবন-ও কি পরিমান স্বল্পায়ু এবং দুর্দশাগ্রস্থ ও গ্লানিময়। অথচ তিনি সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করেছেন নতুন বিষয় যা সোভিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্য। এখানে শ্রম হয়ে উঠেছে মানুষের জীবন।

প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাকার গোর্কির কাজের মধ্যে শ্রম-মুক্তির উদ্দেশ্যে শ্রম এবং সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর সৃষ্টির উৎস এবং প্রেরণা হিসাবে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সোভিয়েত সাহিত্য স্বাধীন জনগণের মুক্ত শ্রমের জয়গানে মুখর এবং সেগুলি উপস্থিত করেছে শ্রম-নায়কদের বেশ কিছু সুস্পষ্ট উদাহরণ। এবং গ্লাডকভ-য়ের 'সিমেণ্ট' বলা চলে প্রথম সৃষ্টি যার মধ্যে সোভিয়েত শিল্পের নতুন বৈশিষ্ট্যটি শুরু করেছে আপন রূপায়ণের উদাহরণ। এছাড়া এম. শাগিনিন কৃত "হাইড্রো সেণ্ট্রাল", জে. ইলিন কৃত "গ্রেট কনভেয়র", কাতায়েভ রচিত "ফরওয়ার্ড, ও টাইম", ই কিরসভ দ্বারা "ট্যাঙ্কার ডারবেণ্ট" ইত্যাদি ধরণের কাজগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি লালসুতোর মতন উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত।

যুদ্ধ পরবর্তী বেশ কিছু কাজ আমাদের সামনে এসেছে, সেখানে মেহনতিদের শ্রমের সৃজনবৈশিষ্ট্য, যৌথ খামারের কৃষকদের এবং সোভিয়েত

বুদ্ধিজীবীদের কাজের সৃষ্টিশীল চরিত্র জাতীয় অর্থনীতির রক্ষাকল্পে এবং তার আরো উন্নতির পক্ষে লাগাতার লড়াইয়ের বর্ণনা বিশাল দক্ষতায় চিত্রিত। পাভলেঙ্কোর "হ্যাপিনেস", পানোভার 'ক্রুঝিলিখা", বাবায়েভস্কির "ক্যাভিলিয়র অফ দি গোল্ড ষ্টার" ইত্যাদির নাম এ প্রসঙ্গে পরপর করা যায়। কাজগুলিতে সোভিয়েত জনগণের বাস্তব শ্রম শুধুমাত্র সাধারণ পটভূমিই তৈরী করেনি তাকে চিত্রিত করতে, উপরন্তু তা হয়েছে একটি বাস্তব শক্তি, যা নিযুক্ত সোভিয়েত সমাজ জীবনকে রূপান্তরণের কাজে। শ্রমকে দেখানো হয়েছে সোভিয়েত জনগণের বাস্তব সৃজন-কর্মের একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে, যা সুনির্দিষ্টভাবেই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটিকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে মানুষটিকেই রূপান্তরিত করে তোলে। পরিবর্তিত হয় বিশ্ববোধ এবং ব্যক্তির সঙ্গে জনগণের অন্যান্য অংশের এবং সমষ্টির সম্পর্কগুলি-ও।

খুবই আপশোষের বিষয় এই যে শ্রম এবং শ্রম-নিযুক্ত মানুষ আমাদের চিত্রকলায় নিয়োজিত কর্মীদের অল্প কাজের মধ্যেই দেখা যায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে বহুল পরিমানে বর্ণনাত্মক পরিবেশনের উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে সোভিয়েত মেহনতিরা তাঁদের শ্রম বীরত্বের উদাহরণে, সমাজতন্ত্র গঠণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, যৌথ খামারে নিযুক্ত কৃষকদের কর্মব্যস্ততার উদাহরণে এবং বুদ্ধিজীবীদের উদ্দীপনার দ্বারা নানান উপাদানের যোগান দিয়ে চলেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও চিত্রিত ক্যান্বিসের প্রদর্শনগুলিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শ্রমের আনন্দ ও আকাংখায় পূর্ণ চিত্র বর্ণনার যথার্থ আবেদনমুখর দৃষ্টান্তের খুবই অভাব। খুব বেশিদিন হয়নি এ, কুপ্রিন-য়ের শিল্প দৃষ্টান্ত-গুলি প্রদর্শনের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা অবশ্যই সেই চিত্রকারের প্রতি সুবিচার করব। তিনি হচ্ছেন তেমন কিছুজনের মধ্যে একজন, যাঁরা আমাদের দেশের শিল্পাঞ্চল নিসর্গের চিত্র বর্ণনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। আপশোষের বিষয় যে তাঁর চিত্রগুলি একটি গভীর খামতি-তে অসম্পূর্ণ। এগুলি উদ্দীপ্ত ও আবেদন মুখর হয়নি ভাবে,

উপলব্ধিতে—এগুলিই নিতান্তই অনুকরণ মূলক বা কটোকপি মাত্র।

সোভিয়েত শিল্পের একটি ভিত্তি বিষয় হচ্ছে শ্রম-রূপান্তরণের বাস্তবতা। একটু বিশদ করে বলা যায় তা কোন একক (ব্যক্তিগত) শ্রমের বিষয় সর্বস্বতায় নয় বরং লক্ষকোটি মানুষের প্রাসঙ্গিকতায়—যাকে সংগঠিত করা হয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে। কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির মধ্যে দিয়ে যাকে সম্পূর্ণ একটি এককে পরিণত করা হয়েছে অতীতের মূল্যবোধ জনিত ধারণা ও বহু বিচ্ছিন্ন উপলব্ধির বৈপ্লবিক রূপান্তরণের মাধ্যমে। বিষয়, সক্রিয় মানুষগুলি, নাটকীয় সংঘাত ইত্যাদি আমাদের শিল্পের বৈচিত্র্যময়তা পুরোন শিল্পের তুলনায় সম্পূর্ণই আলাদা, বিষয় এবং ঘটনাগুলি শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে ছাড়িয়ে এসেছে পুরোন সাহিত্যের বেশির ভাগ দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যে ধরণের বিশেষায়িত পারিবারিক পটে কল্পনা উচ্ছাসের বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ কাঠামোগত ধরণ স্বাভাবিক ছিল তা ছাড়িয়ে। সেগুলি পেয়েছে আলাদা ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্ন পরিসর। যে বিষয় ও ঘটনাগুলি আজ চিত্রিত তা সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে মহান সামাজিক জীবনচর্চায়, যার মধ্যে সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণ, তাদের সংগ্রাম, সংঘাত, দ্বন্দ্ব এবং পুরোন ধরণের শোষণ-সর্বস্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ও বৈপ্লবিক রূপান্তরণের জন্য যে বিশ্ব ঐতিহাসিক আলোড়ন তার যথার্থ প্রতিফলনে এবং অগ্রপদক্ষেপের বিষয়ে, যা দিশাযুক্ত হয়েছে নতুন সাম্যবাদী বিশ্বসৃষ্টির মহান কাজে।

এই অর্থে সোভিয়েত শিল্প যথার্থই নতুন প্রথার প্রবর্তক এবং সোভিয়েত নন্দনতত্ত্ব ও আদর্শের ক্ষেত্রে রয়েছে কাজের জন্য একটি বিশাল প্রান্তর।

* * *

সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রশ্নে। অপেরা 'গ্রেট ফ্রেণ্ডশিপ' বিষয়ে বা সাহিত্য ও শিল্পের প্রাসঙ্গিকতায় আরো অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি যা CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটি

গ্রহণ করেছে তার মধ্যে শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সমস্ত ধরণের শিল্পকর্মের পূর্বাপর বিচারে কম্যুনিষ্ট পার্টি বক্তব্য শুরু করেছে এই অবসর থেকেই যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার প্রকৃতি হবে জনপ্রিয়। পার্টি ব্যবহারবাদ থেকে শিল্পক্ষেত্রে উপস্থিত যাবতীয় পুঁজিবাদী অবক্ষয়জনিত আঙ্গিকসর্বস্বতাকে বিশেষভাবে নিন্দা জানায় সেগুলির জনপ্রিয়তা-বিরোধী দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্যের জন্য—কারণ সেগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তুতে যেমন মানুষের ক্ষতিকারক তেমনই দুর্বোধ্য ও অপরিচিত আঙ্গিক জটিলতা নিয়ে মানুষের সামনে ভয়ংকর।

একইভাবে, সোভিয়েত মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প আলোচনার জনপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে সমালোচনা অবশ্যই মহান রুশী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমালোচনীয় ধারণাগুলিকে ব্যবহার করবে এবং তার ধারাকে উন্নত করবে।

চেরনিশেভস্কি শিল্পের জনপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন :

তিনি জানান : "সত্যি কথা কি সাহিত্যকে জনপ্রিয়করার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রভাব কীসের দ্বারা সীমায়িত ? (১) সাহিত্যের যে কোন বিষয়ে যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া হয় তার তুলনায় জাতীয় জীবনে একই বিষয়ের উপর কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয় তার উপর—আর এজন্যেই সাহিত্য নিজেকে প্রধানত ততটাই অধীশ্বর করে তুলতে পারে যতটা সে দেশীয় জীবনের সাথে পরিচিত হতে পারে। (২) শিল্পের সমস্ত সৃষ্টিগুলিরই আঙ্গিককে অবশ্যই দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী হতে হবে।" কালেকেড ওয়ার্কস, ভল্যুম-৩, পৃঃ ৬৫৫, ১৯৪৭)।

এই বিবেচনা যথার্থই শিল্পের জনপ্রিয়তা বিষয়ক বৈশিষ্ট্যটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে—বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তার প্রকৃতি এবং আঙ্গিকের জনপ্রিয়তার প্রকৃতিটিকে। বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তার প্রকৃতির সঙ্গে তুলনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গুরুত্ব দেবার পরিমাণ—এইটিই শিল্পীর

একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া দরকার মানুষের জন্য এবং তাঁর জাতীয় স্বার্থের জন্য। কিন্তু এইই সব নয়। এছাড়াও শিল্প পরিবেশনার যে ভঙ্গী তাকেও জনপ্রিয় ধরণে হতে হবে অর্থাৎ, মানুষের কাছে তা বোধগম্য ও বাস্তবসম্মত হতে হবে যাতে কিনা বাস্তবের গভীরতম ও সম্পূর্ণ রূপ হিসাবে তাকে উপলব্ধ করতে সুবিধা হয়।

এ জন্যে মহান রুশীয়ান সমালোচনী তার বাস্তববাদী এবং শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি বিষয়ক বিবেচনাগুলিকে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত মনে করে। তা জানে শিল্পের জনপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্যটি দাবী করে শিল্প বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন। বেলিনেস্কি, দ্রত্রোলুবভ, ও চেরনিশেভস্কির ধারণায় শিল্প বাস্তবতা আজকের দিনে সবচেয়ে বিতর্কিত ও জলন্ত প্রশ্নে সমস্ত ধরণের বিমূর্ত মতাদর্শগুলিরই বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে। এই ধরণের সমস্ত আমদানি করা ধারণাগুলিই হচ্ছে এই জলন্ত প্রশ্নের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং অস্পষ্টতা ও ধুসরতার আড়ালে আশ্রয় নেবার প্রচেষ্টা—মানুষের জীবনবোধ এবং বাস্তবস্বার্থকে ভুলে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

আজ বিশেষ করেই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বাস্তববাদ এবং জনপ্রিয়তার প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কটিকে যথাযোগ্য বিবেচ্য করা উচিত। এটাই চারের-দশক থেকে ছ'য়ের দশকের মহান রুশী সমালোচকেরা দৃঢ়ভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে উন্মুক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ অত্যাধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পের মধ্যে—যার ক্ষতিকর প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে আমরা সাফাইকারীর ভূমিকা নিয়ে সংগ্রামরত—অ-বাস্তববাদ বা বাস্তব বিরুদ্ধতাই হচ্ছে সেগুলির অ জনপ্রিয় এবং অ-গণতান্ত্রিক জীবন বিরোধী রহস্যময় আচরণের নিগূঢ় উৎস।

শিল্পে বাস্তববাদ এবং এর জনপ্রিয় প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক ইতিহাসখ্যাত ফরাসী বিপ্লবী কুর্বে (courbe) সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্যারী কমিউনে অংশগ্রহণকারী এই শিল্পী ঘোষণা করেছিলেন "বাস্তববাদই হচ্ছে গণতান্ত্রিক শিল্প।"

CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি সরাসরি সোভিয়েত

সঙ্গীতে আচারবাদ বা ব্যবহারবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধতা করে এবং ব্যাখ্যা করে শিল্পে অ-জনপ্রিয়, গণতন্ত্রবিরোধী ঝোঁকগুলিই ব্যবহারবাদের বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছে যে ব্যবহারবাদীরা নতুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপলব্ধি করাতে অক্ষম "জনগণের সৃজনমূলক দৃষ্টিগুলির প্রতি শ্রদ্ধা এবং গণতান্ত্রিক সাংগীতিক আঙ্গিকগুলির জন্য আদরনীয় মনোভাব।" CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সমস্ত সিদ্ধান্ত এই মূল আশা নিয়েই উদ্দেশ্যমূলক যে বাস্তববাদী শিল্প ও ব্যাপকহারে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পথেই সে সোভিয়েত সঙ্গীতকে-ও এগিয়ে দিতে চায়, যার মধ্যে জনগণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগত বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ ও একাত্ম হবে আঙ্গিকের সম্পূর্ণ উৎকর্ষতার সঙ্গে, যা গ্রহণযোগ্য আবেদনপূর্ণতায় এবং গণতান্ত্রিক প্রকৃতিতে উজ্জ্বল। শিল্পের জনপ্রিয় প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনায় সোভিয়েত মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকগণ প্রথমেই বলে নিতে বাধ্য হন যে শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতিই হচ্ছে ইতিহাসগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ধারা। অবশ্যই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি পুরোন ধরণের জনপ্রিয়তার প্রকৃতির থেকে আলাদা কিছু—এমন কি সবচেয়ে অগ্রবর্তী শিল্প বৈশিষ্ট্যের থেকেও তা আলাদা কারণ মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়কাল থেকে জনজীবনের বাস্তব অবস্থান সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত। এই নির্দিষ্ট জনগণ আজ এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন এবং 'জনগণ' সম্পর্কে ধারণাও আজ অর্জন করেছে একটি নতুন সামাজিক অর্থ।

শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি প্রসঙ্গে মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকগণ যখন এর সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁরা লেনিন এবং স্তালিনের শিল্প সম্পর্কে বক্তব্যগুলির উপর নির্ভর করেন এবং আস্থা রাখেন CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলির উপর। এ প্রসঙ্গে এগুলিই দেয় স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ দিশা।

ক্লারা জেটকিন-য়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় লেনিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই দৃষ্টান্তসূচক শিক্ষাকে মনে করা যেতে পারে।

"শিল্প হচ্ছে জনগণের সম্পদ। তাই এ অবশ্যই নিজের পথ খুঁজে নেবে ব্যাপক শোষিত জনগণের বিশাল পরিসরব্যাপী জীবন ক্ষেত্রে নিজের শিকড় গভীরতর করে। এই সমস্ত জনগণের বোধগম্য হতেই হবে একে এবং এদের পছন্দের-ও বস্তু হতে হবে। এই সমস্ত জনগণের ইচ্ছা, বোধ এবং উপলব্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে একে অবশ্যই হতে হবে প্রেরণাদায়ী। শিল্পীকে এ অবশ্যই এদের মধ্যে আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং এদের উন্নত করে তুলতে সাহায্য করবে।"

এই কথাগুলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি প্রসঙ্গে মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের সমগ্র কর্মসূচীর অন্তর্বস্তুটিকে।

সোভিয়েত শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি বিষয়ক ধারণায় রয়েছে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিষয়বস্তু। এজন্যেই তা সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয়তার প্রকৃতি সম্পর্কে বলে। এই প্রকৃতি সমাজে সাম্যবাদী পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সংগ্রামে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ সোভিয়েত শিল্প জনগণের ইচ্ছা, বোধ এবং উপলব্ধিকে সংবদ্ধ করে তাদের এগিয়ে দিতে সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্নত স্তরে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যেকার সমস্ত ধরণের পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিকতার শেষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবগুলিকে-ও সংগ্রামের মাধ্যমে উৎখাত করতে নেতৃত্ব দেয় এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকেই সোভিয়েত শিল্প সরাসরি বহমান নিজের প্রচণ্ড গতি ও সম্পদগুলি নিয়ে।

সোভিয়েত শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত যে সোভিয়েত জনগণের মধ্যে এ জাগিয়ে তুলেছে এবং শক্তিমান করে তুলেছে নিজেদের জন্য গৌরবের ও গর্বের উপলব্ধি। ক্রমশ বেশি করে এদের আস্থা জাগছে প্রগতিশীল মানবতার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে এগিয়ে চলার মধ্যে। সোভিয়েত ভূমির জন্য ভালবাসা এবং সোভিয়েত দেশপ্রেমের গভীর ও শৌর্যদীপ্ত উপলব্ধিতে এরা উদ্দীপ্ত।

সোভিয়েত লেখকেরা এই জনগণকে কাজের সঙ্গে একত্রিত করে তাদের সম্বন্ধে লিখছে বা কী বিষয়ে সোভিয়েত শিল্পীরা বর্ণনা করছে

ইত্যাদি কিছুই কোন ব্যাপার নয়—শুধুমাত্র এই ঘটনার মধ্যেই সমস্ত রচনার গুরুত্ব বৈশিষ্ট্য স্থির করা হয় যে কী পরিমাণে তা সোভিয়েত দেশ-প্রেমিককে সাহায্য করছে এমন ধরণের এক সংগ্রামী করে গড়ে তুলতে, যাতে তারা অনুধাবন করতে সক্ষম সোভিয়েত দেশের মধ্যে যার রূপ দেওয়া চলছে সেই কাজের সামগ্রিক মহানতা এবং বিশালত্বকে এবং যার ফলে সমস্ত দেশপ্রেমিক সাম্যবাদের জন্য জনগণের সাধারণ সংগ্রামে নিজেকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে বাস্তবিক উৎসাহ পান এবং সমর্থ হয়ে ওঠেন

সোভিয়েত শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি শিল্প সৃজনকারীর নায়ককে চিহ্নিত করার পরিবর্তনটিকেও নির্দিষ্ট করে। একটি নতুন নায়ক হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী, শোষিত কৃষক এবং সেই সমস্ত জনগণ, যাঁরা সক্রিয়ভাবে এবং সচেতনভাবে আজ সমাজতান্ত্রিক সত্য ও বাস্তবতাকে রূপ দিয়ে চলেছে — এরাই হাজির ইতিহাসগত দৃশ্যপটে। পূর্বে মেহনতি মানুষ ছিল শিল্পে পার্শ্ব এবং খণ্ড চরিত্র হিসাবে। আজ সে উপস্থিত হয়েছে প্রভাবশালী চরিত্রাভিনেতা হিসাবে সামাজিক মঞ্চে। শিল্পে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে বাস্তবের নির্দিষ্ট পরিবর্তনকেই।

কালেকটিভ ফার্ম শক (Shock) ওয়ার্কার্সের প্রথম সম্মেলনে কমরেড স্তালিন জানান :

"যে সমস্ত শ্রমিক এবং কৃষকেরা কাজ করে চলেন নিঃশব্দে এবং শৃঙ্খলা মেনে, যারা কারখানা এবং মিলগুলি তৈরী করেছেন, খনির গভীরে ঢুকছেন, রেলপথ তৈরী করছেন, গড়েতুলছেন যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় খামার-গুলি, যারা জীবনের উপযোগী সমস্ত ভাল ভাল সম্পদগুলি সৃষ্টি করছেন, যারা সমগ্র দুনিয়াকে খাদ্য এবং বস্ত্র যুগিয়ে চলেছেন—তারাই হচ্ছেন এই নতুন জীবনের সত্যিকারের নায়ক এবং সৃষ্টিকর্তা।" (প্রবলেমস অফ লেনিনিজম, পৃঃ ৪৫৩, মস্কো ১৯৪৭)।

সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয়তার প্রকৃতি গঠনের বিষয় সুনির্দিষ্ট করে শৈল্পিক প্রকাশ দক্ষতায় সুউচ্চ পরাকাষ্ঠা—যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সহজ

স্বতাবজ প্রকাশমানতা এবং যা জনগণের কাছে সামগ্রিকভাবে বোধগম্য। লেনিন জানান যে শিল্পকে অবশ্যই জনগণের বোধগম্য করে তুলতে হবে।

বিশেষ এই পূর্বধারণা থেকেই CPSU (B)র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যবহারবাদীদের শিল্প দুর্বোধ্যতাকে সমালোচনার বিষয় মনে করে।

সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির নীতি গৃহীত হয়েছিল ১৯২৫ সালেই এবং সোভিয়েত শিল্পের জন্য একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও দিশা নির্দেশিত হয়েছিল।

"পার্টি অবশ্যই সাহিত্য সৃজনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব দেবে, যে সাহিত্য প্রকৃত সাধারণ পাঠককুল অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য অভিপ্রেত। স্থিরনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবেই যেটা জরুরী, তা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী পূর্বসংস্কারগুলির উৎসাদন এবং পুরোন কারিগরী দক্ষতার সমস্ত সাফল্যগুলির চাবিকাঠি অর্থাৎ প্রায়োগিক হাতিয়ারগুলির দ্বারা কোটিক মানুষের বোধগম্য এবং বিষয়বস্তুর উপযুক্ত আঙ্গিকগুলি তৈরী করে ফেলা।"

এই পূর্বপক্ষটির-ই উন্নতিসাধন ঘটানো হয়েছে অপেরা 'গ্রেট ফ্রেণ্ডশিপ' প্রসঙ্গে CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলিতে, যেখানে সুস্পষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়েছে যে কিছু সোভিয়েত সঙ্গীতকার "ভুলে বসে আছেন মানুষের জন্য কীভাবে রচনা করা দরকার" এবং বলা হয়েছে সোভিয়েত সঙ্গীতের ধারাটি হচ্ছে :

"সঙ্গীতে ভাবসমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাংগীতিক আঙ্গিকের শৈল্পিক (পেশাদারী) দক্ষতার ঐক্য—এটাই যথার্থ এবং বাস্তবসম্মত সঙ্গীতের মান। এর গভীরতা রয়েছে জনগণের সঙ্গে একাত্মতার বাস্তবতায় এবং তাদের সুর ও ভাবার সৃজন দৃষ্টান্তের মধ্যে। প্রয়োজন পেশাদারী পরিবেশনার উচ্চস্তরটির পাশাপাশি সাংগীতিক ঐতিহ্যগত সরলতা এবং বোধগম্যতা....।"

অতীতের ঐতিহ্যবাহী সামনের সারির শাস্ত্রীয় সৃষ্টিগুলির জনপ্রিয় প্রকৃতির ভিত্তি ছিল লোক সংস্কৃতির এবং লোকচর্চার জনপ্রিয় দৃষ্টান্তগুলির

চূড়ান্ত ব্যবহার – জনপ্রিয় আকাংক্ষা, সুর, ছন্দ, গল্প, জনপ্রিয় ভাষা সম্পদ ইত্যাদির আদর। গোর্কি এ বিষয়ে বহু কিছু জানিয়েছেন যখন তিনি সোভিয়েত শিল্পীর কাছ থেকে দাবী করেছেন জনপ্রিয় সৃষ্টি সম্পদগুলির যথার্থ উত্তরাধিকারস্বরূপ অত্যধিক ও সাহসী ব্যবহার। সোভিয়েত শিল্পে ব্যবহারবাদী আচারসর্বস্ব স্থূল ঝোঁকগুলির অ-জনপ্রিয় প্রকৃতি দেখিয়ে দেয় এই ধরণের সৃজনীসৃষ্টির প্রয়াস থেকে একটি সচেতন পলায়ন-কে। CPSU (B)-র কেন্দ্রিয় কমিটির সঙ্গীত প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তে এ-গুলিকে সুস্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে নিম্নগামী মান নিয়ে কেন্দ্রিয় কমিটির বক্তব্যে-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে কিছু নাট্যকার জনপ্রিয় ভাষা সম্পদের উপর যথেষ্ঠ দখল আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি।

শিল্প পরিবেশণার ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের যথেষ্ঠ ভাবে শিক্ষিত ও সুসজ্জিত করে তুলবেন অবশ্যই সোভিয়েত নন্দনতাত্বিকগণ। আর এ কাজ করতে হবে সোভিয়েত শিল্পের জনপ্রিয়তার প্রকৃতি হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট উপলব্ধির মধ্য দিয়েই।

* * *

কিছু কিছু সমালোচক এবং শিল্পতত্ব প্রণেতাদের মধ্যে একটি ভুল এবং সারবস্তুতে অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়—বিশেষ করে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিষয়ে বিবেচনাগুলির মধ্যে। অর্ন্তবস্তুতে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আমদানি করে যে ঝোঁকের. তা হচ্ছে যেন জনমানসের বিশিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্টাগুলি অগ্রাহ্য করার মধ্যে আর্ন্তজাতিকতা উপলব্ধির উপায় নিহিত। এই ধরণের সমালোচনীর দৃষ্টিভঙ্গীগত অবস্থান থেকে বিশ্ব-সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রলেতারিয় বৈশিষ্ট্যের উন্নতি এবং ব্যাপকতা মানেই হচ্ছে সেই সমস্ত সাহিত্য সমস্যার উপরে ভাবগম্ভীর ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের অবতারনা করা যেগুলি নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নয় কোনভাবেই অর্থাৎ যেগুলি যে কোন জাতীয় স্বার্থের প্রাসঙ্গিকতা মুক্ত এবং যার অবস্থান এসবের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে।

এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী শিল্প প্রসঙ্গে অ-মার্কসীয় প্রস্তাবণার-ই ফলশ্রুতি এবং বুর্জোয়া উৎসগুলির থেকে ধার করা। সোভিয়েতে কিছু শিল্প ইতিহাসকার রুশী সাহিত্য ও সঙ্গীতের উন্নতির বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক করার সময় সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং শিল্পচর্চার বিশিষ্ট অংশগুলিকেই। হাতড়াতে শুরু করেন বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণা থেকে দূরে তথাকথিত উদার স্বচ্ছ এক ভঙ্গী। রুশী শিল্প-কলার উন্নতির পদ্ধতি বা চর্চার সমস্ত সারবস্তুটি তাদের ধারণায় যেন বিদেশী শিল্পের থেকে ঋণ নেবার ব্যাপারে এক বোঝাপড়া। তারা বুঝে উঠতে চান না এবং তাই বুঝতেও অপারগ যে শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান এবং অন্য যে কোন দেশের বিভিন্ন ধরণের মতাদর্শগত ও আদর্শগত রূপগুলি সর্বপ্রথম বেড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী সামাজিক জীবনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত চাহিদাগুলির উর্বর জমিতেই—দেশের মধ্যেকার বিরাজমান শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সংঘাতে উদ্ভূত অবশ্যম্ভাবী যে শ্রেণী সংগ্রাম তার মধ্য থেকে। এজন্যেই একটি বিশিষ্ট দেশের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং একটি বিশিষ্ট জাতির ক্রমোন্নতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে শিল্পকলার ইতিহাসকে জানা বা বোঝা কোনটাই সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গে তুলে আনা যাক সোভিয়েত সঙ্গতি ইতিহাসকার টি, লিভানোভা-র বই "আউটলাইন অ্যাণ্ড মেটিরিয়্যালস অন দি হিস্ট্রি অফ রুশীয়ান মিউজিক্যাল কালচার বিষয়ে। লেখিকা এখানে মনে করছেন যে রুশী সঙ্গীতের উন্নতি এবং চর্চার ধারায় বিশেষ যা খুঁজে দেখার তা হচ্ছে পশ্চিমী ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের বিষয়গুলি আন্তর্জাতিকতা বিবেচনায় তিনি এটা করেছেন রুশী সঙ্গীতের উপর বিদেশী প্রভাবগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিনি লিখছেন : লক্ষ্য করা গেছে এটাই ঘটে—রুশী সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু সময়ে এবং বেশি বেশি পরিমানেই আগ্রহী হয়েছে এর তেমন ধরণের প্রতি এবং এর তেমনই পরিবেশনার প্রতি যা

অনুমোদনযোগ্য হয়েছে পশ্চিমী ইউরোপীয় শিল্প সাদৃশ্যের সঙ্গে।" (পৃঃ—৩২)

যদিও তিনি রুশী সঙ্গীতের উন্নতির যে বিশিষ্ট ধারা তাকে চিহ্নিত করেছেন—যেগুলিকে তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছেন সম্পূর্ণরূপেই একটি মৌলিক ভঙ্গীতে তিনি ঘোষণা করেন :

"তথাপি" রুশী সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির আপেক্ষিক ধারা সহজভাবে তুলনা করা যেতে পারে জার্মান ভাষা-ভাষীর দেশসমূহে সঙ্গীতের উন্নতির ধারার সঙ্গে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশী সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস (এর সৃজনীবৈশিষ্ট্য নয়) জার্মান সঙ্গীত ইতিহাসে সাংগীতিক চর্চার সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্যসূচক ফ্রান্সে বা ইতালীর সঙ্গীত ইতিহাসে সাংগীতিক চর্চার তুলনায়।" (পৃঃ—৩৯)

সমস্ত বিষয়টাকেই নামিয়ে আনা হয়েছে সাদৃশ্য এবং যোগসূত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে—এটাই হচ্ছে লিভানোভার গবেষণামূলক অধ্যবসায়ের সারতাৎপর্য। আবার ভাসালোভস্কির পদ্ধতিটিও এই একই ধরণের উদার পুঁজিবাদী ঘরানার। এজন্যেও টি. লিভানোভা ভাসালোভস্কিকে নিজের পরিবেশণের আদর্শ হিসাবে সাক্ষ্য মেনেছেন।

লেখিকা লিখেছেন "তুলনামূলক ঐতিহাসিক ঘরানায় যে পদ্ধতি ও ভঙ্গী রয়েছে সেগুলি এই অভিজ্ঞা-কেই প্রমাণ করে যে তা সম্পূর্ণ এক বিপরীত দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে এই ধারণার যে রুশীয়ান সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যাতিক্রমা।" (পৃঃ—৩২)

আরো কিছু গবেষক এবং শিল্প ইতিহাসবেত্তা একইভাবে প্রায় একই ভঙ্গীতে নিজেদের উদ্দেশ্যকে বুঝতে চেয়েছেন "বিশ্ব সংস্কৃতির" ধারণা তাদের মতে জাতীয় সাংস্কৃতির ধারণার পরিত্যাগ যাকে সবচেয়ে ভালভাবে সীমায়িত করা চলে একটি শব্দের মধ্যে—'বিশিষ্ঠতা'-য়।

অথচ এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী এগিয়ে দেয় বুর্জোয়া উদারবাদী জাতীয় সংস্কারমুক্ত বা বিশ্বপ্রেমী ফাঁপা অবস্থান, যা সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির বা উন্নতির সত্যিকারের নিয়ম বুঝে উঠতে সম্পূর্ণভাবেই অক্ষমতার

উপর নিজেকে দৃঢ় করে। জাতি এবং জাতীয়তা প্রশ্নে লেনিন এবং স্তালিনের শিক্ষাগুলি—সোভিয়েত সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য যা কিনা বিষয়বস্তুতে সমাজতান্ত্রিক এবং আঙ্গিক ও পরিবেশনার ভঙ্গীতে জাতীয় ধারণায় সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকদের সামনে পথপ্রদর্শক হিসাবে সঠিক দিশা দেয় সাংস্কৃতির আন্তর্জাতিক উপাদান ও জাতীয় উপাদানগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক সমস্যার সমাধানে পৌঁছতে।

লেনিন এবং স্তালিন শেখান যে বিশ্ব সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ কোন ক্ষেত্র নয়, যা ভিন্ন ভিন্ন জনমানসের এবং জাতীয় সাংস্কৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে অবলম্বনহীন। এই ধরণের সংস্কৃতি কখনোই উপস্থিত ছিল না বা কখনো অস্তিত্ব পেতে পারে না। বিশ্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে জাতীয় সংস্কৃতির সমবায়ে এবং সেগুলির ক্রমাগত উন্নতিতে এবং সম্পূর্ণতায় বিবর্তনের সাফল্যে। প্রত্যেক জনমানস নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কাঠামোয় এবং পটভূমিকায় আপন সাংস্কৃতির অগ্রসরমানতার মধ্যে উপহার দিয়ে চলে নানান বৈচিত্র্যের এবং গড়ে তোলে উন্নত বিশ্ব সংস্কৃতির সাধারণ ভাণ্ডার।

কমরেড স্তালিনের ব্যাখ্যায় জাতি-র সংজ্ঞা বহুল পরিচিত।

"একটি জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত জনগণের সংবদ্ধ সমাজ, যাতে গড়ে ওঠে একটি সাধারণ ভাষা, অঞ্চল বা ভৌগলিক অবস্থান অর্থ নৈতিক জীবন এবং সুগঠিত মানসিক রূপাবয়বে অর্থাৎ যা মূর্ত একটি সাধারণ সংস্কৃতির ধারক হিসাবে।" (মার্কসিজম অ্যাণ্ড দি ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন. পৃঃ—১৫, মস্কো—১৯৪৭।

এ থেকে যে সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক তা হচ্ছে যতদিন জাতিগুলির অস্তিত্ব থাকবে সঙ্গে সঙ্গেই বেঁচে থাকবে জাতীয় সাংস্কৃতি।

বিশ্ব-সাংস্কৃতি ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজে. যে সমাজ জাতিগুলির মধ্যে কোনভাবেই খণ্ডিত নয় এবং তাই বিভাজনের ফলশ্রুতি স্বতন্ত্র জাতীয় সাংস্কৃতি বলে যখন কিছুই থাকবে না, তা কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় সাংস্কৃতিগুলির সর্বোচ্চ অগ্রসরমানতারই ফলশ্রুতিতে

সম্ভব। লেনিন এবং স্তালিন ক্ষমাহীন ভর্ৎসনা রেখেছেন তাঁদের জন্য যাঁরা (আপন বিশৃঙ্খল মতাদর্শ থেকে—অনুবাদক) সংস্কৃতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে নস্যাৎ করে মনে করেন যে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসরমান আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে জাতীয় ভাষাগুলি, ঐতিহ্য-গুলি হত্যাদের দমশমূলক উৎখাত ও অবলুপ্তির মাধ্যমে। লেনিন এবং স্তালিন প্রশংসনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন একটি সামগ্রিক বিশ্ব সাম্যবাদী সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাবার পথে যাবতীয় সমস্যা এবং দিশা বিষয়ে। দেখিয়েছেন যে গৃহনীয় পথটি হচ্ছে সেই ধরণের সংস্কৃতির চূড়ান্ত চর্চা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতীয় ভঙ্গীতে বা আঙ্গিকে সমাজতান্ত্রিক বিষয়বস্তু-র প্রতিফলন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কৃতির অগ্রগতিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা দেখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মধ্যেকার এই আন্তঃসম্পর্কের উপলব্ধিতেই রয়েছে সঠিকতার অখণ্ডনীয় অনুমোদন। সোভিয়েত রাষ্ট্রে যা নতুন অর্থাৎ বহুজাতিক রাষ্ট্রের যে সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে প্রত্যেক জাতি এবং জাতির সাধারণ মানুষ নিজেদের সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শর্তাদিতে সম্পূর্ণ—তাই-ই সেখানে উপযোগী সংস্কৃতির উন্নতিতে সমাজতান্ত্রিক বিষয়বস্তুকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা গেছে শিল্পের জাতীয় আঙ্গিকে বা ভঙ্গীতে। সোভিয়েত ভূমির জনগণের প্রত্যেকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে এগিয়ে দিয়েছে সামনের দিকে এবং সমৃদ্ধ করেছে। আবার এই শিল্পই আমাদের জনগণের মধ্যে সোভিয়েত জাতি গৌরবের একটি বোধকে জাগ্রত করেছে এবং সে বিষয়ে সকলকে আকর্ষিত ও শিক্ষিত করেছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে মার্কসীয় লেনিনীয় ও পথপ্রদর্শনকারী দিশা সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকদের দ্বারা উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণে স্থান পায় নি। স্বভাবতই কিছু অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে এবং কিছু তাত্ত্বিকদের উপলব্ধিতে-ও এবং বিশেষ করে সোভিয়েত শিল্পের কিছু পরিবেশনায় দেখা যায় ক্ষতিকারক অস্পষ্টতা ও

দ্বিধাগ্রস্থতার ছাপ। এরা সকলেই আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে মার্কসীয় উপলব্ধির স্থানে প্রতিষ্ঠা দেয় বুর্জোয়া বিশ্বপ্রেম-য়ের ঠুঁটো জগন্নাথকে।

এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর অ-মার্কসীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কমরেড ঝানভ সোভিয়েত সঙ্গীত ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের সম্মেলনে জানান।

"যাঁরা মনে করেন রুশী জাতীয় সঙ্গীতধারার পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশভুক্ত অন্যান্য সোভিয়েত জনগণের ঐতিহ্যগত সঙ্গীত ধারাগুলি প্রস্ফুটিত করে তোলার অর্থ শিল্পে আন্তর্জাতিকতা বোধের অন্তর্বস্তুটিকে অপদস্থ করা. তাঁরা সামগ্রিক অর্থেই ভুল করছেন। শিল্পে আন্তর্জাতিকতাবাদ জন্মায় না জাতীয় শিল্প ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করার ভিত্তিতে বা তাকে পতিত করে রেখে। বিপরীতে, আন্তর্জাতিকবোধ জন্মায় যেখানে জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি স্ব শক্তিতে ভরপুর। এই সত্যটিকে ভুলে থাকার অর্থ চলার পথ হারিয়ে ফেলা. নিজের মুখাবয়বকে ভুলে যাওয়া এবং উত্তরাধিকার বর্জন করে শিকড়হীন হয়ে বিশ্বপ্রেমের ফানুস বনে যাওয়া।" (কনফারেন্স অফ দি ওয়ার্কাস ইন দি ফিল্ড অফ সোভিয়েত মিউজিক আণ্ডার দি অসপিসাস অব দি সি. সি, অফ দি সি, পি, এস, ইউ (বি), পৃঃ ১৩৯-১৪০ ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া বিশ্বপ্রেম বা জাতীয় সংস্কার মুক্তির তত্ত্ব সুস্পষ্ট প্রতিফলিত করে আপন প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যটিকে। ইউরোপীয় দেশগুলিকে 'সাহায্য করার' নামে, তাদের 'একত্রিত করার' ধ্বজা উড়িয়ে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্রে তৎপর সেখানকার জনগণের স্বাধীন এবং জাতীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে এবং সেখানকার জনগণকে দাসত্বের বেড়ি পরিয়ে দিতে। আধুনিক বুর্জোয়া 'বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ' ওকালতি শুরু করে দিয়েছে সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে একটি মাত্র রঙে রঙীন করে তুলতে—ডলারের রঙে। (এরই মধ্যে জাতিগুলির মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে উগ্র-জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষের বীজ উপ্ত—অনুবাদক)।

সোভিয়েত নন্দনবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ধারণা প্রয়োগের সমস্যাগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা। আপন মতাদর্শগত অস্ত্রাগারে এর রয়েছে শৈল্পিক সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের বহু মহান উদাহরণ। যেমন লিও তলস্তয় বিষয়ে লেনিনের লেখা যা শৈল্পিক সৃষ্টির বিশ্লেষণে একমাত্র সঠিক মার্কসীয় ধারায় সুউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহান রুশী লেখক কৃত সৃষ্টকর্মের বিশ্ব-তাৎপর্যটি লেনিন দেখেন এবং এগিয়ে আসেন বিশ্বসাহিত্যের পরিধির মধ্যে। এ ঘটনার তাৎপর্য এই নয় যে তিনি সে সময়কার জনগণের আকাংক্ষায় আঘাত দিতে সমস্যা থেকে সরে যাবার প্রয়াস নেন—বিপরীতে, লেনিনের উপলব্ধি ছিল যে এই মহান লেখক সমগ্র মানবিকতার একটি শিল্পসম্মত সমৃদ্ধি ঘটিয়ে একটি অগ্রণী পদক্ষেপই নিয়েছিলেন। আর এই গন্তব্য তার বিশাল উপহারস্বরূপ কাজগুলির মধ্যে প্রতিফলিত—রাশিয়ার "সেই যুগটি, যাকে বলা চলে বিপ্লবের উনপ্রস্তুতিপর্বে" লেখক প্রচণ্ড শক্তিশালী লেখনীতে উন্মীলিত করেছেন পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে লাখো লাখো রুশী কৃষকদের জীবনমরণ প্রতিরোধের বাস্তবতাকে। তলস্তয় ছিলেন গভীরভাবেই জাতীয় এবং এই সত্য শুধু তার বিশ্বতাৎপর্যকেই ক্ষুণ্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয় বরং পাশাপাশি তার কাজের শক্তিকেই বিশ্বসমক্ষে হাজির করেছে।

বেলিনেস্কি এবং চেরনিশেভস্কি—যাঁরা ক্ষমতাবান ছিলেন শিল্পের উন্নতির পদ্ধতি ও ধারাগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি মহান আদর্শগত উচ্চতায় তাকে শিল্পকলাকে) পৌঁছে দিতে, সর্বান্তকরণে সচেষ্ট ছিলেন রুশী জাতীয়-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায়। তাঁরা এরই মধ্যে দেখেছিলেন এর বিশ্বতাৎপর্য সমৃদ্ধির গ্যারান্টি। তাঁরা তীব্র পরিহাস করেছেন সেই সমস্ত লেখকদের যাঁরা অন্যপথে জনগণের ভাগ্যকে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন জনগণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পিছন ফিরে।

বাস্তববাদের উপর তাঁদের ধারণায় তাঁরা মিশিয়ে নিয়েছিলেন জাতীয়

উপাদানগুলিকে, যার থেকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনের যথার্থ প্রতিফলন থেকে শিল্পকে তুলে নিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করলে তা হারিয়ে ফেলে বাস্তববাদী বৈশিষ্ট্যকে-ও।

সোভিয়েত শিল্প সমৃদ্ধ এর জাতীয় বর্ণে এবং দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যে। এ কারণেও সোভিয়েত সাহিত্যের সমস্যাগুলির মধ্যেকার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির গুরুত্ব। আর এই সাহিত্যগুলিই হচ্ছে এই বিষয়ের উপর সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বাস্তব এবং যথার্থ ভিত্তি।

অনুবাদক—গোপাল ভট্টাচার্য

—লেখাটি প্রথমে ছাপা হয় বলশেভিক, নং ১৩, ১৯৪৮ সালে—রাশিয়ান ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন কমরেড এ, বি, খারদিকার। বর্তমানে ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদের জন্য লেখাটির সংগ্রহ উৎস—"কম্যুনিস্ট" ভল্যুম-২, নং ২, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ট্রোল্ড ব্রেশ্‌ট্‌

☐ শিশুদের জন্য গান, আলম ১৫৯২

বিশপ. আমি উড়তে পারি
দরজীটা বলল একদিন মহান যাজক-কে।
তুমি দেখো কিভাবে সত্যিই আমি তা পারি।
দড়ি দড়া বেঁধে ছেঁদে সে সত্যিই উড়তে আরম্ভ করল
দেখাচ্ছিল ঠিক পাখীর মত ডানা মেলা
আকাশ থেকে, গীর্জার ছাতের সামনে সেই আকাশ—
যাজক চলে গেলেন।
এটা সমস্তটাই ফাঁকি, বুজরুকি
মানুষ কখনোই পাখী নয়
কেউই কখনো সত্যি সত্যিই উড়তে পারে না
যাজক দরজীর দিকে চেয়ে বললেন।
দরজী তো অথচ সত্যি সত্যিই উড়ে দেখাল
মানুষজন যাজকের দিকে বিনীত ভাবে বললে
আহা! এটা তো গল্পের কথা ছিল।
তার ডানাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল
আর সে সজোরে মুখ থুবড়ে পড়েছিল
উঠোনের শক্ত পাথরগুলির উপর
—গীর্জা চূড়ার ঘণ্টা বাজিয়ে দাও
ব্যাপারটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা
মানুষ কখনোই একটা পাখী নয়
কেউ কোনদিনই উড়তে পারে না
যাজক গম্ভীর ভাবে মানুষজনের কাছে বললেন।

☐ শয়তানের মুখোশ

আমার ঘরের দেয়ালে ঝুলছে জাপানী একটি খোদাই-কর্ম,
একটি শয়তান ড্রাগনের মুখোশ, সোনা-জল দিয়ে অলংকৃত করা।
বেশ কৌতূহল নিয়েই আমি সেটা দেখি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ;
কপালের স্ফীত শিরা—শিরাগুলি উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ করে
কতখানি শক্তি জমিয়ে নিয়ে তবেই এখন সে শয়তান।

হেনরিখ হাইনে,

☐ একটি অঙ্গীকার

স্বাধীনতা, টলমল তুই উদ্বেগ নিয়ে
খালি পায়ে এই আঘাতে আর ঘৃণায়-ও
কোন ভয় নেই ! একদিন তুই পেয়ে যাবি জুতা
আর নিশ্চয় (হয়ত বা) একটি মোজা-ও।

স্বাধীনতা, একদিন তুই পরতে পাবিই
উষ্ণ টুপী কান ঢাকা সু-দৃশ্য
আর তোকে এই জুবুথুবু চলতে হবে না
খোলা পথে শীতল বাতাসে নিঃস্ব

মানুষেরা সেদিন স্বাগত জানাবেই
দেবে ঘর আর ভোজের আমন্ত্রণ-ও
বেশী বেশী দেবে ভালবাসা ও আদর
কিন্তু, সত্যিই হায় ! দেবে না সত্য যত্ন

তুই, যাই হোক, নিশ্চয়ই তবে
দেখাশোনা আর যত্ন করিস মিতা
গলা নিচু করে, হাঁটু ভেঙ্গে, আর—
সুদিনের তরে নীরবে থাক তুই স্বাধীনতা।

অ্যাড্রিয়ান মিচেল

☐ প্রাসঙ্গিক জনের প্রতি

আমি চাপা পড়ে গিয়েছিলাম সত্যের পাথর-ভারে একদিন।
সেই দুর্ঘটনার পর থেকে আমি এসে পড়েছি এই পথে
তাই জুড়ে দাও আমার পা দুটি প্লাস্টার দিয়ে
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

ঘুম-ভাঙানো ঘড়ির যন্ত্রনায় কুঁকড়োন টিকটিক শুনে
নিজেকে খুঁজে পাইনি, ফিরে গিয়েছি ঘুমের কাছে আবারও
তাই রূপা দিয়ে আমার কান ঝালাই করো,
জুড়ে দাও আমার পা দুটি প্লাস্টার দিয়ে,
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

প্রতিটি মুহূর্তে আমি চোখ দুটি বন্ধ করেছি, যা দেখি সবই আগুন
পাথরের জাবদা তৈরী করেছি আর সমস্ত নামগুলি খোদাই করেছি
বেশ করে ঢেকে দাও আমার চোখ মাখন জেলিতে
রূপা দিয়ে আমার কান ঝালাই করো,
জুড়ে দাও আমার পা দুটি প্লাস্টার দিয়ে,
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

আমি কিছু পুড়ে যাবার গন্ধ পাচ্ছি, বোধ হয় এটা আমার মস্তিস্ক
শুধু উগ্র গন্ধ ছড়াচ্ছে চুঁয়ে চুঁয়ে আর ফুলঝুরির ফুলকি ঝরছে
অতীব ঠেসে দাও আমার নাকে উগ্রতর রসুন,
ঢেকে দাও আমার চোখ মাখন জেলিতে,
রূপা দিয়ে আমার কান ঝালাই করো,
জুড়ে দাও আমার পা দুটি প্লাস্টার দিয়ে
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

তুমি কোথায় ছিলে অপরাধগুলি যখন একের পর এক……… ?
স্মৃতিস্তম্ভ গিলছিল যখন এঁটেল কাদা মুখ থুবড়ে পড়ে
ততখানি আহ্ ডুবিয়ে বাঁধো আমার জিহ্বা ঝাঁঝালো মদে
ঠেসে দাও আমার নাকে উগ্রতর রসুন,
ঢেকে দাও আমার চোখ মাখন জেলিতে,
রূপা দিয়ে আমার কান ঝালাই করো,
জুড়ে দাও আমার পা প্লাস্টার দিয়ে,
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

বোমারু বিমান লুকিয়ে রাখো পাঁজরে, চেতনা উপড়ে ছুঁড়ে দাও
হাতে তুলে নাও রক্তমাংসের মানুষ আর নাচাও ইচ্ছামতো সমস্ত দিকে
এইভাবে রগড়ে দাও আমার চামড়া মেয়েমানুষ দিয়ে,
ডুবিয়ে বাঁধো আমার জিহ্বা ঝাঁঝালো মদে,
ঠেসে দাও আমার নাকে উগ্রতর রসুন,
ঢেকে দাও আমার চোখ মাখন জেলিতে,
রূপা দিয়ে আমার কান ঝালাই করো,
জুড়ে দাও আমার পা প্লাস্টার দিয়ে,
আমাকে মিথ্যে বল ভিয়েতনাম বিষয়ে।

ওডিসিউয়স ইলাইটিস,
□ আলবেনিয়ার হারিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট-য়ের জন্য
বীরত্ব এবং বিষাদ-ভরা গান

। সাত ।

গাছগুলি কয়লার, রাত্রি পারে না তাকে আগুনরাঙ্গা করতে
বাতাসেরা ছুটছে বুকে বন্য মাদল পিটিয়ে, হ্যাঁ এখনো চাপড়াচ্ছে নিজের বুক
কিছুই ঘটেনি। হাঁটু মুড়ে বিস্মিত পাহাড়গুলি পংক্তিতে স্থাণু

মাথাগুলি ঢাকা তুষার শুভ্র চাদরে। এবং গভীর গিরিখাতের গোঙানি
মানুষগুলির রক্তাক্ত মৃত্যু যন্ত্রণা—জেগে উঠছে অতল গহ্বর
এমন কি দুঃখও চোখ মুছছে না আর সেই পাগল অনাথ মেয়েটির মত—
সে ইতস্ততঃ ঘুরছে. ফিরছে, বুকে ঝুলছে ছোট্ট একটি ক্রুশ. কুটোয় তৈরী
একেবারে কাঁদছে না—পিচ কালো কফিনের স্তূপ তার চারপাশ ঘিরে
সে বেয়ে উঠল সেই স্তূপের চুড়োয় এবং চাঁদের রেকাব রেখে দিল সেখানে
বোধ হল গ্রহগুলি দাঁড়িয়ে গেল আর, নিজেদের ছায়া দেখতে দেখতে
লুকিয়ে নিল নিজেদের হাসি আলো
এবং ঝুলতেই থাকলো স্থির
নিস্পন্দ্য বিস্ময়ের সঙ্গে সেই অব্যবস্থার ভীড়ে

বাতাস ছুটছে। বুকের হাপরে এলোপাথাড়ি ঘা—হ্যাঁ এখনো বাতাস
চাপড মারছে নিজের বুকে
বিষন্নতা নিজের কালো চাদর জড়িয়ে কুণ্ডলী
মাটিতে মুখ গুঁজে আগিয়ে আসা মেঘের ডাক শুনছে
কিইবা আছে আর শোনার—এতই যদি মেঘের মাস গেল ?
কাঁধের উপর এক মাথা চুলের জট নিয়ে আহ্ তাকে থাকতে দাও একা—
আধখানা মোমবাতি আধখানা শিখা মায়ের কান্না—তাকে থাকতে দাও একা
খালি খাঁ খাঁ ঠাণ্ডা ঘরগুলিতে উদ্দেশ্যহীন—তাকে থাকতে দাও একা !
কারণ, ভাগ্য বিধবা হয় না কখনো
আর মায়েরা থাকুক কান্নার জন্য, স্বামীরা যাবেন যুদ্ধে
ফলের বাগান মুকুলিত হবে মেয়েটির বয়সী-বুকের জন্য
রক্ত খরচ করতে হবে—ঢেউ যেমন ফেনায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে.....
এবং স্বাধীনতা চিরকালই জন্ম চীৎকারে আকাশভাঙ্গা আলো।

মর্জিয়হ অহমদী অস্কোই

□ আমি এক নারী

আমি একজন মা
একজন বোন
একজন সত্যি করে'র জীবনসাথী

আমি একজন নারী
যে উত্তরের ছোট্ট গাঁয়ের বাসিন্দা
যে শুরু থেকেই
মরুভূমির তপ্ত বালুকণার উপর
নগ্নপায়ে

বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে
যে ধানের ক্ষেতে
দুর্বল গাইয়ের সাথে
সারাদিন পড়ে থাকে ;
চায়ের বাগানে
শুরু থেকেই মেহনত করে
নিজের হাড় খান্‌খান্ করছে।

আমি এমনই এক মা
যে পর্বতে নিজের বাচ্চাকে জন্ম দেয়
যে ছাগশিশু হারালে
ফাঁকা মাঠে বসে একা একা অশ্রু ঝরায়।

আমি এমনই একজন মেয়ে
একজন মজদুর
যার হাত

কারখানার বড় বড় চাকাগুলো ঘোরায়
আর তার সমস্ত শক্তি
রক্ত-মাংশ চুষে নেয়
কোটিপতি ব্যবসায়ীগুলো
আমি এমনই একজন নারী
যার রক্ত চুষে
রক্তচোষা লাসগুলো ফুলে ফেঁপে ঢোল।

আমি একজন এমনই নারী
তোমার লজ্জার অভিধানে, যার কোন সমার্থক শব্দ নেই
এমনই এক মেয়ে
যার হাতে মেহনতের দগদগে ক্ষতচিহ্ন
এমনই এক মা
যার ত্বক মরুভূমির সূর্যের মতই ঘসঘসে
এমনই একজন মজদুর
যার চুলে ধোঁয়ার গন্ধ।

সত্যিই আমি এমনই একজন নারী
যার চোখে স্বাধীনতার লাল নেশা
এমনই একজন মা
একজন মজদুর
যার হাত
সমস্ত দুঃখের সাথে শিখেছে :

বন্দুক তুলতে হবে।

পদ্মা সচদেব

☐ সাহসিকতার মুহূর্ত

দক্ষিণ দিকে
আমাদের পাহাড়ে
একটা কূপ আছে
উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ।

আগের বছর
গ্রীষ্ম একে ঢেকে দিয়েছিল
সবুজ আমের মুকুলে
বাছুরকে তা প্রলুব্ধ করত
এবং তারা এর মধ্যে ডুবে যেতো

তখন থেকে
কেউই পান করত না
ওই কূপের জল
রাত্রিতে
চোরের মত
আমি ওর জলে স্নান করতাম
দুহাত দিয়ে আঁজলা ভ'রে
পান করতাম
কিন্তু, ভালবাসা শেষ হবার নয়
পিপাসা-ও নয়
গভীর অন্ধকারে
সেই কূপের

সতৃষ্ণ অশরীরীরা সেখানে
অপেক্ষা করতো
সেই মহিলাটির জন্য যে ফাঁসী গিয়েছিল
এর কপিকলের দড়িতে
কিন্তু কখনো ফিরে আসেনি
জল নেবার জন্য

কূপের সেই অন্ধকার
অপেক্ষায় থাকতো সেই সাহসিকতার
মুহূর্তের জন্য
যখন চারিদিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে
আমার দুহাত
প্রসারিত হোত
পিপাসা মেটাবার জন্য ।

অজয় দাস
□ বুদ্ধিবাদী

আবদুল্লা লক্ষ্য করলো
পোষা গরুগুলি তার সবুজ পাতা খেয়ে
সবুজ ছাড়া কিছুই আর খায় না

কিন্তু তার পুঁজি শেষ

অতএব এবার সে বুদ্ধি করে
তাদের চোখে পরিয়ে দিল
সবুজ কাঁচের চশমা ।

☐ মেয়েটা

ঘুলে করে মেয়েটা
একটা গরম কয়লা টপ্ করে গিলে ফেলেছিল

আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল তার হৃদয়
পিত্তথলি পাকস্থলি

আগুন নেভাতে
নলি দিয়ে ঢাললো জল
কিন্তু তা মিশে গেল রক্তে
ক্ষত সারাতে সে খেলো
মলম মাখন ঘি
তা লেগে গেল এবার
হাতে পায়ে পাছায়

শেষমেশ মেয়েটা
প্রথমে দুটো পা তারপর
কোমর বুক গলা মাথা
নিজের পুরো শরীরটাই ফেলল গিলে।

☐ গাড়িটা

ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীটা একদিন গেল থেমে
সবাই হুড়মুর করে নেমে এল গাড়ি থেকে
মাত্র একজনই বসে রইল ষ্টিয়ারিং হাতে
বাকি সবাই মিলে ঠিলতে লাগলো গাড়িটা
আর গাড়িটা চলার পরই ষ্টিয়ারিং-এর মানুষটা
দাবী করলো : তারই কীর্তি তারই সাফল্য

আবার একদিন পৃথিবীটা গেল থেমে
এবার ও সবাই হুড়মুড় করে নেমে এলো
কিন্তু কেউই ঠিললো না গাড়িটা
ষ্টিয়ারিং হাতে অচল গাড়িতেই বসে মানুষটা
তারপর সবাই হো-হো ব্যঙ্গ করলো

শেষে গাড়িটা সচল করতে সবাই ঠিলতেই
মানুষটা নেমে গেল লাফিয়ে গাড়ি থেকে
বিশাল ধাক্কায় ডান-বা ডান বা করে
কিছু দূর গেল বটে কিন্তু শেষে গিয়ে পড়ল
একটা বাঁকের খাঁদে

গোপাল ভট্টাচার্য্য

☐ পুতুল বিষয়ক—৪

তোমাকে যা করা হবে বলে
চক্রান্ত চলেছে, চলছে ও
ক্রমশঃ তুমি তাই হয়ে উঠছো।

তোমার বাবা, মা স্বপ্ন দেখেছিলেন
তুমি বড় হবে, তারা সুখের মুখ দেখবেন
তারা সুখের মুখ দেখছেন
বড় হয়েছো—তাঁরা সে খবরটাই
মাঝে মধ্যে আমাদের জানিয়ে যান
বোঝা দায় তাঁরা এই-ই চেয়েছিলেন কিনা।

তোমার বন্ধুরা চেয়েছিল : তুমি
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখবে, তুমি তা রেখেছো।
তারা কথায় তোমার প্রসঙ্গে গর্ববোধ করে
একটু আক্ষেপ-ও করে
তাদের প্রতি তোমার অথ অবহেলা নিয়ে

পয়সার একটা পিঠ হাতের তালুতে
রেখে নিতে চেয়েছিল সকলে তারা—
তোমার স্বজন, প্রতিবেশী
তোমার নেকনজর চেয়েছিল
বাবা মা চেয়েছিলেন
সৎ পথে সুখ মেটাতে
বন্ধুজনে তোমাকে নিয়ে আত্মশ্লাঘা
আর তোমার প্রেমিকা চেয়েছিল
বিলাস ব্যসনে তোমার একনিষ্ঠ প্রেম
আহা ! তুমি-ও কি চাওনি
তোমাকে নিয়ে কাহিনীকাব্য –

তোমার এইসব পাওয়ার অধিকার
মেনে নিয়ে তোমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে
যে ফেরীওয়ালা, সেও চেয়েছিল :
তুমি শিক্ষিত গর্দভ হও, ভারবাহী

আর, ক্রমশঃ তুমি, তাই হয়ে উঠছো।

Space donated by

A
WELL
WISHER

SREE GANESH TRADING

23-A, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700 001

Space Donated By :

Phone : 68-5430

Construction Corner

ENGINEERS BUILDERS & CONTRACTORS

Specialist in :

Interior, Exterior Decoration & All Types Of Wooden Work

Office :

17/3, BEHARI LAL CHAKRABORTY LANE,
HOWRAH-711 101

With best compliments from :

Mani Commercial Limited

23-A, N. S. ROAD, Calcutta-700 001

সম্পাদক : অজয় দাস

অজয় দাস, ১৮/৯, বিহারীলাল চক্রবর্তী লেন, হাওড়া-৭১১ ১০১ পশ্চিমবঙ্গ, দ্বারা প্রকাশিত। "মা সিদ্ধেশ্বরী প্রিন্টার্স" ১/১এ, শরৎ বসু লেন, হাওড়া-১ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—১৫ টাকা।